ADMINISTRATIVE REFORM

CONFINED

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Bangladesh Public Administration Training Centre Library
Savar
Dhaka
Estd. 1984

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস প্রতিবেদন ঃ
সমর্পণ পত্র

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন
১০, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি
জুন, ১৯৯৬ ।

1996

পরিশিষ্ট সূচী

ক্রমিক নং	বিষয়	পরিশিষ্টের নাম	পৃষ্ঠা
০১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরিত প্রশ্নমালা	'ক'	০১ - ০২
০২.	অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর ও সংযুক্ত অফিসে প্রেরিত প্রশ্নমালা	'খ'	০১ - ০২
০৩.	চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক পুনর্বিন্যাসকৃত সংস্থার তালিকা	'গ'	০১ - ১৭
০৪.	বাংলাদেশের থানাসমূহের শ্রেণীবিন্যাস	'ঘ'	০১ - ১৫
০৫.	বাংলাদেশের জেলাসমূহের শ্রেণীবিন্যাস	'ঙ'	০১ - ০৭
০৬.	সুপারিশকৃত জনবল ও আর্থিক সংশ্লেষ সম্পর্কিত বিবরণী	'চ'	০১ - ০৭
০৭.	পুনর্বিন্যাসের কারণে উদ্বৃত্ত জনবলের বিষয়ে কমিটির সুপারিশ	'ছ'	০১ - ০৩
০৮.	মন্ত্রণালয়/বিভাগের পুনর্বিন্যাস	'জ'	০১ - ০৫
০৯.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের জনবল সুষমকরণ	'ঝ'	০১ - ০৯
১০.	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থায়ী জনবল	'ঞ'	০১ - ২৪
১১.	প্রশাসনিক ও আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস	'ট'	০১ -২১
	সমর্পণ পত্রের ইংরাজী সংস্করণ		০১ - ২২

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ★ ১০ দিলকুশা বা/এ ঢাকা ★ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

CONFINEL

<u>সূচীপত্র</u>

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা/অনুচ্ছেদ
০১.	কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংস্থাগুলির অপরিকল্পিত পুনর্বিন্যাস	০১/০২
০২.	অতীতের পুনর্বিন্যাস প্রয়াস	০২/০৩-০৪
০৩.	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি নিয়োগ	০২/০৫-০৬
০৪.	কর্ম-পদ্ধতি	০৪/০৭-১০
০৫.	পুনর্বিন্যাসের ফলাফল	০৫/১১-১৪
০৬.	উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের ব্যবস্থা সম্পর্কিত পদ্ধতি	০৬/১৫-১৬
০৭.	মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পুনর্বিন্যাস	০৭/১৮-২০
০৮.	পরিকল্পনা কমিশনের পুনর্বিন্যাস: জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থা	০৮/২১
০৯.	সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়	০৮/২২
১০.	হিসাব সংরক্ষণ হইতে হিসাব নিরীক্ষা পৃথকীকরণ	০৮/২৩
১১.	ন্যায়পাল সচিবালয় এবং অন্যান্য জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা	০৯/২৪
১২.	সরকারী সেবা সম্পর্কিত তথ্য	০৯/২৫-২৬
১৩.	আইন-কানুন অনুবাদ	১০/২৭
১৪.	নূতন অফিস: 'ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যধারা পরিদপ্তর'	১০/২৮
১৫.	শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস.	১১/২৯
১৬.	স্বাস্থ্য ব্যবস্থা	১১/৩০-৩১
১৭.	স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের পুনর্গঠন	১২/৩২
১৮.	ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ	১২/৩৩-৩৫
১৯.	বিকৃতিকরণ প্রবণতা	১৩/৩৬
২০.	প্রস্তাবিত স্থায়ী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কমিশন	১৪/৩৭
২১.	কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	১৪/৩৮

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

সমর্পণ পত্র

জন্ম-লগ্নে যে সব কর্মচারী ও সংস্থা ছিল, তাহা লইয়াই বাংলাদেশ সরকার কাজ শুরু করে। ইহার পূর্বে দুইটি সরকার ছিল। একটি ছিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার এবং অপরটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা হইয়াছিল কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি এবং অবশিষ্ট বিষয়াবলীর প্রশাসনের উদ্দেশ্যে এবং প্রাদেশিক সরকারের কাজ ছিল প্রাদেশিক বিষয়াদির প্রশাসন। কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয় কতিপয় মন্ত্রণালয়, বিভাগসহকারে এবং সেইগুলির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ছিল কয়েকটি অধিদপ্তর ও অন্যান্য অফিস। অপরদিকে প্রাদেশিক সরকারে ছিল কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট, যেগুলির শীর্ষে ছিলেন এক একজন প্রাদেশিক মন্ত্রী। এইসব ডিপার্টমেন্টের অধীনে থাকিত কতিপয় ডাইরেক্টরেট (পরিদপ্তর), যাহার কাজ ছিল সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার দুইটির মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য ছিল, তাহা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় প্রাদেশিক সরকারের উচ্চতম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিম্নতর অবস্থান বা মর্যাদা। প্রাদেশিক সরকারের অধিকাংশ ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন সচিব, যাহারা পদ-মর্যাদায় ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের উপ-সচিবের সমতুল্য। মাত্র পাঁচটি ডিপার্টমেন্টের শীর্ষে যাহারা ছিলেন, তাহাদের পদ-মর্যাদা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম-সচিবের সমতুল্য। একইভাবে ডাইরেক্টরেটগুলির প্রধানের পদ-মর্যাদা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের উপ-সচিব বা তাহারও নিম্নে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, যাহার পদ-মর্যাদা ছিল কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সচিবের সমান। আর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন অধিদপ্তরগুলির (ডিপার্টমেন্ট) শীর্ষ স্থানে ছিলেন ডাইরেক্টর জেনারেল, যাহার পদ-মর্যাদা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম-সচিবের সমান।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংস্থাগুলির অপরিকল্পিত পুনর্বিন্যাস

০২। স্বাধীনতা লাভের পরে বাংলাদেশ প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের সাহায্যেই কাজ শুরু করে। প্রাদেশিক ডিপার্টমেন্ট (কার্যত: মন্ত্রণালয়) ও ডাইরেক্টরেট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরূপ অফিসগুলি কেবলমাত্র নামেই পৃথক ছিল তাই নয়, ইহাদের বেতন স্কেল ও পদ-মর্যাদায়ও পার্থক্য ছিল। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্মাণমূলক ডিপার্টমেন্টের নাম ছিল পিডাব্লিউডি, আর প্রাদেশিক সরকারের অনুরূপ অফিসের নাম ছিল সিএন্ডবি। দুই সরকারের শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তাদের পদ-মর্যাদায়ও পার্থক্য ছিল, এমন কি কেরানীদের বেতন স্কেলেও ছিল বিরাট ব্যবধান। কেন্দ্রীয় সরকারে যাহারা চাকরি করিত, তাহারা উচ্চতর বেতন স্কেল ও পদ-মর্যাদা ভোগ করিত। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন/পরিবর্ধনের সময়ে কিছু সংখ্যক ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে যে দুই শ্রেণীর আমলাতন্ত্র পাওয়া গেল, ইউনিটারী বাংলাদেশে তাহা পৃথক পৃথক রাখা সম্ভব হইল না। কোন প্রকার নিবিড় সমীক্ষা এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা ব্যতীতই সময়ের তাগিদে দুইটি সিস্টেম একীভূত করা হইল। ফল হইল প্রথমত: বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তি এবং সংস্থাগুলির বিকৃতি। দ্বিতীয়ত: একীভূত করার সময়ে এমনভাবে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হইল, যাহার ফলে প্রায় সব কয়টি সংস্থার প্রধানদের পদ-মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইল এবং কতকগুলি পদ সৃষ্টি করা হইল, যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত ব্যক্তিদের আত্মীকরণ করা সম্ভব হয়। এইভাবে সত্তরের দশকে সরকারী সংস্থাগুলি এলোমেলো বা বিশৃংখলভাবে পরিবর্তিত হইল। কোন কমিশন বা কমিটির মাধ্যমে কোন নিবিড় ও অনুসন্ধানী সমীক্ষার ভিত্তিতে এইসব পরিবর্তনশীল সরকারী অফিসের সুবন্যকরণের কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই।

এই সময়ে চাকরি ও বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিষয়ে কমিশন গঠন করা হইয়াছিল । তবে বেতন স্কেল ও চাকরি সংস্কারের প্রচেষ্টা আরও বেশী অর্থবহ হইত যদি একই সময়ে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির একীভূতকরণ এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বেতন স্কেল একীভূতকরণের পটভূমিতে একটি প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিশন গঠন করা হইত ।

অতীতের পুনর্বিন্যাস প্রয়াস

০৩। সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সাংগঠনিক কাঠামো সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে সামরিক আইন সরকার সর্বপ্রথমে এনাম কমিটি নামে পরিচিত একটি কমিটি গঠন করে । মনে হয় এই কমিটির প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবল ও অফিস সরঞ্জাম সম্পর্কে হিসাব নিকাশ করা । এই কমিটি অনুমোদিত পদের হিসাব সংগ্রহ করে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল সম্পর্কে সুপারিশ করে এবং অফিস সরঞ্জামের তালিকাও প্রণয়ন করে । এই কমিটির মুখ্য কাজ ছিল সরকারী অফিসে নিয়োজিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মচারী সনাক্ত করা । প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পদে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীকে শুমারি করা হয় । ইহা পুরাপুরি সাংগঠনিক কাঠামো সমীক্ষা না হইলেও, ইহাই ছিল সর্বপ্রথম অনুরূপ সমীক্ষা । নি:সন্দেহে বলা যায় যে, ইহাই ছিল সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সর্বপ্রথম সমীক্ষা ।

০৪। সাত বৎসর পরে ১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের তৎকালীন মহা-পরিচালক জনাব এ. মুয়ীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে সরকার আর একটি কমিটি গঠন করে । এই কমিটির কাজ ছিল যে সকল ডিপার্টমেন্ট জাতীয় কল্যাণ বা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বা উপযোগিতা হারাইয়াছে, সেগুলির বিলুপ্তি বা একত্রীকরণ সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন করা । কমিটি মোট ৩৩টি সংস্থার বিলুপ্তি এবং একত্রীকরণের সুপারিশ করে । এইসব সুপারিশ আংশিকভাবে বাস্তবায়ন হয় ।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি নিয়োগ

০৫। এনাম কমিটির কাজের শেষে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সেখান হইতেই কাজ শুরু করা উচিত ছিল । এই অনুবিভাগের উচিত ছিল প্রতিটি সরকারী এজেন্সির সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করা এবং তাহাদের চেইন অব কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃতি (স্প্যান অব কন্ট্রোল) সুষ্ঠুভাবে দেখান । প্রতিটি সংস্থার উদ্দেশ্য, কার্যাবলী এবং প্রতিটি কর্মকর্তার পদ-বর্ণনা (জব-ডেসক্রিপশন) বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করা উচিত ছিল । এই কাজ তো এই অনুবিভাগ করেই নাই, এনাম কমিটি যে পোজিশন চার্ট রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাও ইহারা সংশোধন করে নাই । ফলে বহু ক্ষেত্রেই কোন প্রতিষ্ঠানের জনবলের হিসাব ও কোন পদের অবস্থান কোথায়, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । এইরূপ পরিস্থিতিতেই সরকার বিগত ০৫-০৮-১৯৯৩ তারিখে এই কমিটিটি গঠন করে এবং ইহার উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় সরকারী কাজে গতিশীলতা আনয়ন ও সংস্থাগুলি আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরের পুনর্গঠন ও সুষমীকরণ ।

০৬। এই কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সমনবয়ে গঠিত হয় :

ক.	জনাব ম. নূরেউন নবী চৌধুরী, সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন ।	চেয়ারম্যান (সার্বক্ষণিক) ;
খ.	জনাব আব্দুস সালাম, অবসরপ্রাপ্ত সচিব ।	সদস্য (সার্বক্ষণিক) ;
গ.	ড: এ.এম.এম. শওকত আলী, সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ।	সদস্য (খন্ডকালীন) ;
ঘ.	জনাব বি.আর. চৌধুরী, মহা-পরিচালক, (অতিরিক্ত সচিব), নিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ।	সদস্য (খন্ডকালীন) ; এবং
ঙ.	জনাব মারুফ মোরশেদ, যুগ্ম-সচিব, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ।	সদস্য-সচিব (খন্ডকালীন) ।

কমিটির উপর অর্পিত কর্মপরিধি :

ক. মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারী অফিসের কার্য সম্পাদনের জন্য বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো পর্যাপ্ত কি না, তাহা পরীক্ষা করা ;

খ. সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের পদ-বর্ণনা (জব-ডেস্ক্রিপশন) এবং কার্যভার পরীক্ষা করা ;

গ. সমস্ত অফিসের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নির্ণয় করা ;

ঘ. এইসব অফিসের কার্যাবলী, সুষমীকরণ ও পুনর্গঠন সুপারিশ করা ; এবং

ঙ. প্রাসংগিক বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন ।

খন্ডকালীন সদস্য জনাব বি.আর. চৌধুরীর অবসর গ্রহণের পর কমিটির গঠন একটু পরিবর্তিত হয় । অবসরপ্রাপ্ত এই কর্মকর্তার পরিবর্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোতাহার হোসেনকে ২৯-১০-৯৪ তারিখে খন্ডকালীন সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা হয় । তাঁহার অবসর গ্রহণের পর তাঁহাকে সার্বক্ষণিক সদস্যরূপে নিয়োগ করা হয় । খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব জনাব এ. মুয়ীদ চৌধুরীকে ২৩-০৪-৯৫ তারিখে খন্ডকালীন সদস্যরূপে নিয়োগ করা হয় ।

কর্ম-পদ্ধতি

০৭। প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত সভাতেই কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে দুই ফর্ম প্রশ্নমালা (পরিশিষ্ট-'ক'ও'খ' আকারে সংলগ্ন) প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়। এক ফর্ম ছিল মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের জন্য এবং তাহা তাহাদের নিকট প্রেরণ করা হয়। অপর ফর্মটি প্রেরণ করা হয় মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের নিকট।

০৮। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সংস্থা, যথা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সরকারী যানবাহন পরিদপ্তর হইতে মুদ্রাক্ষরিক, কেরানী ও পিয়ন সংগ্রহ করে। মন্ত্রণালয় বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ওএসডি) সার্ভিসও কমিটির হাতে ন্যস্ত করে।

০৯। কমিটিকে সাতটি গ্রুপে বা দলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটির জন্য কয়েকটি করিয়া সংস্থা বরাদ্দ করা হয়। চেয়ারম্যান দুইটি গ্রুপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে আর একটি গ্রুপের অসমাপ্ত কাজও হাতে নেন। প্রত্যেক সদস্য এক একটি গ্রুপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যাহার কাজ ছিল প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভুলতা পরীক্ষা করা এবং তাঁহার উপর ন্যস্ত সংস্থা সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণে সহায়তা করা। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ যেসব সংস্থার রিপোর্ট প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করিয়াছেন, তাহার তালিকা পরিশিষ্ট-'গ' আকারে সংলগ্ন করা হইল। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে, প্রতিটি রিপোর্টে আছে সংশিলষ্ট সংস্থার পর্যালোচনা, ইহার উপর ন্যস্ত কার্যাবলী, কার্যভার এবং প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পদ-বর্ণনা (জব্-ডেস্ক্রিপশন)। প্রতিটি রিপোর্টের মধ্যে আছে একটি সাংগঠনিক কাঠামো। ইহাতে চেইন অব কম্যান্ড এবং স্প্যান অব কন্ট্রোল সুস্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। সাংগঠনিক কাঠামোর উপরিভাগে দেখান হইয়াছে সংশিলষ্ট সংস্থার উপর ন্যস্ত কার্যাবলী এবং নিচের দিকে আছে জনবলের সার-সংক্ষেপ। প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসের ফলে যে আর্থিক সংশ্লেষ হইতে পারে, তাহাও রিপোর্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রতিটি সংস্থার রিপোর্টই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কমিটির অনুমোদনক্রমে কয়েকটি সংস্থার রিপোর্ট একত্রে বাঁধাই করা হয় এবং তাহা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়। রিপোর্টের প্রথম খন্ডটি ১৫-০২-৯৪ তারিখে পেশ করা হয়। তাহার পর হইতে কমিটি একটির পর একটি খন্ড পেশ করিতে থাকে এই ভরসায় যে, মন্ত্রিপরিষদের প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি এই রিপোর্টগুলি প্রাপ্তির পর ইহা বিবেচনা করিতে থাকিবে। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, রিপোর্টগুলি বিবেচনার জন্য তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওয়ালী আহমদের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি কোন বৈঠকে মিলিত হয় নাই। ফলে এই বিপুল পরিমাণ সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়া যাহা করা হইল, তাহা কার্যে পরিণত করা হইল না এবং সরকারের সুষমীকরণের কাজ এতদিনেও বাস্তবায়িত হইল না।

১০। কমিটি সর্বপ্রথমে অধিদপ্তর, দপ্তর এবং অন্যান্য অধীন দপ্তরের পুনর্গঠন কাজ চূড়ান্ত করে, যাহাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা অনুযায়ী এইগুলি বরাদ্দ করা যায়। দেখা গেল যে, সরকারী অফিসের থানা ও জেলা পর্যায়ের অফিসগুলির আকার প্রায় একই রকম, যদিও প্রতিটি অফিসের উপর ন্যস্ত কার্যভার ছিল বিভিন্ন। এই কারণে কমিটি থানাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করে, যাহাতে এই শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য বিভিন্ন রকম জনবল সুপারিশ করা যায়। ইহার একটি অনুলিপি পরিশিষ্ট-'ঘ' আকারে সংলগ্ন করা হইল। অনুরূপভাবে জেলাগুলি শ্রেণীবিন্যাসের কাজও সম্পন্ন করা হয়। ইহার অনুলিপি পরিশিষ্ট-'ঙ' হইতে দেখা যাইবে। চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশনের জনাব মোহাম্মদ মেসবাহ উদ্দিন আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত এই দুইটি সমীক্ষা, যথা, (ক) জেলাগুলির শ্রেণীবিন্যাস এবং (খ) থানাগুলির শ্রেণীবিন্যাস, বিভিন্ন দপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস পুনর্বিন্যাসে খুবই সহায়ক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

পুনর্বিন্যাসের ফলাফল

১১। তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে কমিটি ২৬৭টি সরকারী সংস্থার নিকট প্রশ্নমালা প্রেরণ করে । ইহার মধ্যে কয়েকটি সংস্থা বিভিন্ন কারণে তথ্য প্রেরণ হইতে বিরত থাকে । এইসব সংস্থা হইতে তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিটি চাপ প্রয়োগ করে নাই । যে ২৫৭টি সংস্থা হইতে বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ৭টি সংস্থা সরাসরি বিলুপ্তির জন্য সুপারিশ করা হয় এবং পুনর্বিন্যাসের কারণে ৪৩টি সংস্থা হ্রাস পায় । নূতনভাবে ১৭টি সংস্থা সৃষ্টির সুপারিশ করা হয় । ইহার মধ্যে কয়েকটি হইল বর্তমানে বিদ্যমান সংস্থার সংস্কৃত রূপ । এই ভাবে কমিটির বিবেচনাধীন মোট ২৫৭টি সংস্থার মধ্য হইতে পুনর্বিন্যস্ত সংস্থার সংখ্যা হইতেছে (২৫৭-৭-৪৩+১৭)=২২৪টি ।

১২। পুনর্বিন্যাসের ফলে মোট জনবলের উপর যে প্রতিক্রিয়া হইল, তাহা বেশ কৌতুহল উদ্দীপক । পর্যালোচনাধীন ২৩০টি সংস্থাসমূহে জনবল ছিল ৫,৯৯,৬৫৭ । ইহার মধ্যে ৩৩,৬৯৯টি পদ ছিল প্রথম শ্রেণীতে, ১৫,৩২৩টি ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ৪,৩৫,২৯১টি ছিল তৃতীয় শ্রেণীতে এবং ১,১৫,৩৪৪টি পদ ছিল চতুর্থ শ্রেণীতে । পুনর্বিন্যাসের ফলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রথম শ্রেণী ৩৪,০৯৮টি, দ্বিতীয় শ্রেণী ১৬,৬৭৯টি, তৃতীয় শ্রেণী ৪,০১,৫৮৭টি এবং চতুর্থ শ্রেণী ১,০০,২৭৪টি । পুনর্বিন্যাস প্রস্তাবের ফলে সর্বমোট জনবলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৫২,৬৩৮টিতে এবং উদ্বৃত্ত জনবলের সংখ্যা হয় ৪৭,০১৯টি ।

১৩। অতীতে যুক্তিভিত্তিক বা সুষমীকরণের উদ্দেশ্যে কোন পুনর্বিন্যাস কাজ হয় নাই । ফলে উপনিবেশিক আমলে স্বল্প-সংখ্যক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর বিপরীতে যেমন বিপুল সংখ্যক সহায়ক কর্মচারী ও এমএলএসএস ছিল, তাহাই আজও চলিয়া আসিতেছে । বিশেষ করিয়া পুরাতন অফিসগুলিতে এই পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রকট । এইভাবে যখনই পুরাতন সংস্থার সম্প্রসারণ হইয়াছে অথবা নূতন সংস্থা গঠিত হইয়াছে, তখনই এই ধরনের কর্মচারী বিন্যাস (Staffing pattern) অনুসৃত হইয়াছে । সরকারী কাজের সুবিধার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সংখ্যক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী । বর্তমান পুনর্বিন্যাস প্রস্তাবগুলির ক্ষেত্রে দ্রুত কার্য সম্পাদন এবং উচ্চতর পাবলিক সার্ভিসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । সুষমীকরণ ও সমাঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক তৃতীয় শ্রেণীর পদকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পদকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিতে হইয়াছে । এইসব কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে । কমিটির অভিমত এইরূপ ছিল যে, সহায়ক কর্মচারীর পদ আরও হ্রাস করা যাইত এবং এমএলএসএস এর পদ প্রায় সবই বিলোপ করা যাইত । সে যাহা হউক, কমিটি মনে করে যে, এইসব শ্রেণীর জনবল বেশী পরিমাণে হ্রাস করা হইবে খুব কঠোর ও বেদনাদায়ক । শেষ লক্ষ্য এইরূপ নির্দিষ্ট রাখা যাইতে পারে, তবে এই লক্ষ্যে উত্তরণের জন্য দীর্ঘদিনের সময় প্রয়োজন । প্রশাসনিক সংস্কার তো সামাজিক সংস্কারের মতই । সুতরাং ইহা ধীরে ধীরে করাই শ্রেয় ।

১৪। পুনর্বিন্যাসের ফলে যে আর্থিক সংশ্লেষ হইতে পারে, তাহাও প্রতিটি সংস্থার ক্ষেত্রে হিসাব করা হইয়াছে । উদ্বৃত্ত জনবলের জন্য যে আর্থিক সাশ্রয় হইতে পারে বা অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় জনবলের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হইতে পারে, তাহাও রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সম্ভাব্য অতিরিক্ত ব্যয় বা সাশ্রয় সম্পর্কে বিস্তারিত হিসাব দেখান হইয়াছে । পুনর্বিন্যাসের ফলে প্রাক্কলিত নীট আর্থিক সাশ্রয় হইবে ১৭৫ কোটি টাকা । প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীর অফিসের জায়গার ব্যয় ও আনুষংগিক ও অন্যান্য আবর্তক ব্যয় উপরি-উক্ত হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, উহা অন্তর্ভুক্ত করিলে প্রকৃত সাশ্রয় প্রাক্কলিত নীট সাশ্রয়ের দ্বিগুণ হইবে । সুপারিশকৃত জনবল ও আর্থিক সংশ্লেষ সম্পর্কিত একটি বিবরণী পরিশিষ্ট-'চ' আকারে সংলগ্ন করা হইল ।

উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের ব্যবস্থা সম্পর্কিত পদ্ধতি

১৫। উদ্বৃত্ত জনবল সম্পর্কে কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, সে সম্পর্কেও কমিটি সুপারিশ পেশ করিয়াছে (পরিশিষ্ট-'ছ')। একটি পন্থা হইল বর্তমান জনবল সুপারিশকৃত জনবলের সমপর্যায়ে আনয়নের জন্য প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করা। প্রকৃত প্রস্তাবে, এইসব উদ্বৃত্ত জনবলের আত্মীকরণের সময়ে এক সংস্থা হইতে অন্য সংস্থায় বহু লোকের স্থানান্তর সূচিত হইবে। অন্যত্র আত্মীকৃত বা বিমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পূর্ণ বেতন-ভাতা পাইতে থাকিবে। ইহাই হইল চিরাচরিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মধ্যেই রহিয়াছে ক্রমানবয়ে ক্ষয় বা সমতা বিধান এবং এক সংস্থা হইতে অন্য একটি বা একাধিক সংস্থায় আত্মীকরণ। এই সাথে যোগ করা যায় যে সব উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাদিগকে অনুরূপ অনুমতি প্রদান। অবসর গ্রহণে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে আমরা তাহাদের জন্য সুবিধাজনক গ্রাচ্যুইটির হার সুপারিশ করিয়াছি। বিনা কাজে উদ্বৃত্ত জনবলের বোঝা বহন করার তুলনায় গ্রাইচ্যুইটির (আনুতোষিক) হার একটু বৃদ্ধি করাই বরং লাভজনক হইবে। চাকুরী বিধিতে উদ্বৃত্ত জনবলকে ছাঁটাই করার বিধান থাকা সত্বেও আমরা সুপারিশ করি না যে, সরকার এইরূপ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করুক। আমাদের কাজের প্রথম দিকে ১৯৯৩ সালে যে ৪২,৮০০টি শূন্য পদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাহার স্থলে নীট উদ্বৃত্তের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৭,০১৯ জন। আমাদের তিন বৎসর ব্যাপী কাজের সময়ে নূতন নিয়োগের ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাহার ফলে শূন্য পদের সংখ্যা এখন আরও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে নীট উদ্বৃত্তের তুলনায় শূন্য পদের সংখ্যা অনেক বেশী। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯৯৩ সালের পর হইতে কমপক্ষে ২৪,০০০টি পদ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। নীট উদ্বৃত্তের ৪৭,০১৯ জনবলের সকলেই সর্বমোট ৬৬,৮০০টি (৪২,৮০০+২৪,০০০) শূন্য পদের বিপরীতে আত্মীকৃত হইতে পারিবে। তাহার পরেও ২০,০০০ পদে নূতন লোক নিয়োগ করার প্রয়োজন হইবে। প্রশাসনিক সংস্কারের দৃষ্টিকোন হইতে দেখিলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যজনক আর কিছুই হইতে পারে না। এতদ্‌সত্বেও এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করিতে হইবে, যাহার জন্য প্রয়োজন হইবে এক পদ হইতে অন্য পদে, এক অফিস হইতে অন্য অফিসে বদলি এবং পুনর্প্রশিক্ষণ। ইহার কারণ এই যে, কেবলমাত্র বিভিন্ন পদের মধ্যে রদবদল সম্পূর্ণ নিখুঁত হইতে পারে না। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর যে সব কর্মচারী উদ্বৃত্ত হইবে, তাহাদের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সরাসরি এক অফিস হইতে অন্য অফিসে বদলি করা যাইবে এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সামান্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কারণ এইসব শ্রেণীর কর্মচারীদের এক অফিস হইতে অন্য অফিসে বদলিতে কাজের তেমন কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

১৬। কমিটি সংস্থাপন বিভাগে এমন একটি অনুবিভাগের সৃষ্টির সুপারিশ করিয়াছে, যাহার কাজ হইবে উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের সার্ভিস রেকর্ড পরীক্ষা ও সংরক্ষণ করা, তাহাদের মূল অফিসের স্থলে একটি থোক অনুদান (লাম্প গ্রান্ট) হইতে তাহাদের বেতন প্রদান এবং তাহাদের আত্মীকরণ প্রক্রিয়াকরণ। এই প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের একটি তালিকা প্রণীত হইবে, উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণীত হইবে, পূর্বের ন্যায় কৃত্রিম/ভুয়া উদ্বৃত্ত কর্মচারী সৃষ্টির সম্ভাবনা দূরীভূত হইবে এবং সকল উদ্বৃত্ত কর্মচারীর নিয়মিত বেতন প্রাপ্তি নিশ্চিত হইবে। এই পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি তাহার মাসিক বেতন প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। পূর্ববর্তী পুনর্বিন্যাসের ফলে যে অভিযোগ বা বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মূল কারণ ছিল মাসিক বেতন না পাওয়া এবং আত্মীকরণের দীর্ঘসূত্রী পদ্ধতি। আমরা উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের সনাক্ত করার জন্য একটি সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি এবং আত্মীকরণ না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিতভাবে মাসিক বেতন প্রদানের জন্য সুপারিশ করিয়াছি।

১৭। আমাদের পুনর্বিন্যাস প্রস্তাবের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্ন অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লেখ করা হইল।

মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পুনর্বিন্যাস

১৮। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে বিগত ২৫ বৎসরে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যায় বিরাট উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ মাত্র ২১টি মন্ত্রণালয় লইয়া কাজ শুরু করে। এই সংখ্যা ১৯৭৫ সালে ২৬-এ পরিণত হয়। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর ১৯৭৫ সালে এই সংখ্যা ১৩-তে নামে, কিন্তু মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে ১৯৭৭ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩০-এ উন্নীত হয়। আবার ১৯৭৮ সালের সামরিক আইন সরকার এই সংখ্যা ২৪-এ নামাইয়া আনে। কিন্তু ১৯৮০ সালে পুনরায় এই সংখ্যা ৩০-এ উন্নীত হয়। আবার ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির পর দেখা গেল যে, এই সংখ্যা নামিয়া ১৯-এ দাঁড়াইল। মন্ত্রণালয়/বিভাগের এই সংখ্যা পুনরায় ক্রমনবয়ে বৃদ্ধি পাইতে শুরু করিল এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ৩৩-এ উন্নীত হইল এবং ১৯৯৫ সালে সর্বোচ্চ ৩৫-এ উঠিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ও কর্ম-পরিধি সরকারের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ সরকার সংসদীয় সরকার, নাকি রাষ্ট্রপতির অধীন সরকার, নাকি সামরিক সরকার, তাহার উপরই মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা নির্ভর করে। ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রীর সংখ্যা অনুসারেই মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা নিরূপিত হইয়া আসিয়াছে। এইভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিই মন্ত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া আসিতেছে। পুরাতন স্বল্প-সংখ্যক সুসংহত মন্ত্রণালয়গুলি ভাংগিয়াই মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

১৯। কমিটির অভিমত এই যে, কোন স্থিতিশীল প্রশাসনের জন্য এই প্রবণতা বাঞ্ছনীয় নয়। উপরি-উক্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কমিটি বর্তমান মন্ত্রণালয়/বিভাগের (ক) কাজের পরিমাণ, (খ) কাজের প্রকৃতি, (গ) এক বা একাধিক মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে বিদ্যমান সামঞ্জস্য ও পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক, (ঘ) সংসদীয় গণতন্ত্রকে একটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বশর্ত, (ঙ) মুক্ত বাজার অর্থনীতির আলোকে অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস, (চ) একটি জবাবদিহিতামূলক স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া ১৯৯৫ সালের ৩৫টি মন্ত্রণালয়ের স্থলে মোট ২২টি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ করিয়াছে। ইহাতে ১৩টি মন্ত্রণালয় কমিয়া যাইবে। অল্পদিন আগে যেখানে বিভাগবিহীন একক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের সংখ্যা ছিল ৫১, সেখানে এখন সুপারিশ করা হইয়াছে ৩৫টি প্রশাসনিক ইউনিটের (প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-'জ')। ইহাতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ১৬টি প্রশাসনিক ইউনিট হ্রাস পাইবে। কমিটি মনে করে যে, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের স্বল্পতর সংখ্যক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সরকারের মিতব্যয়িতা ও দক্ষতার সহিত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

২০। কমিটি সম্পূর্ণ সচেতন যে, রাজনৈতিক তাগিদে অধিক সংখ্যক মন্ত্রী নিয়োগ করার প্রয়োজনেই মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়। সে যাহা হউক, কমিটি মনে করে যে, মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা সুপারিশকৃত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব এবং বৃহদাকার মন্ত্রণালয়ে জুনিয়র মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া ক্ষমতাসীন দল রাজনৈতিক চাপের মোকাবেলা করিতে পারে। এই নীতি অনুসৃত হইলে যে কোন বয়সের রাজনীতিবিদকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করার অতিরিক্ত সুবিধাও থাকিবে।

পরিকল্পনা কমিশনের পুনর্বিন্যাস : জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থা

২১। পরিকল্পনা কমিশনের কর্ম-পদ্ধতির পরিবর্তন এবং সরকারের অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তিত হওয়ার ফলে কমিটি অনুভব করে যে, পরিকল্পনা কমিশনের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। আরও অনুভব করা হয় যে, পরিকল্পনা কাজটি সরকারের মূল ধারার সহিত ওতপ্রোতভাবে একীভূত করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশন যতদিন কাজ করিয়াছে, তাহাতে ইহা সরকারী অনুমোদন কর্তৃপক্ষের জন্য একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ এজেন্সিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রধান কাজ ছিল অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা, যাহা ইহা এখন প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরসনের উদ্দেশ্যে একজন মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি ক্ষুদ্রতর আকারের "জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থা" সুপারিশ করা হইয়াছে। এই সংস্থার প্রধান কাজ হইবে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ এবং জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন। সরকারের অনুমোদনের জন্য ইহা কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পই প্রক্রিয়াকরণ করিবে। প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলিকে পূর্বের তুলনায় বেশী শক্তিশালী করা হইয়াছে (পরিশিষ্ট-'ঝ')। তাহারা এখন হইতে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপারে ক্রমবর্ধিষ্ণু দায়িত্ব পালন/গ্রহণ করিবে। অপর একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে সরকারের ৫১টি এজেন্সির জন্য স্থায়ী জনবল সুপারিশ করা হইয়াছে, যাহাতে কোন প্রকল্পের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বাস্তবায়ন পর্যন্ত কাজের জন্য সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা না হয় (পরিশিষ্ট-'ঞ')। এইভাবে পুনর্বিন্যস্ত জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থা (এনপিও), মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ইউনিট এবং উল্লিখিত ৫১টি এজেন্সির জন্য সুপারিশকৃত জনবল সম্মিলিতভাবে এমন একটি পরিস্থিতি/পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারিবে, যাহাতে অর্থনৈতিক ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ সদর দপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের অফিস পর্যন্ত যাইতে পারিবে এবং এইভাবে তাহারা কোন প্রকল্প পরিকল্পনা ও অনুমোদন, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি কাজের জন্য একটি সুদক্ষ কর্মী-গোষ্ঠিতে পরিণত হইতে পারিবে। বর্তমানে যেভাবে কেবলমাত্র পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন কাজ করা হইতেছে, তাহার পরিবর্তে ধারাবাহিক ও পুংখানুপুংখ পরিদর্শন ও মূল্যায়নের পন্থা সুপারিশ করা হইয়াছে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারী অফিসগুলির পুনর্বিন্যাস ও সুষমকরণের যে দায়িত্ব (টিওআর) কমিটিকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সহিত জড়িত সংস্থাগুলি পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়

২২। দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের ঘোষিত নীতির অনুসরণে নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের ফলে উদ্ভূত যাবতীয় কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়' নামে একটি সাংগঠনিক কাঠামো সুপারিশ করা হইয়াছে। কমিটি মনে করে যে, বর্তমানে অধস্তন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদায়ন ও পদোন্নতি সম্পর্কিত যেসব কাজ সরকার/নির্বাহী কর্তৃপক্ষ করিয়া আসিতেছে, তাহা রহিত হইবে এবং তাহার পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্টই এইসব কাজ করিবে। কমিটি মনে করে না যে, ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশাসনিক কাজ এক মন্ত্রণালয় হইতে অন্য মন্ত্রণালয়ে প্রদান করার যে সরকারী প্রস্তাব আছে, তাহাতে তেমন কোন লাভ হইবে। কমিটি মনে করে যে, বিচার বিভাগের প্রশাসনমূলক কাজ সুপ্রিম কোর্টে ন্যস্ত না করিলে নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ অর্থবহ হইবে না। এইরূপ একটি সংগঠন বিদ্যমান থাকিলে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের জন্য যে একটি মাত্র কাজ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইল সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

হিসাব সংরক্ষণ হইতে হিসাব নিরীক্ষা পৃথকীকরণ

২৩। কমিটি হিসাব নিরীক্ষা কার্যকে হিসাব নিয়ন্ত্রণ/সংরক্ষণ কার্য হইতে পৃথক করার উদ্দেশ্যে যে সুপারিশ করিয়াছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সব কয়টি সাংগঠনিক কাঠামো

পুনর্বিন্যাস করিয়াছে। মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রকের একমাত্র কাজ হইবে হিসাব নিরীক্ষা। তাঁহার সদর দপ্তর সম্পর্কে যে সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইয়াছে। বর্তমানে যে মামুলি ও ধরা-বাঁধা প্রকৃতির হিসাব নিরীক্ষা হয়, তাহার পরিবর্তে ব্যাপক হিসাব নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ও অন্যান্য দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। অডিট টিমগুলি যেভাবে গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে বর্তমানে প্রচলিত ইচ্ছানুরূপ মামুলি নিরীক্ষার পরিবর্তে অর্থের মূল্যমান নীতি প্রয়োগ করিয়া পূর্ণাংগ ও সুষ্ঠু নিরীক্ষা করা সম্ভব হইবে। ইহাতে একদিকে সরকার নগণ্য ও মামুলি ধরনের অনিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্নযোগ্য অডিট আপত্তির স্তূপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। পূর্ণাংগ প্রশাসনিক কাঠামোসহ হিসাব বিভাগীকরণের জন্য যে সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহাতে সঠিক ও সময়মত জবাবদিহিতা এবং উপযোজন ও আর্থিক হিসাব সংকলন সম্ভব হইবে। বর্তমান ব্যবস্থায় হিসাব বৎসরের পর বৎসর বকেয়া থাকে। এখন যে সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহাতে হিসাব একেবারে আধুনিক হালনাগাদ করা সম্ভব হইবে। আর্থিক ও উপযোজন হিসাব সময়মত পাওয়া গেলে বাজেটের গুণগত মান নিঃসন্দেহে উন্নীত হইবে এবং মুখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, প্রথম বারের মত, সময়মত তাঁহার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবেন।

ন্যায়পাল সচিবালয় এবং অন্যান্য জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা

২৪। ন্যায়পালের অফিসের জন্য কমিটি একটি সাময়িক/অস্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো সুপারিশ করিয়াছে। সংবিধানে বর্ণিত ন্যায়পাল সম্পর্কিত বিধান এবং ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০, এর পটভূমিতে ইহার প্রয়োজন আছে বলিয়া অনুভূত হয়। আইনগত কাঠামো এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা উভয়ই বর্তমান। এখন প্রয়োজন হইল আইনের বিধানগুলি বাস্তবায়ন করা। আইনের বিধান যাহাতে অবিলম্বে কার্যকর করা যায়, সেইজন্যই একটি সাংগঠনিক কাঠামো সুপারিশ করা হইয়াছে। সংসদীয় জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে। সংসদ সদস্যদের জন্য অফিস সহায়তা এবং তদন্ত জাতীয় কাজের জন্য একটি ক্ষুদ্র আকারের তহবিলও সুপারিশ করা হইয়াছে, যাহাতে তাঁহাদের বক্তব্যগুলি তথ্য-নির্ভর হইতে পারে।

সরকারী সেবা সম্পর্কিত তথ্য

২৫। সরকার কর্তৃক দেয় সেবা সম্পর্কিত নিয়মাবলী, আদায়যোগ্য ফি এবং অন্যান্য প্রাসংগিক তথ্য যাহাতে সহজলভ্য হয়, সেইজন্য প্রয়োজনীয় ব্রোশ্যুর (Brochuore) প্রকাশনা এবং ঐ সব অফিসের সার্ভিস কাউন্টারে বা ইহার নিকটবর্তী স্থানে বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হইয়াছে। যেসব অফিস হইতে সেবা প্রদান করা হয়, সেখান হইতে তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে তথ্য প্রাপ্তি এবং নাগরিকদের অভাব-অভিযোগ ও ক্ষোভ অবিলম্বে নিরসনের জন্য একটি বিভাগীয় পন্থাও সুপারিশ করা হইয়াছে। কোন লিখিত অভিযোগের লিখিত উত্তর পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। কোন একটি সেবা প্রদানের জন্য কি পরিমাণ সময় লাগিতে পারে, তেমন কোন মানদন্ড বর্তমানে নাই। ফলে সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিদের কাজের পরিমাণ মাপের কোন উপায় নাই। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এমন কোন মানদন্ড নাই, যাহার সাহায্যে ইহাদের কাজের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

২৬। এই কারণে আমরা মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলির জন্য সুপারিশ করিয়াছি যে, সরকারী অফিস কর্তৃক দেয় সেবাগুলি সনাক্ত করিতে হইবে এবং এইরূপ সেবা প্রদানের জন্য কি পরিমাণ সময় লাগিবার কথা, তাহাও নির্ধারণ করিতে হইবে। এইভাবে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত পরিদর্শন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে। ইহাও সুপারিশ করা হইয়াছে যে, কোন সিদ্ধান্তের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক যদি আবেদন করে, তাহা হইলে অনুরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তি বা কারণ সম্পর্কে তাহাকে আবেদন করার এক মাসের মধ্যে জানাইতে হইবে। ইহাতে একদিকে খামখেয়ালী সিদ্ধান্ত

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন
১০, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন্ধ হইবে এবং অপরদিকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকের ক্ষতির প্রতিকার বা প্রতিবিধান চাহিবার মত তথ্য তাহারা পাইতে পারিবে । এই অনুচ্ছেদে ইত:পূর্বে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলির কোনটিই বাস্তবায়ন করা কঠিন নয় । কোনটির জন্যই অত্যধিক ব্যয় বা প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না । ইহার সবগুলি ব্যবস্থাই অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা যায় । এই ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হইলে সরকারের পক্ষে জনগণের দাবী-দাওয়া বা চাহিদার প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হওয়া সম্ভব হইবে । সরকারী গোপনীয়তা আইন, ১৯২৪ (অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট, ১৯২৪) এবং সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধির প্রাসংগিক অংশ বিশেষের উপযুক্ত সংশোধনের জন্যও সুপারিশ করা হইয়াছে । ইহাতে সরকারের মধ্যে একটি খোলাখুলি পরিবেশের সৃষ্টি হইবে । কোন সরকারী সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গোপন বলিয়া চিহ্নিত না হইলে তাহা সংবাদপত্র ও জনসাধারণকে অবহিত করিতে হইবে । স্বচ্ছতা কোন গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ-কর্মের জন্য যেমন প্রয়োজন, উত্তম সরকারের জন্যও তেমনি অপরিহার্য ।

আইন-কানুন অনুবাদ

২৭। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজীর পরিবর্তে বাংলা হওয়ার কারণে সরকারের উচ্চ পর্যায় ব্যতীত সর্বত্র ইংরাজী-জ্ঞান-সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে । কিন্তু সরকারের আইন-কানুন, বিধি বিধান ইত্যাদি, যাহা পূর্বেই প্রণীত হইয়াছে, তাহা ইংরাজীতেই রহিয়া গিয়াছে । এইগুলিই হইল প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল হাতিয়ার । সরকারী ভাষা ইংরাজী হইতে বাংলায় রূপান্তরের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ একটি অতি দুর্বল প্রচেষ্টা মাত্র । সরকারী কাজে ব্যবহার্য একটি শব্দকোষ সংকলন ব্যতীত ইহা অনুবাদের কাজে কোন দিন হাত দেয় নাই । বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হইতে অনূদিত কাজ আসার অপেক্ষায় ইহা বসিয়া থাকে, কিন্তু তাহাও কখনও আসে না । ইহা কখনও জোরালোভাবে চাওয়াও হয় না । এমত অবস্থায় অতীতের সমস্ত আইন, কানুন ও বিধি-বিধান বাংলায় অনুবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন । এই কারণে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, এই কাজটি আইন মন্ত্রণালয়কে হাতে লইতে হইবে এবং তাহারা ইহা ভাড়া করা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের সাহায্যে সম্পাদন করিবে । এজন্য পর্যাপ্ত জনবল সুপারিশ করা হইয়াছে । এই অগ্রাধিকারপূর্ণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল মন্জুর করা বাঞ্ছনীয় ।

নূতন অফিস 'ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যধারা পরিদপ্তর'

২৮। কমিটি দু:খের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে যে, পাবলিক প্রসিকিউটার ও সরকারী উকিলদের গুণগত মান এমন নিম্ন পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছে, যাহা মানিয়া লওয়া যায় না । বর্তমানে যেভাবে সরকারের পক্ষ হইতে ফৌজদারী মামলা ও দেওয়ানী মামলা পরিচালিত হইতেছে, তাহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয় । সরকারী কাজের জন্য ইহা এমন একটি ক্ষেত্র, সমাজের স্থায়িত্বের জন্য যাহা সদা-সর্বদাই সুশৃংখলা ও ত্রুটিহীনভাবে থাকা অপরিহার্য । ইহা এমন একটি ক্ষেত্র, যাহা সংস্কারের ব্যাপারে কাল বিলম্ব করার অবকাশ নাই । এই কারণে কমিটি ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যধারা পরিদপ্তর (Office of Public Prosecution and Defence) প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করিয়াছে । দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং আন্তরিকতা সহকারে কাজ করার উদ্দেশ্যে এক দল প্রশিক্ষিত আইনবিদ নিয়োগ করিতে হইবে, তাহাদিগকে বিভাগীয় প্রশিক্ষণ দিতে হইবে এবং এই কাজে মোতায়েন করিতে হইবে । আইন-আদালতে সরকারের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা পরিচালনা এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা তদন্ত কার্যের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বহু দেশেই ফৌজদারী ও দেওয়ানী উকিলদের অফিস আছে । তদর্থক-ভিত্তিক কাজ বাদ দিয়া সরকারের ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা পরিচালনার জন্য একটি নিয়ম-ভিত্তিক সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য ।

শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস

২৯। জীবন ধারণের জন্য দুইটি মৌল প্রয়োজন হইল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য । এই দুইটি ক্ষেত্রেই সরকারী উপস্থিতি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে । বহুসংখ্যক স্কুল-কলেজ রাষ্ট্রীয়করণ করা হইয়াছে, কিন্ত এগুলিকে মূল ধারা বা ব্যবস্থার সহিত আত্মীকরণের কথা চিন্তাই করা হয় নাই । মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নামক বর্তমান সরকারী প্রতিষ্ঠানটি জানেও না যে, বিভিন্ন বিষয়ের জন্য কি পরিমাণ শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে, কি কি সুযোগ-সুবিধা চালু রাখিতে হইবে এবং কি কি সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তন করিতে হইবে । স্কুল-কলেজ রাষ্ট্রীয়করণের বিরতিহীন দাবীর ফলে সরকারী তহবিল হইতে বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরিবর্তে কেবলমাত্র শিক্ষকরাই উপকৃত হইয়াছে । বর্তমান অধিদপ্তরটি পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে পারিতেছে না । এমত পরিস্থিতিতে কমিটি তিনটি অধিদপ্তর সৃষ্টির সুপারিশ করিয়াছে । একটি হইবে কেবলমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় অধিদপ্তর, কলেজগুলির ব্যবস্থাপনার জন্য কলেজ অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা অধিদপ্তর । মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টির ফলে বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দৈবত-শাসন বিদ্যমান, তাহার অবসান হইবে । মাধ্যমিক শিক্ষা পরীক্ষার সহিত জড়িত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কার্যভার পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা পরীক্ষার জন্য সারা দেশে একটিমাত্র বোর্ড এবং ইহার কয়েকটি আঞ্চলিক অফিস থাকিলেই এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাইবে । একটি মাত্র বোর্ড স্থাপনে যে লাভ হইবে, তাহা সুস্পষ্ট ।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

৩০। শিক্ষার মত স্বাস্থ্য খাতও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে । ইহা বরং একটু বেশী পরিমাণে বিশৃংখলাপূর্ণ । কারণ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য এক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে । এই প্রকল্পের শেষে ইহার অবশিষ্ট কাঠামোটিও প্রধান প্রতিষ্ঠানের সহিত সমস্যারূপে ঝুলিতে থাকে । কিন্তু উহাকে প্রধান প্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত করার জন্য তেমন গুরুত্ব সহকারে চেষ্টাই করা হয় নাই । কমবেশী ৬৫,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশাসনমূলক কাজের জন্যই অধিদপ্তরটি ব্যতিব্যস্ত থাকে । তাহাও যে খুব সাফল্যজনকভাবে করিতে পারিতেছে, তাহাও বলা যায় না । এই অবস্থার নিরসনের জন্য কমিটি কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছে ।

৩১। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে বহুসংখ্যক মেডিক্যাল কলেজ এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডিকেল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইয়াছে । স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপর নিপতিত অসহনীয় কার্যভার, উচ্চতর মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেগুলির সহিত সংযুক্ত হাসপাতালগুলির জন্য কিয়ৎ পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন অধিকারের বিষয় চিন্তা করিয়া কমিটি একটি নূতন চিকিৎসা শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপার্টমেন্ট অব মেডিকেল এডুকেশন) সৃষ্টির সুপারিশ করিয়াছে । অর্থ ব্যয়, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ এবং গবেষণামূলক কাজের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সুপারিশ করা হইয়াছে, যাহা গভর্ণিং বডির তত্ত্বাবধানে প্রয়োগ করা যাইবে । একটি স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর থাকিবে , যাহার কাজ হইবে অন্যান্য হাসপাতাল, ক্লিনিক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য ইউনিটের তত্ত্বাবধান করা । স্বাস্থ্য প্রশাসনের অন্যতম বড় দুর্বলতা হইল হাসপাতাল প্রশাসনে প্রশিক্ষিত ডাক্তারের অভাব । বর্তমানে যে ভাবে যে কোন ডাক্তারকে হাসপাতাল প্রশাসনের কাজে নিয়োগ করা হইতেছে, তাহা অবসান করিয়া হাসপাতাল প্রশাসনে প্রশিক্ষিত ডাক্তারদেরকে নিয়োগ করিতে হইবে । বর্তমানে মহাখালিতে হাসপাতাল প্রশাসনের প্রশিক্ষণ দানের যে ক্ষীণ প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহার সহিত যোগ করিতে হইবে কোটা ও

পিএটিসির মত প্রতিষ্ঠানে হাসপাতাল প্রশাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা । হাসপাতাল প্রশাসনে যে সংখ্যক ডাক্তারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব, তাহা দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে এই কাজে নিয়োগ করিতে হইবে । এই গ্রুপের জন্য একটি আকর্ষণীয় ও সুসংহত ক্যারিয়ার প্যাটার্ন থাকা এবং প্রশাসনমূলক কাজের ক্ষেত্রে ধাপে-ধাপে উন্নতির ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য ।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের পুনর্গঠন

৩২। ইতঃপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের কেন্দ্রীয় প্রশাসন কোনমতেই সন্তোষজনক নয় । উদাহারণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের ৩৭,৭১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনবলের প্রশাসনমূলক ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে । এতদ্ব্যতীত, এই প্রতিষ্ঠানকে হাজার হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের কাজও করিতে হয় । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ১,৬৭,৯৪৮ । ইহা একটি বিরাট সংখ্যা । কমিটি এখন এই সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১,৮৮,৫৫০ করার সুপারিশ করিতেছে । মাঠ পর্যায়ের অফিসের সাহায্য সত্বেও একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য ইহা একটি বিরাট কাজ । এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতে পারে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট সমর্পণ করা অথবা প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনমূলক কাজের জন্য একটি নূতন স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা । ইতঃপূর্বে এইরূপ একটি প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল, এমনকি এই উদ্দেশ্যে একটি আইনও পাশ করা হইয়াছিল । কিন্ত তাহা বাস্তবায়ন না করিয়া হিমাগারে তুলিয়া রাখা হয় । সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শন, সাহায্য মঞ্জুরী প্রদান এবং শিক্ষকদের বেতনের অংশ বিশেষ প্রদান এসবই বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে । আমরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের উন্নততর প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য দুইটি পৃথক অধিদপ্তর সৃষ্টির সুপারিশ করিয়াছি । কমিটি মনে করে যে, জেলা বোর্ডের অধীনে একটি পৃথক দপ্তরের মাধ্যমেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসন অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে । কিন্তু যেহেতু সরকারী কার্যবলীর পুনর্বিন্যাস এই কমিটির আওতার মধ্যে পড়ে না, সেইহেতু আমরা উন্নততর প্রশাসনের স্বার্থে বর্তমানের একটিমাত্র অধিদপ্তরের স্থলে আর একটি পৃথক অধিদপ্তর সৃষ্টির সুপারিশ করিতেছি । এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি সুপারিশ করিতেছে যে, বিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অর্পণ করা সম্পর্কে সরকারের বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় । বর্তমানে পরিস্থিতি এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে, যাহাতে নিম্নতর কোন সংস্থার হাতে ক্ষমতা অর্পণ বা বিকেন্দ্রীকরণ করিলেই সমস্যাটির সমাধান হইবে না । পুনর্গঠন-পুনর্বিন্যাসের পদ্ধতি, সাংগঠনিক কাঠামো, তহবিল প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা যাইতে পারে । অপর একটি কমিটি থানা হেলথ কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতালগুলির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করিতে পারে এবং সেইগুলি জেলা বোর্ডে হস্তান্তর করা এবং সেইগুলি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করিতে পারে । কমিটির সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এইসব সংস্থাকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরের বিষয়টি আর বিলম্ব করা উচিত নয় ।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ

৩৩। মন্ত্রণালয়গুলির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন দপ্তর, কর্পোরেশন ও অন্যান্য অফিসে কি পরিমাণ ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে একটি সমীক্ষা হাতে লওয়া হয় । ক্ষমতা অর্পণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও দেখা যায় যে, বহুক্ষেত্রেই মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলি নিজেরাই ক্ষমতা প্রয়োগ করে । উদাহারণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে,

প্রত্যেকটি দপ্তর প্রধানকে তাহার নিকটতম অধীন কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য সকল কর্মকর্তার প্রশাসনিক বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ করার ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে । এই নির্দেশ পালনের পরিবর্তে ইহা শুধু লংঘন করাই হইতেছে । সরকারী কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে যেসব ক্ষমতা দপ্তর ও কর্পোরেশনের হাতে হস্তান্তর করা প্রয়োজন, তাহা আমরা সনাক্ত করিয়াছি । বিভিন্ন দপ্তর ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিদ্যমান অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হইল মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ও দক্ষতাপূর্ণ এবং অতি-কেন্দ্রায়নমূলক ভাবভংগি ও আচরণ । এই পরিস্থিতি তাহাদের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর এবং অবমাননা কর । ফলে তাহারা সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারে না । আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই পরিস্থিতির নিরসন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই । আমাদের সমীক্ষার ভিত্তিতে আমরা দপ্তর ও কর্পোরেশনে ক্ষমতা অর্পণ সম্পর্কে একটি স্কীম সুপারিশ করিয়াছি (পরিশিষ্ট-'ট') ।

৩৪। এই প্রসংগে এই ধরনের একটি পরিস্থিতি উল্লেখ করা যায় । কোন প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত কর্মকর্তা আছে কি না, তাহা বিবেচনা না করিয়াই বাহির হইতে অন্য একজন কর্মকর্তাকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে স্থাপন করার বর্তমান অস্বাভাবিক পদ্ধতি । এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে, তাঁহাদের অব্যবহিত নিম্নপদেও বহিরাগত কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হয় । এই ব্যবস্থায় এক দিকে বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ তাহাদের আইন-সংগত পদোন্নতি হইতে বঞ্চিত হয় এবং জনসাধারণও দক্ষ প্রশাসন হইতে বঞ্চিত হয় । জনস্বার্থে এবং আমলাতন্ত্রে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে এই পদ্ধতি বন্ধ করিতে হইবে ।

৩৫। বর্তমানে জেলা প্রশাসন সার্বক্ষণিকভাবে গাড়ী প্রাপ্তির অধিকারী কর্মকর্তাদের এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে গাড়ী সরবরাহের দায়িত্ব সরকারী পরিবহন পরিদপ্তরের উপর ন্যস্ত । এই পরিদপ্তর ভ্রমণরত বিদেশী অতিথিদের জন্যও একটি পরিবহন-বহর রাখে । এইসব কাজ পুংখানুপুংখভাবে বিবেচনার পর কমিটি সুপারিশ করিয়াছে যে, এই পরিদপ্তর সচিব, ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, সমস্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের জন্য গাড়ী সরবরাহ করিবে এবং ভ্রমণরত বিদেশী অতিথিদের জন্য একটি পরিবহন-বহর সংরক্ষণ করিবে । অন্যান্য সমস্ত গাড়ী, গাড়ীচালক ও সহায়ক কর্মচারীদের জেলা প্রশাসনে যেসব কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক গাড়ী প্রাপ্তির অধিকারী তাহাদের অফিসে এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতায় দিয়া দিতে হইবে । একইভাবে গাড়ীচালক ও মেকানিকদের পদগুলিও এইসব অফিসে সমর্পণ করিতে হইবে । সে যাহা হউক, এই প্রক্রিয়ায় একটি কাজের জন্য যেন একাধিক পদ সৃষ্টি করা না হয় । আশা করা যায় যে, এই সুপারিশের ফলে গাড়ীচালকগণ অধিকতর নিয়মানুবর্তী ও কর্তব্যপরায়ণ হইবে । এইসব কর্মচারীর ক্ষেত্রে দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ কোনক্রমেই নিয়মানুবর্তিতা ও দক্ষতার নিশ্চয়তা বিধান করিতে পারে না । ক্ষুদ্র আকারের একটি পুল এখন সচিব, মন্ত্রী ও ভ্রমণরত বিদেশী অতিথিদের জন্য নির্ধারিত অবশিষ্ট গাড়ী ও গাড়ীচালকদের প্রতি বেশী মনোযোগ দিতে পারিবে । কমিটি আরও সুপারিশ করিয়াছে যে, সরকারী ওয়ার্কশপের বাহিরে গাড়ী মেরামতের জন্য বর্তমানে যে "অনাপত্তি সনদ" প্রদানের নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে । এইসব সনদ প্রাপ্তির পিছনে সন্দেহজনক বিবেচনা নিহিত থাকে বলিয়া বলা হইয়া থাকে । এই ব্যবস্থায় তেমন কোন সুস্পষ্ট লাভ হয় না, ইহাতে অনর্থক বিলম্ব হয় এবং ইহা ব্যয়সাধ্য ।

বিকৃতিকরণ প্রবণতা

৩৬। কমিটির গোচরীভূত হয় যে, বহুসংখ্যক সংস্থার মধ্যে একটি অসুস্থ প্রবণতা আছে । কারিগরী ও বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য বহুসংখ্যক পদ সৃষ্টি করা হয় এবং কয়েক বৎসর পরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের সাহায্যে তদর্থক-ভিত্তিতে অনুমোদন করাইয়া এইসব পদ মূল সংস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । প্রকল্প অনুমোদনের

সময়ে প্রস্তাবকারী সংস্থার মূল কাঠামোর সহিত প্রস্তাবিত পদগুলির সামঞ্জস্য রাখার দিকেও কোন মনোযোগই দেওয়া হয় না। প্রকল্প সমাপ্তির পরে এইসব পদ অদর্থক-ভিত্তিতে বার্ষিক অনুমোদন দানের সময়েও তেমন চিন্তা-ভাবনা করা হয় না। ইহার ফলে মূল সংস্থার স্ট্যাফিং প্যাটার্ন সাংঘাতিকভাবে বিকৃত হইয়া যায়। কমিটি সুপারিশ করিয়াছে যে কোন প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের সময়ে বিদ্যমান সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত কমিটি আরও সুপারিশ করিয়াছে যে, সদর দপ্তরের মূল কর্মকর্তা ব্যতীত সমস্ত প্রকল্প কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ হইতে হইবে চুক্তি-ভিত্তিক। ৫১টি নির্বাচিত এজেন্সির মূল কর্মকর্তাগণই হইবে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অবিচ্ছেদ্য অংগ। সরকার ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, প্রকল্পের জনবল চুক্তি-ভিত্তিতে নিয়োগ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত কমিটির সুপারিশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সিদ্ধান্তটি খুবই নির্ভুল এবং কোন অজুহাতেই ইহা পরিবর্তন করা উচিত হইবে না।

প্রস্তাবিত স্থায়ী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কমিশন

৩৭। সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদনের ব্যাপারে এই অনুবিভাগের দক্ষতা-হীনতার কথা কমিটি অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছে। যথোপযুক্ত সমীক্ষা ব্যতীতই নূতন পদ সৃষ্টির জন্য এই অনুবিভাগের উপর যে চাপ প্রয়োগ করা যায়, সেই কারণে এই অনুবিভাগকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থাপন করা ঠিক নয়। শুধু ইহাই নহে, যেসব কর্মকর্তাকে এখানে স্বল্প-কালীন মেয়াদে পদায়ন করা হয় এবং তাহারা যে পটভূমি হইতে আসে, তাহাতে তাহারা এখানকার জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা কার্য পরিচালনা করিবার উপযোগী নয়। এই কাজের জন্য প্রয়োজন পেশাজীবি বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এবং বর্তমানে যেসব উৎস হইতে ইহারা আসিতেছে, কোনক্রমেই ঐ সব উৎস হইতে আসা উচিত নয়। এই অনুবিভাগটি বর্তমানে যেভাবে সংগঠিত, তাহাতে ইহা কোনক্রমেই সরকারী সংস্থার পুনর্বিন্যাস ও সুষমীকরণের জন্য এবং সরকারী কার্য-প্রণালীতে উন্নতি বিধানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত নয়। এই কারণে কমিটি সুপারিশ করিয়াছে যে, একটি স্থায়ী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কমিশন গঠন করিতে হইবে এবং তাহা প্রধান মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে স্থাপন করিতে হইবে। সরকারের দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা আনয়নের উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানকে একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং ইহার চেয়ারম্যান হইবেন চাকুরীরত বা অবসরপ্রাপ্ত একজন সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তা। কোন সম্প্রসারণমূলক প্রস্তাব আসিলে সমীক্ষার ভিত্তিতে তাহা গ্রহণ করা বা প্রত্যাখান করার এবং পেশাভিত্তিক গবেষণার ভিত্তিতে কার্য-প্রণালীতে উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রস্তাব পেশ করার পূর্ণ অধিকার এই কমিশন ভোগ করিবে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

৩৮। বিবেচনাধীন সকল সংস্থার পক্ষ হইতে যে সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহার জন্য কমিটি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে। এই সহযোগিতা পাওয়া না গেলে কমিটির কাজ সমাধা করা সম্ভব হইত না। এই প্রসংগে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। এই অধিদপ্তর ইহার আওতাধীন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কমিটির সাথে ভাগ করিয়া লইয়াছে। কমিটির কাজের পূর্ণ সময়ের জন্যই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ইহার অন্যতম সুদক্ষ কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিনকে সার্বক্ষণিক ভিত্তিতে কমিটিতে কাজ করার জন্য প্রেরণ করে। একইভাবে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকও তাঁহার দুইজন কর্মকর্তা জনাব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এবং জনাব ফিরোজ আহম্মেদকে খন্ডকালীনভাবে কমিটিকে সাহায্য করার জন্য প্রেরণ করেন। কমিটির কাজের জন্য তাঁহাদের অবদানও উল্লেখযোগ্য। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও ইহার দুইজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে কমিটিকে সাহায্য করার জন্য মনোনয়ন দেন। তাঁহাদের বিশেষ অবদানের

কথাও কমিটি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছে। যে উৎস হইতে কমিটির কাজের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী সংগ্রহ করা হয়, তাহাতে গুরুতর সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্য হইতে প্রাপ্ত কয়েকজন কর্মকর্তা কমিটির কাজে বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন। সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত এবং চুক্তিভিত্তিতে নিযুক্ত একক বিশেষজ্ঞ জনাব আলতাফ কবীরের সার্ভিসও পাওয়া যায়। সমস্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ-বর্ণনা (জব-ডেসক্রিপশন) প্রণয়নে এবং বহুসংখ্যক রিপোর্ট সম্পাদনায় তাঁহার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একের পর এক আগত সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তার প্রতিও আমরা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষভাবে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ হইতে আমরা প্রায়োগিক এবং অন্যান্য সাহায্য ও সহযোগিতা পাইয়াছি এবং ইহার যুগ্ম-সচিব জনাব মারুফ মোরশেদের নেতৃত্বে ইহার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কমিটিকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারাও আমাদের ধন্যবাদ প্রাপ্তির যোগ্য।

(ম. নূরউন নবী চৌধুরী)
চেয়ারম্যান

(আব্দুস সালাম)
সদস্য

(ড: এ.এম.এম. শওকত আলী)
সদস্য

(আব্দুল মুরীদ চৌধুরী)
সদস্য

(মোতাহার হোসেন)
সদস্য

(মারুফ মোরশেদ)
সদস্য-সচিব

পরিশিষ্ট-'ক'

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

০১। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর নাম

০২। এনাম কমিটি অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর ফটোকপি

০৩। এনাম কমিটির পর পদ/যানবাহন/সরঞ্জাম বৃদ্ধি বা হ্রাস সংক্রান্ত তথ্যাদি

০৪। এই সংক্রান্ত জি, ও

০৫। উন্নয়নন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদ, যানবাহন, অফিস সরঞ্জাম ছক অনুযায়ী তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে কি না ।

০৬। উন্নয়ন খাতের পদ, যানবাহন, অফিস সরঞ্জাম রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত না হয়ে কোন দপ্তরে ব্যবহৃত হয়ে থাকলে ।

০৭। এনাম কমিটির পর কোনরূপ কনটিজেন্ট পদ সৃষ্টি করা হয়ে থাকলে তা ছক অনুযায়ী দেখানো হয়েছে কি না ।

০৮। রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত আনুষংগিক পদের বিবরণ ছক অনুযায়ী দেয়া হয়েছে কি না ।

০৯। ২৬-১২-১৯৮২ ইং তারিখের পর অতিরিক্ত কার্যাবলীর বর্ণনা ।

১০। ২৬-১২-১৯৮২ ইং তারিখের পর হ্রাসকৃত বা স্থানান্তরিত কাজের বিবরণ ।

১১। কার্য বন্টন ।

১২। সচিব ব্যতীত সকল কর্মকর্তার কাজের বর্ণনা ।

১৩। প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত আদেশের অনুলিপি ।

১৪। বিগত তিন বৎসরের বৎসরওয়ারী এবং শাখা ওয়ারী তথ্য ।

(ক) প্রাপ্ত পত্র সংখ্যা
(খ) জারীকৃত পত্র সংখ্যা
(গ) পূর্ববর্তী বৎসর হতে আনীত নথির সংখ্যা
(ঘ) নতুন নথির সংখ্যা
(ঙ) বিলুপ্ত নথির সংখ্যা

১৫। এনাম কমিটি অনুমোদিত অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর ও সংযুক্ত অফিসের তালিকা ।

১৬। এনাম কমিটির পর অনুমোদিত বা বিলুপ্ত অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর ও সংযুক্ত অফিসের তালিকা ।

১৭। নিজ সংস্থা পুনর্গঠন সংক্রান্ত সুপারিশ ।

১৮। অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর ও সংযুক্ত অফিস পুনর্গঠন, সুষমকরণ একীভূত বা বিলুপ্তির সুপারিশ ।

১৯। সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনের দুই কপি ।

অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর ও সংযুক্ত অফিস

০১। অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর ও সংযুক্ত অফিসের নাম

০২। এনাম কমিটি অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর ফটোকপি

০৩। এনাম কমিটির পর রাজস্ব বাজেটে সৃষ্ট বা অবলুপ্ত পদ/যানবাহন/অফিস সরঞ্জাম টিওএ্যান্ডইতে দেখানো হয়েছে কি না ।

০৪। পদ/যানবাহন/অফিস সরঞ্জাম সৃষ্ট বা অবলুপ্ত সংক্রান্ত জি,ও

০৫। উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদ, যানবাহন, অফিস সরঞ্জাম সংক্রান্ত ছক অনুযায়ী বিবরণী ।

০৬। উন্নয়ন খাতের পদ, যানবাহন, অফিস সরঞ্জাম কোন দপ্তরে ব্যবহৃত হয়ে থাকলে ছক অনুযায়ী বিবরণী ।

০৭। এনাম কমিটির পর কনটিজেন্ট বা ওয়ার্ক চার্জড পদ সৃষ্টির বিবরণী ।

০৮। এনাম কমিটির পর রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত কনটিজেন্ট বা ওয়ার্ক চার্জড পদের বিবরণী ।

০৯। ১২-১২-১৯৮৩ ইং তারিখের পর অতিরিক্ত কার্যাবলীর বর্ণনা ।

১০। ১২-১২-১৯৮৩ ইং তারিখের পর হ্রাসকৃত বা স্থানান্তরিত কার্যাবলীর বর্ণনা ।

১১। সকল স্তরের পদের কর্মকর্তার কাজের বর্ণনা ।

১২। বিগত ৩ বৎসরের বৎসর ওয়ারী কাজের বিবরণী ।

(ক) প্রাপ্ত পত্র সংখ্যা
(খ) জারীকৃত পত্র সংখ্যা
(গ) পূর্ববর্তী বৎসর হতে আনীত নথির সংখ্যা
(ঘ) নতুন নথির সংখ্যা
(ঙ) বিলুপ্ত নথির সংখ্যা

১৩। প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত কোন সুপারিশ ।

১৪। এই বিষয়ে কোন সমীক্ষা প্রতিবেদন ।

১৫। সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনের দুই কপি ।

পরিশিষ্ট-'খ'

(ছক)

(অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর ও সংযুক্ত অফিসসমূহের জন্য)

০১। নাম :

০২। সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং বর্তমান কার্যাবলী :

০৩। সাংগঠনিক কাঠামো :

(ক) ১২-১২-৮৩ ইং তারিখের মনএী পরিষদ বিভাগের স্মারক নং-সিডি/সিএম/১০/৮৩ দ্বারা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিত সরকার অনুমোদিত "টি ও ই" এর ফটোকপি দিন ।

(খ) ১২-১২-৮৩ ইং তারিখের পর কোন নতুন পদ/যানবাহন/অফিস সরঞ্জাম রাজস্ব বাজেটে সৃষ্ট বা অবলুপ্ত হইলে "টিওই"তে দেখাইবেন । উপরোক্ত পদ/যানবাহন/সরঞ্জাম বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে তাহা ১২-১২-১৯৮৩ ইং তারিখের পদ/যানবাহন/সরঞ্জামের অনুমোদিত সংখ্যার নিচে বৃদ্ধি হইলে + চিহ্ন এবং হ্রাস হইলে- চিহ্ন লাল কালিতে প্রদর্শন পূর্বক যথাক্রমে বর্দ্ধিত সংখ্যাটি বা হ্রাসকৃত সংখ্যাটি প্রথম বন্ধনীতে লিখিবেন । [কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়াছে উহা উল্লেখ পূর্বক অনুলিপি দিন] ।

(গ) উন্নয়ন খাতে সৃষ্ট পদ, যানবাহন, অফিস সরঞ্জাম উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তির পর রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হইলে তাহা নিম্ন ছকে সংযুক্ত হিসাবে দেখাইবেন । যদি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর না হইয়া থাকে কিন্তু কোন দপ্তরে ব্যবহৃত হইতেছে তবে তাহাও ছকে আলাদাভাবে দেখাইবেন ।

জনবল			যানবাহন		সরঞ্জাম	
পদবী	সংখ্যা	গ্রেড	গাড়ীর ধরণ	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা
	১			২	৩	

০৪। ১২-১২-১৯৮৩ ইং তারিখের পর কোনরূপ আনুষাংগিক (কন্টিজেন্ট) অথবা কর্মভিত্তিক (ওয়ার্ক চার্জড) পদ সৃষ্টি করা হইয়া থাকিলে তাহা নিম্নের ছকে দেখাইবেন । এই সকল পদের মধ্যে কোন পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হইয়া থাকিলে তাহাও নিম্নের ছকে দেখাইবেন ।

পদবী	পদের সংখ্যা	বেতন গ্রেড	রাজস্ব খাতে স্থানান্তরকৃত		
			পদবী	সংখ্যা	বেতন গ্রেড

০৫। কার্যাবলী :

(ক) ১২-১২-১৯৮৩ ইং তারিখের পর অতিরিক্ত কার্যাবলী অর্পিত হইলে তাহার বর্ণনা দিন ।

(খ) ১২-১২-১৯৮৩ ইং তারিখের পর কোন কার্যাবলী হ্রাস বা স্থানান্তর হইলে তাহার বর্ণনা দিন ।

০৬। কাজের বর্ণনা (Job-Description) : সকল স্তরের পদের কর্মকর্তার কাজের বর্ণনা দিন ।

০৭। কাজের পরিমাণ :

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বিগত ৩ বৎসরের বৎসর ওয়ারী নিম্নোক্ত তথ্য দিন :-

(ক) প্রাপ্ত পত্র সংখ্যা
(খ) জারীকৃত পত্র সংখ্যা
(গ) পূর্ববর্তী বৎসর হতে আনীত নথির সংখ্যা
(ঘ) নতুন নথির সংখ্যা
(ঙ) বিলুপ্ত নথির সংখ্যা

আরো কোন মাপকাঠি ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে তাহা উল্লেখ করিয়া সেই অনুযায়ী কাজের পরিমাণ বর্ণনা করুন ।

০৮। প্রতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন, পুনর্বিন্যাস, একীভূতকরণ, বিলুপ্তকরণ বা সুষমকরণের কোন প্রস্তাব থাকিলে তাহার যুক্তিসহ বিবরণ দিন ।

এই বিষয়ে নিজস্ব অথবা দেশী বিদেশী পরামর্শক/সংস্থা কর্তৃক কোন সমীক্ষা হইয়া থাকিলে বা চলিতে থাকিলে তাহার চূড়ান্ত অথবা অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দিন ।

০৯। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হইয়া থাকিলে তাহার সর্বশেষ প্রতিবেদনের দুইটি কপি দিন ।

দপ্তর প্রধানের নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ :

পরিশিষ্ট-'গ'

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যবর্গের দায়িত্বে পুনর্বিন্যাসকৃত প্রতিষ্ঠানের তালিকা ।

তালিকার সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	চেয়ারম্যান/সদস্যদের নাম	পূর্ব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	নূতন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অবলুপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	একীভূত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পুনর্বিন্যাস করা হয় নাই প্রতিঃ সংখ্যা
০১.	জনাব এম. নূরউন নবী চৌধুরী চেয়ারম্যান	১১৭	০৯	৯৯	০৪	২৩	--
০২.	ডঃ এ.এম.এম. শওকত আলী সদস্য	১৬	--	১৫	--	--	০১
০৩.	জনাব আব্দুস সালাম সদস্য	৫২	০১	৪৩	০১	০৭	০২
০৪.	জনাব বি.আর. চৌধুরী সদস্য	১১	--	০৯	০১	০১	--
০৫.	জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী সদস্য	১৩	০৩	১৪	--	০২	--
০৬.	জনাব মোতাহার হোসেন সদস্য	২৩	০২	১৬	--	০৩	০৬
০৭.	জনাব মারুফ মোরশেদ সদস্য-সচিব	৩৫	০২	২৮	০১	০৭	০১
	সর্বমোট =	২৬৭	১৭	২২৪	০৭	৪৩	১০

ARC#51/gwld1.wks/26-08-1996.

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির চেয়ারম্যান ও
সদস্যবর্গের দায়িত্বে পুনর্বিন্যাসকৃত প্রতিবেদনের তালিকা ।

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
	জনাব এম. নূরউন নবী চৌধুরী, চেয়ারম্যান		
০০১.	বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	০০১. বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	
০০২.	বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	০০২. বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	
০০৩.	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয়	০০৩. বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয়	
০০৪.	এনার্জি মনিটরিং এন্ড কনজার্ভেশন কার্যালয়	একীভূত	
০০৫.	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	০০৪. খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	
০০৬.	বিস্ফোরক পরিদপ্তর	০০৫. বিস্ফোরক পরিদপ্তর	
০০৭.	অর্থ বিভাগ	০০৬. অর্থ ও অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ (ব্যাংকিং ও ইন্সুরেন্স উইংসহ)	
০০৮.	ব্যাংকিং বিভাগ	একীভূত	
০০৯.	বাংলাদেশ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অফিস	০০৭. বাংলাদেশ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অফিস	
০১০.	হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রকের অফিস (অধীন ১৯টি)	০০৮. হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রকের অফিস (অধীন ১৯টি)	
০১১.	হিসাব নিরীক্ষা পরিচালকের অফিস (পূর্ত)	০০৯. হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর (পূর্ত)	
০১২.	বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা পরিচালকের অফিস	০১০. বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	
০১৩.	নিরীক্ষা ও হিসাব প্রশিক্ষণ একাডেমী	০১১. নিরীক্ষা ও হিসাব প্রশিক্ষণ একাডেমী	
০১৪.	স্থানীয় ও রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষা পরিচালকের অফিস	০১২. স্থানীয় ও রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	
০১৫.	হিসাব নিরীক্ষা পরিচালকের অফিস (ডাক, তার ও টেলিফোন)	০১৩. ডাক, তার ও দূরালাপনী হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
০১৬.	হিসাব নিরীক্ষা পরিচালকের অফিস (বেসামরিক)	০১৪. বেসামরিক হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	
০১৭.	নিরীক্ষা অধিদপ্তর (প্রতিরক্ষা সার্ভিস)	০১৫. নিরীক্ষা অধিদপ্তর (প্রতিরক্ষা সার্ভিস)	
০১৮.	রেলপথ হিসাব নিরীক্ষা পরিচালকের অফিস	০১৬. রেলপথ হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	
০১৯.	হিসাব নিরীক্ষা পরিচালকের অফিস (দূতাবাস)	০১৭. দূতাবাস হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	
০২০.	নিরীক্ষা পরিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প	০১৮. প্রকল্প হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	
০২১.	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০১৯. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	
০২২.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০২০. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	
০২৩.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	০২১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	
০২৪.	কালেক্টর, শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টর, ঢাকা-দক্ষিণ	০২২. শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টর, ঢাকা-দক্ষিণ	
০২৫.	কালেক্টর, শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টর, ঢাকা-উত্তর	০২৩. শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টর, ঢাকা-উত্তর	
০২৬.	কালেক্টর, শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টর, চট্টগ্রাম	০২৪. শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টর, চট্টগ্রাম	
০২৭.	কালেক্টর, শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টর, খুলনা	০২৫. শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টরেট, খুলনা	
০২৮.	কালেক্টর, মংলা শুল্ক ভবন, খুলনা	একীভূত	
০২৯.	কালেক্টর, শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টর, যশোহর	০২৬. কালেক্টর, শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টর, যশোহর	
০৩০.	কালেক্টর, শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টর, রাজশাহী	০২৭. শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টর, কাড়ো	
০৩১.	কালেক্টর, শুল্ক ভবন, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা	০২৮. শুল্ক কালেক্টর, শুল্ক ভবন, ঢাকা	
০৩২.	কালেক্টর, শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম	০২৯. শুল্ক কালেক্টর, শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম	
০৩৩.	কালেক্টর, শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট (আপীল), চট্টগ্রাম	০৩০. শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট (আপীল) কালেক্টরেট চট্টগ্রাম	
০৩৪.	কালেক্টর, শুল্ক মূল্যায়ন বিভাগ, চট্টগ্রাম	০৩১. শুল্ক মূল্যায়ন বিভাগ, চট্টগ্রাম	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
০৩৫.	মহা-পরিচালক, শুল্ক (গোয়েন্দা ও তদন্ত) পরিদপ্তর, ঢাকা	০৩২. শুল্ক গোয়েন্দা তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা	
০৩৬.	মহা-পরিচালক, পরিদর্শন (শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট) পরিদপ্তর, ঢাকা	০৩৩. পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পরিদপ্তর (শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট)	
০৩৭.	মহা-পরিচালক, প্রশিক্ষণ (শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট) পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম	০৩৪. রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম	
০৩৮.	পরিচালক, কর প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা	একীভূত	
০৩৯.	মহা-পরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ঢাকা	০৩৫. শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ঢাকা	
০৪০.	পরিচালক, অভিযোগ (তদন্ত) পরিদপ্তর, ঢাকা	অবলুপ্ত	
০৪১.	কর কমিশনার, কর অঞ্চল- ১, ঢাকা	০৩৬. ঢাকা আয়কর অঞ্চলের প্রস্তাবিত ৬টি কর কমিশনারের কার্যালয়	
০৪২.	কর কমিশনার, কর অঞ্চল- ২, ঢাকা	একীভূত	
০৪৩.	কর কমিশনার, কর অঞ্চল- ৩, ঢাকা	একীভূত	
০৪৪.	কর কমিশনার, কর অঞ্চল- ৪, ঢাকা	একীভূত	
০৪৫.	কর কমিশনার, কর অঞ্চল- ৫, ঢাকা	একীভূত	
০৪৬.	কর কমিশনার, কর অঞ্চল- ৬, ঢাকা	একীভূত	
০৪৭.	কর কমিশনার, কর অঞ্চল- ৭, ঢাকা	একীভূত	
০৪৮.	কর কমিশনার, কর অঞ্চল- ৮, ঢাকা	একীভূত	
০৪৯.	কর কমিশনার, কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চল, ঢাকা	০৩৭. কর কমিশনার (জরিপ) এর কার্যালয় কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চল, ঢাকা	
০৫০.	কর কমিশনার, কর অঞ্চল- ১, চট্টগ্রাম	০৩৮. কর কমিশনার এর কার্যালয়, কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম	
০৫১.	কর কমিশনার, কর অঞ্চল- ২, চট্টগ্রাম	০৩৯. কর কমিশনার এর কার্যালয়, কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম	
০৫২.	কর কমিশনার, কর অঞ্চল- ৩, চট্টগ্রাম	০৪০. কর কমিশনার এর কার্যালয়, কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
০৫৩.	কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল- ১, ঢাকা	০৪১. কর কমিশার (আপীল) এর কার্যালয় কর আপীল অঞ্চল, ঢাকা-১	
০৫৪.	কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল- ২, ঢাকা	০৪২. কর কমিশার (আপীল) এর কার্যালয় কর আপীল অঞ্চল, ঢাকা-২	
০৫৫.	কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল- ৩, ঢাকা	০৪৩. কর কমিশার (আপীল) এর কার্যালয় কর আপীল অঞ্চল, ঢাকা-৩	
০৫৬.	কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল, চট্টগ্রাম	০৪৪. কর কমিশার (আপীল) এর কার্যালয় কর আপীল অঞ্চল, চট্টগ্রাম	
০৫৭.	কর কমিশনার, কর আপীল অঞ্চল, খুলনা	০৪৫. কর কমিশার (আপীল) এর কার্যালয় কর আপীল অঞ্চল, খুলনা	
০৫৮.	কর কমিশনার, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী	০৪৬. কর কমিশনার এর কার্যালয় কর অঞ্চল, রাজশাহী	
০৫৯.	কর কমিশনার, খুলনা অঞ্চল, খুলনা	০৪৭. কর কমিশনার এর কার্যালয় কর অঞ্চল, খুলনা	
০৬০.	কর কমিশনার, কর গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর	০৪৮. কর গোয়েন্দা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অধিদপ্তর	
০৬১.	পরিচালক, কর পরিদর্শন পরিদপ্তর, ঢাকা	একীভূত	
০৬২.	কর আপীল, ট্রাইব্যুনাল, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	০৪৯. কর আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা	
০৬৩.	জাতীয় সমন্বয় পরিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	০৫০. জাতীয় সমন্বয় পরিদপ্তর, ঢাকা	
	নূতন	০৫১. কর মীমাংসা কমিশন	
	নূতন	০৫২. টার্ন ওভার কর নির্ধারণ কমিশন	
	নূতন	০৫৩. শুল্ক, আবগারী ও মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	
০৬৪.	পরিকল্পনা বিভাগ	০৫৪. জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থা	
০৬৫.	পরিকল্পনা কমিশন	একীভূত	
০৬৬.	পরিসংখ্যান বিভাগ	একীভূত	
০৬৭.	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	০৫৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
০৬৮.	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	০৫৬. বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	
০৬৯.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৫৭. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
০৭০.	পদ্মা (রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন), ঢাকা	একীভূত	
০৭১.	মেঘনা (রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন), ঢাকা	একীভূত	
০৭২.	করতোয়া (রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন), ঢাকা	একীভূত	
০৭৩.	সুগন্ধা (রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন), ঢাকা	একীভূত	
০৭৪.	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনসমূহ-৫০টি	একীভূত	
০৭৫.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৫৮. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	
০৭৬.	শিল্প মন্ত্রণালয়	০৫৯. শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ)	
০৭৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	একীভূত	
০৭৮.	মুখ্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	অবলুপ্ত	
	নূতন	০৬০. বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্র	
০৭৯.	সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তর	অবলুপ্ত	
০৮০.	বীমা অধিদপ্তর	০৬১. বীমা অধিদপ্তর	
০৮১.	কৃষি পণ্য বিপণন ও শ্রেণী বিন্যাস পরিদপ্তর	০৬২. কৃষি পণ্য বিপণন ও শ্রেণী বিন্যাস পরিদপ্তর	
০৮২.	কয়লা পরিদপ্তর	অবলুপ্ত	
০৮৩.	যৌথ মূলধন কোম্পানি ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	০৬৩. যৌথ মূলধনী কোম্পানী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধকের দপ্তর	
০৮৪.	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	০৬৪. সংস্থাপন বিভাগ	
	নূতন	০৬৫. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কমিশন	
০৮৫.	মুদ্রণ, লেখ সামগ্রী, ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	০৬৬. মুদ্রণ, লেখ সামগ্রী, ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	
০৮৬.	সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর	০৬৭. সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর	

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
০৮৭.	সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর	০৬৮. সরকারী কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর	
০৮৮.	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়- ৫টি	০৬৯. বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়- ৬টি	
০৮৯.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়- ৬৪টি	০৭০. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়- ৬৪টি	
০৯০.	বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়	০৭১. ক. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সাধারণ কর্ম কমিশন সচিবালয় খ. শিক্ষা ও কারিগরী কর্ম কমিশন সচিবালয়	
০৯১.	প্রতিরক্ষা অর্থ দপ্তর	০৭২. প্রতিরক্ষা অর্থ দপ্তর	
০৯২.	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	০৭৩. শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	
০৯৩.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৭৪. মহিলা, পরিবার ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	
০৯৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	একীভূত	
০৯৫.	রাষ্ট্রপতির সচিবালয় (আপন বিভাগ)	০৭৫. রাষ্ট্রপতির সচিবালয় (জন বিভাগ ও আপন বিভাগ)	
০৯৬.	রাষ্ট্রপতির সচিবলায় (জন বিভাগ)	একীভূত	
০৯৭.	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়	০৭৬. প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়	
০৯৮.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	০৭৭. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	
০৯৯.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০৭৮. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	
১০০.	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	০৭৯. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	
১০১.	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	একীভূত	
	নূতন	০৮০. ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যধারা পরিদপ্তর	
১০২.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	০৮১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	
১০৩.	জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	০৮২. জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট	
১০৪.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	০৮৩. স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
	নূতন	৩৩৪. চিকিৎসা শিক্ষা অধিদপ্তর	
	নূতন	৩৩৫. ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল	
১০৫.	হৃদরোগ ইনস্টিটিউট	৩৩৬. হৃদরোগ ইনস্টিটিউট	
১০৬.	স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩৩৭. স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	
১০৭.	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট	৩৩৮. জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট	
১০৮.	পংগু পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল	৩৩৯. পংগু হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান	
১০৯.	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৩৪০. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	
১১০.	বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল	৩৪১. বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল	
১১১.	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	৩৪২. জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	
১১২.	শ্রম পরিদপ্তর	৩৪৩. শ্রম অধিদপ্তর	
১১৩.	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর	৩৪৪. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর	
১১৪.	শ্রম আপিল আদালত, ঢাকা	৩৪৫. শ্রম আপিল আদালত ও শ্রম আদালত	
১১৫.	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	৩৪৬. সমাজ সেবা অধিদপ্তর	
১১৬.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	৩৪৭. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	
১১৭.	কপিরাইট অফিস	৩৪৮. পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্কস ও কপিরাইট অধিদপ্তর	
	নূতন	৩৪৯. ন্যায়পালের কার্যালয়	

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
	জনাব আব্দুস সালাম, সদস্য		
০০১.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০০১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
০০২.	স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ	একীভূত	
০০৩.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০০২. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	
০০৪.	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	একীভূত	
০০৫.	অপারেশন ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর	০০৩. অপারেশন ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর	
০০৬.	সামরিক বাহিনী কমান্ড স্টাফ কলেজ	০০৪. সামরিক বাহিনী কমান্ড স্টাফ কলেজ যোগাযোগ করে নাই	
০০৭.	বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা		
০০৮.	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড	০০৫. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড	
০০৯.	প্রতিরক্ষা ক্রয় অধিদপ্তর	০০৬. প্রতিরক্ষা ক্রয় মহা-পরিদপ্তর	
০১০.	সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস অধিদপ্তর	০০৭. সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস অধিদপ্তর	
০১১.	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর	০০৮. বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর	
০১২.	বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর	০০৯. বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর	
০১৩.	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	০১০. বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	
০১৪.	সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর	০১১. সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর	
০১৫.	প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর	০১২. প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর	
০১৬.	আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর	একীভূত	
০১৭.	গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তর	০১৩. গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তর	
০১৮.	প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তর	তথ্য দেওয়া হয় নাই	
০১৯.	ক্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট	০১৪. ক্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট	
০২০.	বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)	০১৫. বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর)	
০২১.	পুলিশ অধিদপ্তর	০১৬. পুলিশ অধিদপ্তর	

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
০২২.	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর	০১৭. আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর	
০২৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	০১৮. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	
০২৪.	কারা অধিদপ্তর	০১৯. কারা অধিদপ্তর	
০২৫.	মুখ্য মহানগর হাকিমের দপ্তর, ঢাকা	০২০. মুখ্য মহানগর হাকিমের দপ্তর, ঢাকা	
০২৬.	মুখ্য মহানগর হাকিমের দপ্তর, খুলনা	০২১. মুখ্য মহানগর হাকিমের দপ্তর, খুলনা	
০২৭.	মুখ্য মহানগর হাকিমের দপ্তর, চট্টগ্রাম	০২২. মুখ্য মহানগর হাকিমের দপ্তর, চট্টগ্রাম	
০২৮.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	০২৩. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	
০২৯.	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	০২৪. বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	
	নূতন	০২৫. কোস্ট গার্ড সার্ভিস	
০৩০.	তথ্য মন্ত্রণালয়	০২৬. তথ্য মন্ত্রণালয়	
০৩১.	জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ (টিভি)	০২৭. জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ (টিভি)	
০৩২.	জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ (রেডিও)	০২৮. বাংলাদেশ বেতার	
০৩৩.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র আর্কাইভস	একীভূত	
০৩৪.	গণ-সংযোগ অধিদপ্তর	০২৯. তথ্য ও গণ-যোগাযোগ অধিদপ্তর	
০৩৫.	তথ্য অধিদপ্তর	একীভূত	
০৩৬.	বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড	০৩০. বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড	
০৩৭.	জাতীয় গণ-মাধ্যম ইনস্টিটিউট	০৩১. জাতীয় গণ-মাধ্যম ইনস্টিটিউট	
০৩৮.	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	০৩২. চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	
০৩৯.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	০৩৩. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	
০৪০.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	একীভূত	
০৪১.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	০৩৪. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	
০৪২.	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	০৩৫. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
০৪৩.	ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর	বিলুপ্ত	
০৪৪.	সমবায় অধিদপ্তর	০৩৬. সমবায় অধিদপ্তর	
০৪৫.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০৩৭. গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	
০৪৬.	গণপূর্ত অধিদপ্তর	০৩৮. গণপূর্ত অধিদপ্তর	
০৪৭.	গৃহ সংস্থান অধিদপ্তর	একীভূত	
০৪৮.	স্থাপত্য অধিদপ্তর	০৩৯. স্থাপত্য অধিদপ্তর	
০৪৯.	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	০৪০. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	
০৫০.	সরকারী আবাসন পরিদপ্তর	০৪১. সরকারী আবাসন পরিদপ্তর	
০৫১.	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর	০৪২. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর	
০৫২.	গৃহ পত্তন কমিশনারের অফিস	০৪৩. কমিশনার, পত্তন কার্যালয়	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
	ডঃ এ.এম.এম. শওকত আলী, সদস্য		
০০১.	বিনিয়োগ বোর্ড	০০১. বিনিয়োগ বোর্ড	
০০২.	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর	পুনর্বিন্যাস করা হয় নাই	
০০৩.	দুর্নীতি দমন ব্যুরো	০০২. দুর্নীতি দমন ব্যুরো	
০০৪.	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স	০০৩. স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স	
০০৫.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	০০৪. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	
০০৬.	বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমী	০০৫. বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমী	
০০৭.	জেলা গেজেটিয়ার	০০৬. জেলা গেজেটিয়ার	
০০৮.	ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর	০০৭. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর	
০০৯.	রোগ প্রতিষেধক ও জাতীয় সামাজিক চিকিৎসা ইনস্টিটিউট	০০৮. জাতীয় রোগ প্রতিষেধক ও জাতীয় সামাজিক চিকিৎসা ইনস্টিটিউট (নিপসম)	
০১০.	ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও গবেষণা হাসপাতাল	০০৯. ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও গবেষণা হাসপাতাল	
০১১.	জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, পথ্য ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট	০১০. জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, পথ্য ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট	
০১২.	সেবা পরিদপ্তর	০১১. সেবা পরিদপ্তর	
০১৩.	ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর	০১২. ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর	
০১৪.	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	০১৩. জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	
০১৫.	নিম্নতম মজুরী বোর্ড	০১৪. নিম্নতম মজুরী বোর্ড	
০১৬.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	০১৫. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
	জনাব বি.আর. চৌধুরী, সদস্য		
০০১.	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	০০১. তুলা উন্নয়ন বোর্ড	
০০২.	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	০০২. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	
০০৩.	কৃষি তথ্য সার্ভিস	০০৩. কৃষি তথ্য সার্ভিস	
০০৪.	বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	অবলুপ্ত	
০০৫.	বাংলাদেশ দূরশিক্ষা ইনস্টিটিউট (বাইড)	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অন্তর্ভুক্ত	
০০৬.	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)	০০৪. জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)	
০০৭.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	০০৫. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	
০০৮.	ক্রীড়া পরিদপ্তর	০০৬. ক্রীড়া পরিদপ্তর	
০০৯.	হজ্জ অফিস, ঢাকা	০০৭. হজ্জ অফিস, ঢাকা	
০১০.	হজ্জ উইং, জেদ্দা	০০৮. হজ্জ উইং, জেদ্দা	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
	জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, সদস্য			
০০১.	কৃষি মন্ত্রণালয়	০০১.	কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয় (কৃষি বিভাগ)	
০০২.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	০০২.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	
০০৩.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	০০৩.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	
০০৪.	প্রত্ন তত্ত্ব অধিদপ্তর	০০৪.	প্রত্ন তত্ত্ব অধিদপ্তর	
০০৫.	গণ গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	০০৫.	গণ গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	
০০৬.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০০৬.	শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়	
০০৭.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়		একীভূত	
০০৮.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	০০৭.	মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	
	নূতন	০০৮.	উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	
	নূতন	০০৯.	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	
	নূতন	০১০.	জাতীয় শিক্ষা বোর্ড	
০০৯.	কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর	০১১.	কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর	
০১০.	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	০১২.	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	
০১১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১৩.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
০১২.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১৪.	যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	
০১৩.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়		একীভূত	
০১৪.	আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	০১৫.	আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
	জনাব মোতাহার হোসেন, সদস্য		
০০১.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	০০১. ভূমি, বন, পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
০০২.	ভূমি মন্ত্রণালয়	একীভূত	
০০৩.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	একীভূত	
০০৪.	বন অধিদপ্তর	০০২. বন অধিদপ্তর	
০০৫.	পরিবেশ অধিদপ্তর	০০৩. পরিবেশ অধিদপ্তর	
০০৬.	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	০০৪. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	
০০৭.	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	০০৫. মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	
০০৮.	মৎস্য অধিদপ্তর	০০৬. মৎস্য অধিদপ্তর	
০০৯.	পশু সম্পদ অধিদপ্তর	০০৭. পশু সম্পদ অধিদপ্তর	
০১০.	মৎস্য ও পশু সম্পদ তথ্য দপ্তর	০০৮. মৎস্য ও পশু সম্পদ তথ্য দপ্তর	
০১১.	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০০৯. কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয় (খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ)	
০১২.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	একীভূত	
০১৩.	খাদ্য অধিদপ্তর	০১০. খাদ্য অধিদপ্তর	
০১৪.	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অফিস	একীভূত	
০১৫.	জাতীয় উৎপাদনশীলতা সংস্থা	০১১. ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন	
০১৬.	বয়লার পরিদর্শন দপ্তর	০১২. বয়লার পরিদর্শন দপ্তর	
০১৭.	পাট মন্ত্রণালয়	০১৩. শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (পাট ও বস্ত্র বিভাগ)	
০১৮.	বস্ত্র মন্ত্রণালয়	একীভূত	
০১৯.	পাট অধিদপ্তর	০১৪. পাট অধিদপ্তর	
০২০.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১৫. আইন মন্ত্রণালয়	

ক্র: নং: প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
০২১. এটর্নী জেনারেল অফিস	০১৬. এটর্নী জেনারেল অফিস, ঢাকা	
০২২. নিবন্ধন পরিদপ্তর	০১৭. নিবন্ধন পরিদপ্তর	
নূতন	০১৮. আইন অনুবাদ পরিদপ্তর	
নূতন	০১৯. সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়	
০২৩. সরকারী রিসিভার, মহা-প্রশাসক এবং সরকারী অছির অফিস	০২০. সরকারী রিসিভার ও সরকারী অছির অফিস	
০২৪. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা	০২১. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা	
০২৫. প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা	০২২. প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা	
০২৬. জেলা জজশীপ (৬১টি)	০২৩. জেলা জজশীপ (৬১টি)	
০২৭. জাতীয় সংসদ সচিবালয়	পুনর্বিন্যাস করা হয় নাই (কেবল স্পীকার নিয়ন্ত্রণ করেন)	
০২৮. ভূমি সংস্কার বোর্ড	০২৪. ভূমি সংস্কার বোর্ড	
০২৯. ভূমি আপীল বোর্ড	একীভূত	
০৩০. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	০২৫. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	
০৩১. হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর অফিস	০২৬. হিসাব নিয়ন্ত্রক (ভূমি) এর অফিস	
০৩২. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০২৭. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	
০৩৩. বস্ত্র পরিদপ্তর	অবলুপ্ত	
০৩৪. রেজিস্ট্রার অব ট্রেড মার্কস এর দপ্তর	একীভূত	
০৩৫. রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট	০২৮. রেজিস্ট্রার অব সুপ্রিম কোর্ট	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম		প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
	জনাব মারুফ মোরশেদ, সদস্য-সচিব			
০০১.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	০০১.	নির্বাচন কমিশন	
০০২.	মহা-ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্বাঞ্চল)		কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই	—
০০৩.	মহা-ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (পশ্চিমাঞ্চল)		কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই	
০০৪.	বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী		কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই	
০০৫.	পরিকল্পনা পরিদপ্তর, রেলপথ বিভাগ		কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই	
০০৬.	প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রকের অফিস		কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই	
০০৭.	যুগ্ম-মহাপরিচালকের দপ্তর (অর্থ)		কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই	
০০৮.	সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগ	০০২.	পরিবহন মন্ত্রণালয়	
০০৯.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়		একীভূত	
০১০.	রেলপথ বিভাগ		একীভূত	
০১১.	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি	০০৩.	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি	
০১২.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০০৪.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	
০১৩.	বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর	০০৫.	বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর	
০১৪.	বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড	০০৬.	বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড	
০১৫.	সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর	০০৭.	সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর	
০১৬.	নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তর	০০৮.	নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তর	
	নূতন	০০৯.	অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন পরিদপ্তর	
০১৭.	মেরিন একাডেমী	০১০.	মেরিন একাডেমী	
০১৮.	সরকারী সমুদ্র পরিবহন অফিস, চট্টগ্রাম	০১১.	সরকারী সমুদ্র পরিবহন অফিস, চট্টগ্রাম	
০১৯.	নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০১২.	নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	

ক্র: নং:	প্রতিষ্ঠানের পূর্বের নাম	প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাসকৃত নাম	মন্তব্য
০৯০.	নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর	০১৩. নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর	
	নূতন	০১৪. হোটেল নিবন্ধন	
০৯১.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	০১৫. যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	
০৯২.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	একীভূত	
০৯৩.	রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর	০১৬. সরকারী রেলপথ পরিদর্শকের দপ্তর	

ARC#51/gwld.wks/30-06-1996.

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

বাংলাদেশের থানাসমূহের শ্রেণী বিন্যাস

বর্তমানে (মার্চ, ১৯৯৪) বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৯১টি থানা রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে ৪৬০টি থানার মাধ্যমে প্রশাসনিক, উন্নয়ন ও আইন শৃংখলা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয় । অবশিষ্ট ৩১টি থানার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত ৩০টি এবং টংগী শিল্প এলাকায় অবস্থিত ১টি) মাধ্যমে মূলত: আইন-শৃংখলা বজায় রাখা হয় । মেট্রোপলিটন ৩০টি থানা প্রশাসনিক থানা এলাকার বাহিরে অবস্থিত হইলেও টংগী শিল্পাঞ্চলের থানাটি গাজীপুর সদর প্রশাসনিক থানা এলাকাভুক্ত । ফলে এই অনুশীলনে প্রশাসনিক ৪৬০টি এবং মেট্রোপলিটন ৩০টি সহ সর্বমোট ৪৯০টি থানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ।

০২। কাজের পরিমাণ এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের থানা সমূহের শ্রেণী বিন্যাস করণের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত ৩টি নির্ণায়ক (Criterion) চিহ্নিত করা হয় :-

(ক) থানার জনসংখ্যা
(খ) থানার আয়তন ও
(গ) থানার আওতাধীন ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ডের সংখ্যা ।

০৩। ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics) প্রণীত পুস্তিকায় (Bangladesh Population Census, 1991 : Volume 2 -Union Statitics, December, 1993) উল্লেখিত ৩টি নির্ণায়কের জন্য প্রদত্ত তথ্যাবলী এই অনুশীলনের সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয় । তবে মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত ৪টি নূতন থানার (১৯৯১ সালের আদমশুমারীর পর ঢাকাস্থ মিরপুর থানাকে ভাগ করিয়া পল্লবী থানা এবং রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানাকে ভাগ করিয়া রাজপাড়া, মতিহার ও শাহমখদুম থানা সৃষ্টি করা হয়) জনসংখ্যা, আয়তন ও ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ডের সংখ্যার তথ্যাবলী না পাওয়ায় উহাদের নাম বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়া পুরাতন থানার অংশ হিসাবে দেখানো হয় । পরবর্তীতে নূতন থানার তথ্যাবলী পাওয়ার পর জনসংখ্যা, আয়তন ও ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ডের সংখ্যার ক্ষেত্রে উহাদের স্ব-স্ব মান প্রদান ছাড়াও পুরাতন ২টি থানার (বোয়ালিয়া ও মিরপুর) নির্ণায়কের মানের পুনর্বিন্যাস করিতে হইবে ।

০৪। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি থানার বিপরীতে উল্লেখিত ৩টি নির্ণায়কের স্ব-স্ব মান (value) প্রদান করা হয় । পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন থানা কর্তৃক অর্জিত মান সমূহকে স্কোর (score) এ রূপান্তর করা হয় । স্কোরএ রূপান্তর করার সময় কাজের পরিমাণে নির্ণায়কের ভূমিকা অনুযায়ী যথাযথ গুরুত্ব (weightage) প্রদান করা হয় । এই পদ্ধতিতে থানার জনসংখ্যার (প্রকৃত সংখ্যা) জন্য ৫০, থানার আয়তনের জন্য ২৫ এবং ইউনিয়নের সংখ্যার জন্য ২৫ স্কোর নির্ধারণ করা হয় । অর্থাৎ সর্বমোট ১০০ স্কোর নির্ধারণ করিয়া প্রতিটি থানাকে ৩টি নির্ণায়কের ক্ষেত্রে উহাদের দ্বারা অর্জিত স্কোরের ভিত্তিতে মোট স্কোর প্রদান করা হয় । স্কোরের শ্রেণী বিন্যাস এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান অর্থাৎ মানের ব্যাপ্তি (range) এবং বিভিন্ন ধাপে উহাদের পৌন:পুনিকতা (frequency) বিবেচনা করা হয় । তাহাছাড়া স্বকীয় বৈশিষ্ঠ্যের কারনে প্রশাসনিক ৪৬০টি এবং মেট্রোপলিটন ২৬টি থানার আয়তনের ক্ষেত্রে দুইটি আলাদা স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস ব্যবহার করা হয় । নিম্নে ৩টি নির্ণায়কের ব্যাপ্তি সহ স্কোর ও উহাদের শ্রেণী বিন্যাস প্রদান করা হইল :

(ক) থানার জনসংখ্যা- প্রকৃত সংখ্যা (প্রশাসনিক ও মেট্রোপলিটন উভয় শ্রেণীর থানার জন্য প্রযোজ্য)

স্কোর : ৫০

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ৬,৭৬,১৬৮ (বেগমগঞ্জ)
সর্বনিম্ন : ১১,৬২১ (জুরাইছড়ি)

স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস :

১,০০,০০০ এর নিম্নে	: ১০
১,০০,০০০ - ১,৯৯,৯৯৯	: ২০
২,০০,০০০ - ২,৯৯,৯৯৯	: ৩০
৩,০০,০০০ - ৩,৯৯,৯৯৯	: ৪০
৪,০০,০০০ ও উর্ধে	: ৫০

(খ) আয়তন- বর্গ কিলোমিটার (প্রশাসনিক ও মেট্রোপলিটন শ্রেণীর থানার জন্য আলাদা ভাবে

প্রশাসনিক থানার জন্য :

স্কোর : ২৫

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ১৯৬৮ বর্গ কিলোমিটার (শ্যামনগর)
সর্বনিম্ন : ৫৭ বর্গ কিলোমিটার (ফুলতলা)

স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস :

১৫০ বর্গ কিলোমিটার এর নিম্নে	: ১০
১৫০ - ২৯৯ বর্গ কিলোমিটার	: ১৫
৩০০ - ৪৪৯ বর্গ কিলোমিটার	: ২০
৪৫০ বর্গ কিলোমিটার ও উর্ধে	: ২৫

মেট্রোপলিটন থানার জন্য :

স্কোর : ২৫
ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ৯৭ বর্গ কিলোমিটার (বোয়ালিয়া)
সর্বনিম্ন : ০২ বর্গ কিলোমিটার (ঢাকা কোতয়ালী)

স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস :

১০ বর্গ কিলোমিটার এর নিম্নে	: ১০
১০ - ২৪ বর্গ কিলোমিটার	: ১৫
২৫ - ৩৯ বর্গ কিলোমিটার	: ২০
৪০ বর্গ কিলোমিটার ও উর্ধে	: ২৫

বাংলাদেশের প্রশাসনিক থানার (৪৬০টি) শ্রেণী বিন্যাস ।

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)		জনসংখ্যা, ১৯৯১		আয়তন, ১৯৯১		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১		মোট
			সংখ্যা	স্কোর (৫০)	পরিমাণ (কি:মি:)	স্কোর (২৫)	সংখ্যা	স্কোর (২৫)	স্কোর (১০০)
০০১	ঠাকুর- ২	ঠাকুরগাঁও সদর	৪,২২,৭২৮	৫০	৬৮৩	২৫	২২	২৫	১০০
০০২	রংপুর- ৬	মিঠাপুকুর	৪,০৯,৯১৫	৫০	৫১৬	২৫	১৭	২৫	১০০
০০৩	গাই- ৬	গোবিন্দগঞ্জ	৪,১৪,৫৯১	৫০	৪৮২	২৫	১৭	২৫	১০০
০০৪	নওয়াব- ৪	শিবগঞ্জ	৪,২২,৩৪৭	৫০	৫২৫	২৫	১৮	২৫	১০০
০০৫	জামাল- ৬	জামালপুর সদর	৫,০১,৯২৪	৫০	৪৯০	২৫	১৯	২৫	১০০
০০৬	ময়মন- ৩	ফুলপুর	৪,৫৯,০৪৬	৫০	৫৮০	২৫	২০	২৫	১০০
০০৭	সিলেট- ৪	সিলেট সদর	৫,৫৪,৪১২	৫০	৫১৭	২৫	২২	২৫	১০০
০০৮	লক্ষী- ৩	লক্ষীপুর সদর	৫,২৫,১৮৮	৫০	৫১৫	২৫	২১	২৫	১০০
০০৯	নোয়া- ৪	নোয়াখালী সদর	৬,৫১,৬২০	৫০	১০৭২	২৫	২৪	২৫	১০০
০১০	বাক্ষন- ৩	বাক্ষনবাড়ীয়া সদর	৬,৫৯,৪৪৯	৫০	৪৯৬	২৫	৩১	২৫	১০০
০১১	কক্স- ২	চকরিয়া	৪,০৯,৩৪৬	৫০	৬৪৩	২৫	১৭	২৫	১০০
০১২	রংপুর- ৩	রংপুর সদর	৪,৯৪,৩১৭	৫০	৩৩০	২০	১৭	২৫	৯৫
০১৩	বগুড়া- ৫	বগুড়া সদর	৫,৮৮,৭৮৩	৫০	৪২১	২০	২৫	২৫	৯৫
০১৪	সিরাজ- ৮	শাহজাদপুর	৪,২০,৪৫২	৫০	৩২৪	২০	১৬	২৫	৯৫
০১৫	পাবনা- ৬	পাবনা সদর	৪,৩১,৫১৩	৫০	৪৪৪	২০	১৬	২৫	৯৫
০১৬	যশোর- ২	যশোর সদর	৫,৩০,৫৮২	৫০	৪৩৩	২০	১৮	২৫	৯৫
০১৭	ময়মন- ৫	ময়মনসিংহ সদর	৫,৬৬,৩৬৮	৫০	৩৮৮	২০	২০	২৫	৯৫
০১৮	নরসিং- ৬	রায়পুর	৪,১৩,৭৬৬	৫০	৩১৩	২০	২৪	২৫	৯৫
০১৯	বরি- ৯	বরিশাল সদর	৪,১৪,২৮১	৫০	৩০৮	২০	২০	২৫	৯৫
০২০	কুমিল্লা- ২	দাউদকান্দি	৪,৫৮,৫০৩	৫০	৩৭৬	২০	২২	২৫	৯৫
০২১	কুমিল্লা- ৩	মুরাদনগর	৪,১৭,২০৪	৫০	৩৩৯	২০	২১	২৫	৯৫
০২২	কুমিল্লা-১০	লাকসাম	৫,১৩,১১৯	৫০	৪২৯	২০	২৫	২৫	৯৫
০২৩	চাঁদ- ১	মতলব	৪,৪৫,৬০৭	৫০	৪০৯	২০	২২	২৫	৯৫
০২৪	নোয়া- ২	বেগমগঞ্জ	৬,৭৬,১৬৮	৫০	৪২৬	২০	২৯	২৫	৯৫
০২৫	নওয়াব- ৫	নওয়াবগঞ্জ সদর	৩,৮৯,৫২৪	৪০	৪৫২	২৫	১৯	২৫	৯০
০২৬	ঝিনাই- ৩	ঝিনাইদাহ সদর	৩,৩৩,১৯২	৪০	৪৬৮	২৫	২০	২৫	৯০
০২৭	বাগের- ৮	মোড়লগঞ্জ	৩,২১,১৫৩	৪০	৪৬১	২৫	১৬	২৫	৯০
০২৮	গাজী- ৪	গাজীপুর সদর	৫,৮৮,৪৯২	৫০	৪৪৬	২০	১৪	২০	৯০
০২৯	নরসিং- ৫	নরসিংদি সদর	৪,৫১,৩৩৫	৫০	২১৩	১৫	১৭	২৫	৯০
০৩০	সুনাম- ৬	সুনামগঞ্জ সদর	৩,০৩,১৫৩	৪০	৫৬১	২৫	১৭	২৫	৯০
০৩১	মৌলভী- ৪	কুলাউড়া	৩,৩৯,৬৭৩	৪০	৬৭৯	২৫	১৬	২৫	৯০
০৩২	কুমিল্লা- ৯	কুমিল্লা সদর	৫,১৬,৩১৯	৫০	২৮১	১৫	১৮	২৫	৯০
০৩৩	চট- ১	মিরেরসরাই	৩,২৫,৭১২	৪০	৪৮৩	২৫	১৬	২৫	৯০
০৩৪	চট- ২	ফটিকছড়ি	৩,৮৮,০১৩	৪০	৭৭৪	২৫	২০	২৫	৯০
০৩৫	নীল- ৩	নীলফামারী সদর	৩,০৬,০৫১	৪০	৩৭৩	২০	১৮	২৫	৮৫
০৩৬	রংপুর- ৮	পীরগঞ্জ	৩,০৩,৩৮৪	৪০	৪০৯	২০	১৫	২৫	৮৫
০৩৭	কুড়ি- ৬	উলিপুর	৩,৪৫,২০৫	৪০	৫০৪	২৫	১৪	২০	৮৫
০৩৮	গাই- ১	সুন্দরগঞ্জ	৩,৬০,৬৭৬	৪০	৪২৭	২০	১৫	২৫	৮৫
০৩৯	গাই- ৩	গাইবান্ধা সদর	৩,৫৯,২২৬	৪০	৩২০	২০	১৬	২৫	৮৫
০৪০	নাটোর- ১	নাটোর সদর	৩,৬৯,১৩৬	৪০	৪০১	২০	১৫	২৫	৮৫
০৪১	সিরাজ- ৪	সিরাজগঞ্জ সদর	৩,৮৯,১৬০	৪০	৩২৬	২০	১৮	২৫	৮৫

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)		জনসংখ্যা, ১৯৯১		আয়তন, ১৯৯১		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১		মোট স্কোর (১০০)
			সংখ্যা	স্কোর (৫০)	পরিমাণ (কি:মি:)	স্কোর (২৫)	সংখ্যা	স্কোর (২৫)	
০৪২	কুষ্টি- ১	দৌলতপুর	৩,৬০,৭০৬	৪০	৪৬৯	২৫	১৪	২০	৮৫
০৪৩	কুষ্টি- ৪	কুষ্টিয়া সদর	৩,৬৮,৭৭৪	৪০	৩১৬	২০	১৮	২৫	৮৫
০৪৪	যশোর- ৬	মনিরামপুর	৩,২৬,০৯৩	৪০	৪৪৫	২০	১৭	২৫	৮৫
০৪৫	সাত- ২	সাতক্ষিরা সদর	৩,৪৪,৪৪৪	৪০	৪০১	২০	১৭	২৫	৮৫
০৪৬	শের- ৪	শেরপুর সদর	৩,৮১,৪১৯	৪০	৩৬০	২০	১৬	২৫	৮৫
০৪৭	ময়মন-১২	গফ্ফারগাঁও	৩,৭৯,৮০৩	৪০	৪০১	২০	১৫	২৫	৮৫
০৪৮	টাংগা- ২	মধুপুর	৩,৭৫,২৯৫	৪০	৫০১	২৫	১০	২০	৮৫
০৪৯	টাংগা- ৪	ঘাটাইল	৩,৪১,৩৭৬	৪০	৪৫১	২৫	১১	২০	৮৫
০৫০	টাংগা- ৬	টাংগাইল সদর	৩,৮০,৫১৮	৪০	৩৩৪	২০	১৬	২৫	৮৫
০৫১	ঢাকা- ১	ধামরাই	৩,১২,৭৭৭	৪০	৩০৭	২০	১৬	২৫	৮৫
০৫২	ঢাকা- ৩	কেরানীগঞ্জ	৫,৩০,১৭৪	৫০	১৬৭	১৫	১১	২০	৮৫
০৫৩	নারায়ন- ৫	নারায়নগঞ্জ সদর	৬,০৪,৫৬১	৫০	১০১	১০	১৮	২৫	৮৫
০৫৪	রাজবাড়ী- ১	পাংশা	৩,১৬,৭৫২	৪০	৪১৪	২০	২০	২৫	৮৫
০৫৫	মাদারী- ১	শিবচর	৩,০৬,০৮২	৪০	৩২২	২০	১৮	২৫	৮৫
০৫৬	মাদারী- ৩	মাদারীপুর সদর	৩,০৭,৮২২	৪০	৩১৪	২০	১৮	২৫	৮৫
০৫৭	বরি- ১০	বাকেরগঞ্জ	৩,৩৬,৭০৬	৪০	৪১৭	২০	১৮	২৫	৮৫
০৫৮	ভোলা- ১	ভোলা সদর	৩,৫১,৬৭৪	৪০	৪১৩	২০	১৬	২৫	৮৫
০৫৯	ভোলা- ৬	চরফ্যাশন	৩,৪২,০৩৮	৪০	১১০৬	২৫	১০	২০	৮৫
০৬০	পটুয়া- ৩	পটুয়াখালী সদর	৩,০৬,৫১৭	৪০	৪৪০	২০	১৮	২৫	৮৫
০৬১	বাক্ষন- ৪	নবীনগর	৩,৭৮,৫৩৯	৪০	৩৫৪	২০	১৯	২৫	৮৫
০৬২	চাঁদ- ৩	চাঁদপুর সদর	৩,৯৬,৮৭২	৪০	৩০৯	২০	১৮	২৫	৮৫
০৬৩	লক্ষী- ৪	রামগতি	৩,৩৫,২৪৩	৪০	৫৭১	২৫	১২	২০	৮৫
০৬৪	চট-১০	পটিয়া	৩,৯৮,৮৩৬	৪০	৩২৬	২০	২৫	২৫	৮৫
০৬৫	চট- ১৩	বাঁশখালী	৩,২০,৩৩৯	৪০	৩৭৫	২০	১৫	২৫	৮৫
০৬৬	দিনাজ- ৬	দিনাজপুর সদর	৩,৫৭,৮৮৮	৪০	৩৫৪	২০	১৪	২০	৮০
০৬৭	বগুড়া- ১	শিবগঞ্জ	৩,১২,৭৭৩	৪০	৩১৫	২০	১২	২০	৮০
০৬৮	নওগাঁ- ৮	মান্দা	৩,৩০,৯৯৫	৪০	৩৭৬	২০	১৪	২০	৮০
০৬৯	নওগাঁ- ৯	নওগাঁ সদর	৩,২৭,৬৩২	৪০	২৭৬	১৫	১৫	২৫	৮০
০৭০	সিরাজ- ৫	উল্যাপাড়া	৩,৯৯,০৭৪	৪০	৪১৪	২০	১৩	২০	৮০
০৭১	ময়মন- ৪	মুক্তাগাছা	৩,২১,৭৫৯	৪০	৩১৫	২০	১৩	২০	৮০
০৭২	ময়মন- ৭	ফুলবাড়ীয়া	৩,৪৫,২৮৩	৪০	৪০২	২০	১৩	২০	৮০
০৭৩	ময়মন- ৮	ত্রিশাল	৩,৩৬,৭৯৭	৪০	৩৩৯	২০	১২	২০	৮০
০৭৪	ময়মন-১০	নান্দাইল	৩,২৮,৮৪৭	৪০	৩২৬	২০	১২	২০	৮০
০৭৫	টাংগা- ৫	কালিহাতি	৩,৫৪,৯৫৯	৪০	৩০১	২০	১২	২০	৮০
০৭৬	টাংগা- ১১	মীর্জাপুর	৩,৩৭,৪৯৬	৪০	৩৭৪	২০	১৩	২০	৮০
০৭৭	কিশোর- ৪	কিশোরগঞ্জ সদর	৩,০০,৩৩৭	৪০	১৯৪	১৫	১৫	২৫	৮০
০৭৮	গাজী- ২	শীপুর	৩,২০,৫৩০	৪০	৪৬৫	২৫	০৯	১৫	৮০
০৭৯	গাজী- ৩	কাপাশিয়া	৩,০৩,৭১০	৪০	৩৫৭	২০	১১	২০	৮০
০৮০	ফরিদ- ২	ফরিদপুর সদর	৩,৩৫,৩৮৬	৪০	৪০৭	২০	১৪	২০	৮০
০৮১	হবি- ৩	বানিয়াচং	২,৩৫,৮৫৫	৩০	৪৮২	২৫	১৫	২৫	৮০
০৮২	কুমিল্লা- ৪	দেবীদবার	৩,৩৬,৮৭৭	৪০	২৩৮	১৫	১৬	২৫	৮০
০৮৩	কুমিল্লা- ৮	বরুরা	৩,১০,৭৭৮	৪০	২৪২	১৫	১৫	২৫	৮০
০৮৪	চাঁদ- ৭	ফরিদগঞ্জ	৩,৪৮,২৮১	৪০	২৩২	১৫	১৬	২৫	৮০
০৮৫	ফেণী- ১	ফেণী সদর	৩,৪৫,৮০১	৪০	১৯৭	১৫	১৬	২৫	৮০
০৮৬	চট- ৩	সন্দিপ	২,৭২,১৭৯	৩০	৭৬২	২৫	১৫	২৫	৮০

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)		জনসংখ্যা, ১৯৯১		আয়তন, ১৯৯১		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১		মোট
			সংখ্যা	স্কোর (৫০)	পরিমাণ (কি:মি:)	স্কোর (২৫)	সংখ্যা	স্কোর (২৫)	স্কোর (১০০)
০৮৭	চট- ৫	হাটহাজারী	৩,২১,০০৪	৪০	২৫১	১৫	১৬	২৫	৮০
০৮৮	কুড়ি- ৩	নাগেশ্বরী	২,৭৯,৭৭৫	৩০	৪১৬	২০	১৫	২৫	৭৫
০৮৯	রাজশাহী- ৩	বাঘমারা	২,৮২,৫২০	৩০	৩৬৩	২০	১৫	২৫	৭৫
০৯০	নাটোর- ২	সিংরা	২,৮৯,৯৫২	৩০	৫২৮	২৫	১২	২০	৭৫
০৯১	মেহের- ২	মেহেরপুর সদর	২,৬২,৭৭৯	৩০	৩৭৪	২০	১৮	২৫	৭৫
০৯২	চুয়া- ১	আলমডাংগা	২,৪৫,৫২৪	৩০	৩৬০	২০	১৫	২৫	৭৫
০৯৩	ঝিনাই- ২	শৈলকুপা	২,৯৩,৩৪১	৩০	৩৭৩	২০	১৭	২৫	৭৫
০৯৪	ঝিনাই- ৬	মহেশপুর	২,৪৬,৩৫০	৩০	৪১৭	২০	১৫	২৫	৭৫
০৯৫	মাগুরা- ২	মাগুরা সদর	২,৮৬,৯২৫	৩০	৪০৭	২০	১৬	২৫	৭৫
০৯৬	নড়া- ১	নড়াইল সদর	২,৫০,৭২৫	৩০	৩৮২	২০	১৬	২৫	৭৫
০৯৭	সাত- ৭	শ্যামনগর	২,৬৫,০০৪	৩০	১৯৬৮	২৫	১৩	২০	৭৫
০৯৮	খুলনা- ৫	ডুমুরিয়া	২,৫৬,৫০৩	৩০	৪৫৪	২৫	১৪	২০	৭৫
০৯৯	ময়মন- ৯	ঈশ্বরগঞ্জ	৩,০৬,৯৭৭	৪০	২৮৬	১৫	১১	২০	৭৫
১০০	নেত্র- ৪	নেত্রকোনা সদর	২,৬৫,৬৪৩	৩০	৩৪০	২০	১৫	২৫	৭৫
১০১	ঢাকা- ২	সাভার	৩,৭৮,০৩৪	৪০	২৮০	১৫	১৩	২০	৭৫
১০২	নারায়ন- ১	রুপগঞ্জ	৩,৭৫,৯৩৫	৪০	২৪৮	১৫	১১	২০	৭৫
১০৩	রাজবাড়ী- ৩	রাজবাড়ী সদর	২,৬৩,৫৫৫	৩০	৩১৩	২০	১৭	২৫	৭৫
১০৪	ফরিদ- ৫	নগরকান্দা	২,৬৭,১৯৩	৩০	৩৭৯	২০	১৭	২৫	৭৫
১০৫	গোপাল- ২	মোকসেদপুর	২,৬৯,৪৮৯	৩০	৩১০	২০	১৭	২৫	৭৫
১০৬	গোপাল- ৩	গোপালগঞ্জ সদর	২,৯১,৪০৯	৩০	৩৯১	২০	২৪	২৫	৭৫
১০৭	পটুয়া- ১	বাউফল	২,৮৮,৮২৫	৩০	৪৮৭	২৫	১৪	২০	৭৫
১০৮	পটুয়া- ৫	গলাচিপা	২,৮৬,৩০৭	৩০	১২৬৮	২৫	১৩	২০	৭৫
১০৯	বরগুনা- ৪	বরগুনা সদর	২,১৯,৭২৯	৩০	৪৫৪	২৫	১৩	২০	৭৫
১১০	বরগুনা- ৫	আমতলী	২,৪৪,৪৩৮	৩০	৭২১	২৫	১০	২০	৭৫
১১১	মৌলভী- ১	বড়লেখা	২,০০,৬৭৪	৩০	৫০২	২৫	১২	২০	৭৫
১১২	মৌলভী- ২	মৌলভীবাজার সদর	২,৩৯,৩৭৮	৩০	৩৪৪	২০	১৫	২৫	৭৫
১১৩	মৌলভী- ৫	শ্রীমংগল	২,৩০,৮৮৯	৩০	৪৫১	২৫	১২	২০	৭৫
১১৪	হবি- ৮	চুনারুঘাট	২,৩৩,৭৫২	৩০	৪৯৬	২৫	১০	২০	৭৫
১১৫	কুমিল্লা-১১	চৌদ্দগ্রাম	৩,৩২,০৫৫	৪০	২৬৮	১৫	১৪	২০	৭৫
১১৬	নোয়া- ৬	হাতিয়া	২,৯৫,৫০১	৩০	১৫০৮	২৫	১০	২০	৭৫
১১৭	চট- ৪	সিতাকুন্ড	২,৭৪,৯০৩	৩০	৪৮৪	২৫	১০	২০	৭৫
১১৮	দিনাজ- ১	বীরগঞ্জ	২,৩১,৩০৫	৩০	৪১৩	২০	১১	২০	৭০
১১৯	দিনাজ- ৫	বিরল	২,০৪,৪২০	৩০	৩৫২	২০	১০	২০	৭০
১২০	দিনাজ- ৭	চিরিরবন্দর	২,৩২,৪০৯	৩০	৩০৯	২০	১২	২০	৭০
১২১	দিনাজ- ৮	পার্বতীপুর	২,৭০,৯০৪	৩০	৩৯৫	২০	১৩	২০	৭০
১২২	নীল- ৪	জলঢাকা	২,৩৩,৮৮৫	৩০	৩০৪	২০	১২	২০	৭০
১২৩	রংপুর- ৫	বদরগঞ্জ	২,১৩,৪৩১	৩০	৩০১	২০	১০	২০	৭০
১২৪	বগুড়া- ৭	সারিয়াকান্দি	২,২৯,৫৬৩	৩০	৪৩৩	২০	১৩	২০	৭০
১২৫	নওগাঁ- ৫	মহাদেবপুর	২,৩২,৩৫৯	৩০	৩৯৮	২০	১০	২০	৭০
১২৬	রাজশাহী- ৪	গোদাগাড়ী	২,১৭,৮১১	৩০	৪৭২	২৫	০৯	১৫	৭০
১২৭	নাটের- ৬	লালপুর	২,১৬,৯৭৩	৩০	৩২৮	২০	১০	২০	৭০
১২৮	সিরাজ- ১	কাজীপুর	২,৩৪,৮০৪	৩০	৩৬৯	২০	১১	২০	৭০
১২৯	পাবনা- ১	চাটমোহর	২,২৭,৫২৪	৩০	৩১৪	২০	১০	২০	৭০

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)		জনসংখ্যা, ১৯৯১		আয়তন, ১৯৯১		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১		মোট স্কোর (১০০)
			সংখ্যা	স্কোর (৫০)	পরিমাণ (কি:মি:)	স্কোর (২৫)	সংখ্যা	স্কোর (২৫)	
১৩০	পাবনা- ৭	সাঁথিয়া	২,৮৩,৪৬৩	৩০	৩৩২	২০	১১	২০	৭০
১৩১	পাবনা- ৯	সুজানগর	২,১৪,১৩২	৩০	৩৩৪	২০	১০	২০	৭০
১৩২	কুষ্টি- ৩	মিরপুর	২,৬৬,০৪১	৩০	৩১৭	২০	১৩	২০	৭০
১৩৩	কুষ্টি- ৫	কুমারখালী	২,৬৯,০০৮	৩০	২৬৬	১৫	১৫	২৫	৭০
১৩৪	চুয়া- ২	ডামুরহুদা	২,১৩,২৯১	৩০	৩০৮	২০	১০	২০	৭০
১৩৫	ঝিনাই- ৫	কালিগঞ্জ	২,১৯,১২৬	৩০	৩১০	২০	১৪	২০	৭০
১৩৬	যশোর- ৪	সরষা	২,৫৮,৭৮৯	৩০	৩৩৬	২০	১১	২০	৭০
১৩৭	যশোর- ৫	ঝিকরগাছা	২,৩৫,৮৮২	৩০	৩০৭	২০	১১	২০	৭০
১৩৮	সাত- ৩	তালা	২,৫১,৩৮৮	৩০	৩৪৪	২০	১২	২০	৭০
১৩৯	সাত- ৫	আশাশুনি	২,২০,৯৫৭	৩০	৪০২	২০	১০	২০	৭০
১৪০	সাত- ৬	কালিগঞ্জ	২,২৫,৫৯৬	৩০	৩৩৪	২০	১২	২০	৭০
১৪১	খুলনা- ৭	পাইকগাছা	২,২৫,০৮৫	৩০	৪১১	২০	১০	২০	৭০
১৪২	জামাল- ৩	ইসলামপুর	২,৬৮,৩৫২	৩০	৩৪৩	২০	১২	২০	৭০
১৪৩	ময়মন- ১	হালুয়াঘাট	২,৪২,৩৩৯	৩০	৩৫৬	২০	১২	২০	৭০
১৪৪	ময়মন- ১১	ভালুকা	২,৬৪,৯৯১	৩০	৪৪৪	২০	১১	২০	৭০
১৪৫	নেত্র- ৩	পূর্বধলা	২,৩৫,৬৭৫	৩০	৩১২	২০	১১	২০	৭০
১৪৬	নেত্র- ৮	কেন্দুয়া	২,৬৫,৬২৮	৩০	৩০৪	২০	১৩	২০	৭০
১৪৭	গোপাল- ১	কাশিয়ানী	২,০৫,৫৯৬	৩০	৩০০	২০	১৪	২০	৭০
১৪৮	গোপাল- ৪	কোটালীপাড়া	২,০৬,১৯৫	৩০	৩৬২	২০	১২	২০	৭০
১৪৯	মাদারী- ৪	কালকিনি	২,৫০,৯১৬	৩০	২৮০	১৫	১৫	২৫	৭০
১৫০	শরিয়ত- ২	নড়িয়া	২,১৪,৯৪৪	৩০	২৪০	১৫	১৫	২৫	৭০
১৫১	পিরোজ- ৬	মঠবাড়ীয়া	২,৫৩,৯১৫	৩০	৩৫৩	২০	১১	২০	৭০
১৫২	বরি- ৭	মেহেন্দীগঞ্জ	২,৯২,৪৩৬	৩০	৪৩৬	২০	১৩	২০	৭০
১৫৩	সুনাম- ৭	ছাতক	২,৭৩,১৫৩	৩০	৪৩৫	২০	১৩	২০	৭০
১৫৪	সিলেট-১০	বালাগঞ্জ	২,৩০,৮৬৫	৩০	৩৯০	২০	১৪	২০	৭০
১৫৫	হবি- ২	নবীগঞ্জ	২,৪৬,৯৩৩	৩০	৪৪০	২০	১৩	২০	৭০
১৫৬	বাহ্মন- ১	নাছিরনগর	২,৩৪,০৯০	৩০	৩১২	২০	১৩	২০	৭০
১৫৭	চট- ৬	রাউজান	২,৭৪,৩৪৪	৩০	২৪৭	১৫	১৫	২৫	৭০
১৫৮	চট- ৭	রাংগুনিয়া	২,৬৩,২১৭	৩০	৩৫২	২০	১১	২০	৭০
১৫৯	চট-১২	সাতকানিয়া	২,৯৯,৭৬২	৩০	২৮১	১৫	১৭	২৫	৭০
১৬০	নীল- ৫	কিশোরগঞ্জ	২,৪৬,২০১	৩০	২৬৫	১৫	১১	২০	৬৫
১৬১	লাল- ৫	লালমনিরহাট সদর	২,৬০,৮৭৬	৩০	২৫০	১৫	১২	২০	৬৫
১৬২	কুড়ি- ৫	কুড়িগ্রাম সদর	২,১৭,৩১১	৩০	২৭৬	১৫	১১	২০	৬৫
১৬৩	গাই- ২	সাদুল্লাপুর	২,৪৩,০১২	৩০	২২৮	১৫	১১	২০	৬৫
১৬৪	গাই- ৭	সাঘাটা	২,৩২,১১৮	৩০	২২৬	১৫	১০	২০	৬৫
১৬৫	জয়পুর- ২	জয়পুরহাট সদর	২,২৫,২৭১	৩০	২৩৯	১৫	১১	২০	৬৫
১৬৬	বগুড়া- ৬	গাবতলী	২,৬৫,৯২৬	৩০	২৪০	১৫	১০	২০	৬৫
১৬৭	বগুড়া-১০	শেরপুর	২,২৯,০০৫	৩০	২৯৬	১৫	১২	২০	৬৫
১৬৮	বগুড়া-১১	ধুনট	২,৪৬,৯৮৪	৩০	২৪৮	১৫	১০	২০	৬৫
১৬৯	নাটোর- ৫	বারইগ্রাম	২,৩০,৪৮০	৩০	৩০০	২০	০৭	১৫	৬৫
১৭০	পাবনা- ৪	ঈশ্বরদি	২,৩৬,৮২৫	৩০	২৪৭	১৫	১০	২০	৬৫
১৭১	পাবনা- ৮	বেড়া	২,০৮,৮৯৭	৩০	২৪৯	১৫	১০	২০	৬৫
১৭২	মেহের- ১	গাংনি	২,২৯,১৩৮	৩০	৩৪২	২০	০৯	১৫	৬৫
১৭৩	নড়াইল- ২	লোহাগড়া	২,০৮,২৪৮	৩০	২৯১	১৫	১২	২০	৬৫

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)	জনসংখ্যা, ১৯৯১		আয়তন, ১৯৯১		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১		মোট স্কোর (১০০)
		সংখ্যা	স্কোর (৫০)	পরিমাণ (কি:মি:)	স্কোর (২৫)	সংখ্যা	স্কোর (২৫)	
১৭৪	নড়াইল- ৩ কালিয়া	১,৯৬,৭৪৭	২০	৩১৮	২০	১৫	২৫	৬৫
১৭৫	বাগের- ৪ বাগেরহাট সদর	২,৩৫,৮৪৩	৩০	২৭৩	১৫	১২	২০	৬৫
১৭৬	জামাল- ৪ মেলান্দা	২,৬২,৪৭৮	৩০	২৪০	১৫	১০	২০	৬৫
১৭৭	জামাল- ৭ সরিষাবাড়ী	২,৮৯,১০৬	৩০	২৬৩	১৫	১১	২০	৬৫
১৭৮	শের- ১ শীবর্দী	২,২৮,১৯৪	৩০	২৭০	১৫	১০	২০	৬৫
১৭৯	শের- ৩ নলিতাবাড়ী	২,২৬,৩৩২	৩০	৩২৮	২০	০৭	১৫	৬৫
১৮০	ময়মন- ৬ গৌরীপুর	২,৪৭,৯৪৫	৩০	২৭৪	১৫	১৩	২০	৬৫
১৮১	নেত্র- ২ কলমাকান্দা	২,০৯,৩৬০	৩০	৩৭৭	২০	০৮	১৫	৬৫
১৮২	টাংগা- ১ গোপালপুর	২,৫২,৭৪৭	৩০	১৯৩	১৫	১০	২০	৬৫
১৮৩	টাংগা-১০ সখিপুর	২,২০,২৮১	৩০	৪৩০	২০	০৬	১৫	৬৫
১৮৪	টাংগা-১২ নাগরপুর	২,৩৮,৪২২	৩০	২৬৩	১৫	১১	২০	৬৫
১৮৫	কিশোর- ৫ করিমগঞ্জ	২,৩৭,১৫৫	৩০	২০১	১৫	১১	২০	৬৫
১৮৬	কিশোর- ৭ পাকুন্দিয়া	২,১০,৩৫৫	৩০	১৮১	১৫	১০	২০	৬৫
১৮৭	কিশোর- ৮ কটিয়াদি	২,৬৪,৫০১	৩০	২১৯	১৫	১০	২০	৬৫
১৮৮	গাজী- ১ কালিয়াকৈর	২,৩২,৯১৫	৩০	৩১৪	২০	০৯	১৫	৬৫
১৮৯	মানিক- ৪ মানিকগঞ্জ সদর	২,৩৭,৭৭১	৩০	২১৫	১৫	১৩	২০	৬৫
১৯০	মানিক- ৬ সিংগাইর	২,৩১,৬২৮	৩০	২১৭	১৫	১১	২০	৬৫
১৯১	ঢাকা- ৪ নওয়াবগঞ্জ	২,৬৯,১৮৯	৩০	২৪৫	১৫	১৪	২০	৬৫
১৯২	নরসিং- ১ মনোহরদি	২,৩০,০২৮	৩০	১৯৬	১৫	১১	২০	৬৫
১৯৩	নারায়ন- ২ আড়াইহাজার	২,৯৯,৮৫৫	৩০	১৮৩	১৫	১২	২০	৬৫
১৯৪	নারায়ন- ৩ সোনারগাঁও	২,৬১,৮৮১	৩০	১৭২	১৫	১১	২০	৬৫
১৯৫	মুন্সি- ১ শ্রীনগর	২,০৫,৭৯৭	৩০	২০৩	১৫	১৪	২০	৬৫
১৯৬	মুন্সি- ২ সিরাজদিখান	২,২৯,০৮৫	৩০	১৮০	১৫	১৪	২০	৬৫
১৯৭	মুন্সি- ৪ মুন্সিগঞ্জ সদর	২,৯৪,৮২৩	৩০	১৬১	১৫	১২	২০	৬৫
১৯৮	ফরিদ- ৭ ভাংগা	২,১৪,৭০২	৩০	২১৬	১৫	১২	২০	৬৫
১৯৯	মাদারী- ২ রাজৈর	২,০৪,৩৫৬	৩০	২২৯	১৫	১০	২০	৬৫
২০০	শরিয়ত- ৪ ভেদরগঞ্জ	২,০৭,২৫৮	৩০	২৬৭	১৫	১০	২০	৬৫
২০১	পিরোজ- ২ স্বরূপকাঠী	২,০২,৫২০	৩০	১৯৯	১৫	১০	২০	৬৫
২০২	পিরোজ- ৩ পিরোজপুর সদর	২,২৫,১৫৬	৩০	২৭৮	১৫	১৩	২০	৬৫
২০৩	ঝাল- ২ নলছিটি	২,০৩,৫৬৩	৩০	২৩৭	১৫	১৩	২০	৬৫
২০৪	ভোলা- ৫ লালমোহন	২,৫২,৪৯৭	৩০	৩৯৬	২০	০৯	১৫	৬৫
২০৫	সুনাম- ১ ধর্মপাশা	১,৬৪,১৩১	২০	৪৯৬	২৫	১০	২০	৬৫
২০৬	সিলেট- ৭ গোলাবগঞ্জ	২,২৯,০৭৪	৩০	২৭৮	১৫	১১	২০	৬৫
২০৭	হবি- ৪ হবিগঞ্জ সদর	২,২৫,৪৬৯	৩০	২৫৪	১৫	১৩	২০	৬৫
২০৮	হবি- ৭ মাধবপুর	২,৫০,০৬৯	৩০	২৯৪	১৫	১১	২০	৬৫
২০৯	ব্রাহ্মন- ২ সরাইল	২,৫৪,৪৮১	৩০	২৪০	১৫	১০	২০	৬৫
২১০	ব্রাহ্মন- ৬ বাঞ্ছারামপুর	২,৫৮,৩৭১	৩০	২১৭	১৫	১৩	২০	৬৫
২১১	ব্রাহ্মন- ৭ কসবা	২,৪৩,৮৩৩	৩০	২১০	১৫	১০	২০	৬৫
২১২	কুমিল্লা- ১ হোমনা	২,১১,৫৬৩	৩০	১৮০	১৫	১০	২০	৬৫
২১৩	কুমিল্লা- ৬ চান্দিনা	২,৬৯,৮৭৮	৩০	২০২	১৫	১২	২০	৬৫
২১৪	কুমিল্লা-১২ নাংগলকোট	২,৭৫,৯৮৫	৩০	২৩৬	১৫	১১	২০	৬৫
২১৫	চাঁদ- ২ কচুয়া	২,৯৩,৬৮৩	৩০	২৩৬	১৫	১২	২০	৬৫
২১৬	চাঁদ- ৪ হাজীগঞ্জ	২,৫৪,০৫৭	৩০	১৯০	১৫	১৩	২০	৬৫
২১৭	লক্ষ্মী- ১ রামগঞ্জ	২,৩৮,৩৩৩	৩০	১৬৯	১৫	১৩	২০	৬৫
২১৮	চট- ৯ আনোয়ারা	২,১৯,৪৪৬	৩০	১৭৪	১৫	১০	২০	৬৫
২১৯	কক্স- ৩ মহেশখালী	২,১৯,৫২০	৩০	৩৬২	২০	০৭	১৫	৬৫
২২০	কক্স- ৪ কক্সবাজার সদর	২,৫৩,৭৮৮	৩০	২২৮	১৫	১০	২০	৬৫

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)		জনসংখ্যা, ১৯৯১		আয়তন, ১৯৯১		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১		
			সংখ্যা	স্কোর (৫০)	পরিমাণ (কি:মি:)	স্কোর (২৫)	সংখ্যা	স্কোর (২৫)	মোট স্কোর (১০০)
২২১	পঞ্চগড়- ২	পঞ্চগড় সদর	১,৯৩,১৯৮	২০	৩৪৭	২০	১৩	২০	৬০
২২২	পঞ্চগড়- ৪	বোদা	১,৬৮,২৫৮	২০	৩৪৯	২০	১৯	২০	৬০
২২৩	পঞ্চগড়- ৫	দেবীগঞ্জ	১,৫৯,৯০২	২০	৩০৯	২০	১০	২০	৬০
২২৪	ঠাকুর- ৫	পীরগঞ্জ	১,৮৩,২৯২	২০	৩৫৩	২০	১৩	২০	৬০
২২৫	নীল- ২	ডিমলা	১,৮৭,৬৯৬	২০	৩২৭	২০	১০	২০	৬০
২২৬	রংপুর- ৭	পীরগাছা	২,৫৬,৫৭৩	৩০	২৬৫	১৫	০৯	১৫	৬০
২২৭	গাই- ৪	পলাশবাড়ী	২,১০,৮০৬	৩০	১৯১	১৫	০৯	১৫	৬০
২২৮	নওগাঁ- ৪	পত্নীতলা	১,৯৮,১৬৪	২০	৩৮২	২০	১১	২০	৬০
২২৯	রাজশাহী- ৫	পবা	২,১৩,৩৭৯	৩০	২৮০	১৫	০৯	১৫	৬০
২৩০	সিরাজ- ৩	রায়গঞ্জ	২,২৫,০২৮	৩০	২৬৮	১৫	০৯	১৫	৬০
২৩১	সিরাজ- ৭	বেলকুচি	২,৪৫,১৬৪	৩০	১৬৪	১৫	০৬	১৫	৬০
২৩২	চুয়া- ৩	চুয়াডাংগা সদর	২,২৩,২৪৭	৩০	২৯০	১৫	০৯	১৫	৬০
২৩৩	যশোর- ৭	অভয়নগর	২,০৪,৬৫৪	৩০	২৪৭	১৫	০৮	১৫	৬০
২৩৪	যশোর- ৮	কেশবপুর	২,০০,২২৯	৩০	২৫৯	১৫	০৯	১৫	৬০
২৩৫	সাত- ১	কলারোয়া	১,৯০,৭২১	২০	২৩৩	১৫	১৫	২৫	৬০
২৩৬	খুলনা- ৮	দাকোপ	১,৪৩,১৩১	২০	৯৯২	২৫	০৯	১৫	৬০
২৩৭	খুলনা- ৯	কয়রা	১,৬৫,৪৭৩	২০	১৭৭৫	২৫	০৭	১৫	৬০
২৩৮	বাগের- ৬	রামপাল	১,৬৭,০৭০	২০	৩৩৫	২০	১১	২০	৬০
২৩৯	বাগের- ৭	মংলা	১,৩৭,৯৪৭	২০	১৪৬১	২৫	০৯	১৫	৬০
২৪০	জামাল- ৫	মাদারগঞ্জ	২,০১,৯৯৫	৩০	২২৫	১৫	০৭	১৫	৬০
২৪১	নরসিং- ২	শিবপুর	২,৩৭,২৪৬	৩০	২০৭	১৫	০৯	১৫	৬০
২৪২	বরি- ৪	হিজলা	১,৬৬,২৬৫	২০	৫১৫	২৫	০৬	১৫	৬০
২৪৩	বরি- ৫	উজিরপুর	২,২৭,১১৫	৩০	২৪৮	১৫	০৯	১৫	৬০
২৪৪	ভোলা- ৩	বোরহানউদ্দিন	২,০৮,৪৭৮	৩০	২৮৫	১৫	০৯	১৫	৬০
২৪৫	ভোলা- ৪	তজুমুদ্দিন	১,১৬,৮২২	২০	৫১৩	২৫	০৫	১৫	৬০
২৪৬	পটুয়া- ৬	কলাপাড়া	১,৭৪,৯২১	২০	৪৮৩	২৫	০৯	১৫	৬০
২৪৭	সিলেট- ২	গোয়াইনঘাট	১,৬৯,৯৩৭	২০	৪৮৬	২৫	০৮	১৫	৬০
২৪৮	মৌলভী- ৬	কমলগঞ্জ	১,৯১,৬৭২	২০	৪৮৫	২৫	০৯	১৫	৬০
২৪৯	কুমিল্লা- ৭	বুড়িচং	২,২৮,৪৭৯	৩০	১৬৪	১৫	০৮	১৫	৬০
২৫০	লক্ষী- ২	রায়পুর	২,১৩,৫৭৩	৩০	২০১	১৫	০৭	১৫	৬০
২৫১	নোয়া- ৩	সেনবাগ	২,১৬,৩০৯	৩০	১৫৬	১৫	০৯	১৫	৬০
২৫২	নোয়া- ৫	কোম্পানীগঞ্জ	১,৮৩,৩৫১	২০	৩০৫	২০	১১	২০	৬০
২৫৩	ফেণী- ২	দাগনভূইয়া	২,০৪,৯৭৫	৩০	১৬৬	১৫	০৮	১৫	৬০
২৫৪	ফেণী- ৫	সোনাগাজী	২,১৫,১২২	৩০	২৩৫	১৫	০৯	১৫	৬০
২৫৫	চট-১৪	লোহাগড়া	২,০৩,৪৫৩	৩০	২৫৯	১৫	০৯	১৫	৬০
২৫৬	দিনাজ- [illegible]	ফুলবাড়ী	১,২৯,৪৩৫	২০	২৩০	১৫	১০	২০	৫৫
২৫৭	দিনাজ-১১	নওয়াবগঞ্জ	১,৭০,৩০১	২০	৩১৫	২০	০৯	১৫	৫৫
২৫৮	নীল- ১	ডোমার	১,৭৫,৫০৭	২০	২৫১	১৫	১০	২০	৫৫
২৫৯	লাল- ২	হাতীবান্ধা	১,৭২,৪১৭	২০	২৮৮	১৫	১০	২০	৫৫
২৬০	কুড়ি- ১	ভুরুংগামারী	১,৭৬,৮২২	২০	২৩৬	১৫	১০	২০	৫৫
২৬১	গাই- ৫	ফুলছড়ি	১,২৮,৮৪৫	২০	৩০৭	২০	০৭	১৫	৫৫
২৬২	নওগাঁ- ২	ধামুরহাট	১,৫১,৮৭৫	২০	৩০১	২০	০৮	১৫	৫৫
২৬৩	নওগাঁ- ৭	নিয়ামতপুর	১,৯৩,১৯৭	২০	৪৪৯	২০	০৮	১৫	৫৫
২৬৪	নওয়াব- ২	গোমস্তাপুর	১,৯১,৯৭২	২০	৩১৮	২০	০৮	১৫	৫৫
২৬৫	যশোর- ১	চৌগাছা	১,৮১,৮২৯	২০	২৬৯	১৫	১১	২০	৫৫

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)		জনসংখ্যা, ১৯৯১		আয়তন, ১৯৯১		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১		মোট
			সংখ্যা	স্কোর (৫০)	পরিমাণ (কি:মি:)	স্কোর (২৫)	সংখ্যা	স্কোর (২৫)	স্কোর (১০০)
২৬৬	বাগের- ৯	শরণখোলা	১,০৭,৮৫৬	২০	৭৫৭	২৫	০৪	১০	৫৫
২৬৭	নেত্র - ৬	মোহনগন্জ	১,২৯,৪১৫	২০	২৪৩	১৫	১০	২০	৫৫
২৬৮	কিশোর- ২	ইটনা	১,৩২,৯৪৮	২০	৪০২	২০	০৮	১৫	৫৫
২৬৯	কিশোর-১০	অষ্টগ্রাম	১,৩২,৩০৩	২০	৩৫৬	২০	০৭	১৫	৫৫
২৭০	কিশোর-১১	বাজিতপুর	১,৯৭,০৮১	২০	১৯৪	১৫	১৩	২০	৫৫
২৭১	মানিক- ৭	হরিরামপুর	১,৫৬,৩২৬	২০	২৪৫	১৫	১৩	২০	৫৫
২৭২	নারায়ন- ৪	বন্দর	২,১২,৫৭২	৩০	৫৬	১০	০৯	১৫	৫৫
২৭৩	মুন্সি- ৩	টংগীবাড়ী	১,৭৬,৮৮১	২০	১৫০	১৫	১২	২০	৫৫
২৭৪	ফরিদ- ৪	বোয়ালমারী	১,৯০,১৫৯	২০	২৭২	১৫	১১	২০	৫৫
২৭৫	শরিয়ত- ১	জাজিরা	১,৫৭,৩১৬	২০	২৪০	১৫	১২	২০	৫৫
২৭৬	শরিয়ত- ৩	শরিয়তপুর সদর	১,৬১,৯৬২	২০	১৭৫	১৫	১৩	২০	৫৫
২৭৭	ঝাল- ১	ঝালকাঠী সদর	১,৯৫,৬১৯	২০	২০৪	১৫	১২	২০	৫৫
২৭৮	ভোলা- ২	দৌলতখান	১,৫৩,৪৫৮	২০	৩১৭	২০	০৯	১৫	৫৫
২৭৯	পটুয়া- ৪	দশমিনা	১,০৬,৫৩৯	২০	৩৫২	২০	০৬	১৫	৫৫
২৮০	বরগুনা- ৩	পাথরঘাটা	১,৩৪,৬৩৫	২০	৩৮৭	২০	০৭	১৫	৫৫
২৮১	সুনাম- ২	তাহেরপুর	১,৩৩,৫৬৯	২০	৩১৪	২০	০৭	১৫	৫৫
২৮২	সুনাম- ৫	জামালগন্জ	১,০৭,৭৭১	২০	৩৩৯	২০	০৫	১৫	৫৫
২৮৩	সুনাম- ৮	দেরাই	১,৮৫,২৮৪	২০	৪২১	২০	০৯	১৫	৫৫
২৮৪	সুনাম- ৯	জগন্নাথপুর	১,৮৮,১৩৯	২০	৩৬৮	২০	০৯	১৫	৫৫
২৮৫	সিলেট- ৫	কানাইঘাট	১,৭৮,৬১৪	২০	৪১২	২০	০৯	১৫	৫৫
২৮৬	সিলেট- ৮	বিয়ানীবাজার	১,৮১,৫৪৭	২০	২৫৩	১৫	১১	২০	৫৫
২৮৭	মৌলভী- ৩	রাজনগর	১,৭৪,২৮০	২০	৩৩৮	২০	০৮	১৫	৫৫
২৮৮	ফেণী- ১	পরশুরাম	১,৭৬,৭৩১	২০	১৯৭	১৫	১০	২০	৫৫
২৮৯	চট-১১	চন্দনাইশ	১,৭২,৮৪৩	২০	২০২	১৫	১০	২০	৫৫
২৯০	কক্স- ৫	রামু	১,৬৭,৪৮০	২০	৩৯২	২০	০৯	১৫	৫৫
২৯১	কক্স- ৭	টেকনাফ	১,৫২,৫৫৭	২০	৩৮৯	২০	০৬	১৫	৫৫
২৯২	পন্চগ- ৩	আতওয়ারী	১,০৩,৯০৬	২০	২১০	১৫	০৬	১৫	৫০
২৯৩	ঠাকুর- ১	বালিয়াডাংগী	১,৪৭,১৬৩	২০	২৮৪	১৫	০৮	১৫	৫০
২৯৪	ঠাকুর- ৩	হরিপুর	১,০১,৬৫৮	২০	২০১	১৫	০৬	১৫	৫০
২৯৫	ঠাকুর- ৪	রানী সংকাইল	১,৫৬,১০৭	২০	২৮৮	১৫	০৫	১৫	৫০
২৯৬	দিনাজ- ২	খানসামা	১,২৩,৭৮২	২০	১৮০	১৫	০৬	১৫	৫০
২৯৭	দিনাজ- ৩	বোচাগন্জ	১,৩৫,৩৭৬	২০	২২৫	১৫	০৬	১৫	৫০
২৯৮	দিনাজ- ৪	কাহারোল	১,১৮,৩৭৯	২০	২০৬	১৫	০৬	১৫	৫০
২৯৯	দিনাজ-১০	বিরামপুর	১,৩৪,৭৭৮	২০	২১২	১৫	০৭	১৫	৫০
৩০০	নীল- ৬	সৈয়দপুর	১,৯৯,৪২২	২০	১২২	১০	১০	২০	৫০
৩০১	লাল- ১	পাটগ্রাম	১,৫৫,৯১৩	২০	২৬২	১৫	০৬	১৫	৫০
৩০২	লাল- ৩	কালিগন্জ	১,৮৭,৪৯৪	২০	২৩৭	১৫	০৮	১৫	৫০
৩০৩	লাল- ৪	আদিতমারী	১,৭৬,৭৬০	২০	১৯৫	১৫	০৮	১৫	৫০
৩০৪	রংপুর- ১	গংগাছড়া	১,৯২,৩৩৬	২০	২১০	১৫	০৮	১৫	৫০
৩০৫	কুড়ি- ২	ফুলবাড়ী	১,২৯,৬৬৮	২০	১৬৪	১৫	০৬	১৫	৫০
৩০৬	কুড়ি- ৪	রাজারহাট	১,৫৮,৬৪৮	২০	১৬৬	১৫	০৭	১৫	৫০
৩০৭	কুড়ি- ৭	চিলমারী	১,০০,৫১৬	২০	২২৫	১৫	০৬	১৫	৫০

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)		জনসংখ্যা, ১৯৯১		আয়তন, ১৯৯১		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১		মোট
			সংখ্যা	স্কোর (৫০)	পরিমাণ (কি:মি:)	স্কোর (২৫)	সংখ্যা	স্কোর (২৫)	স্কোর (১০০)
৩০৮	কুড়ি- ৮	রৌমারী	১,৩৭,০৪০	২০	১৯৮	১৫	০৫	১৫	৫০
৩০৯	জয়পুর- ১	পাঁচবিবি	১,৯৩,৩৬৫	২০	২৭৯	১৫	০৮	১৫	৫০
৩১০	জয়পুর- ৩	কালাই	১,১৪,১৮৩	২০	১৬৬	১৫	০৫	১৫	৫০
৩১১	বগুড়া- ৩	ধুপচাচিয়া	১,৪৯,১১২	২০	১৬২	১৫	০৬	১৫	৫০
৩১২	বগুড়া- ৪	কাহালু	১,৮৩,২৩০	২০	২৩৮	১৫	০৯	১৫	৫০
৩১৩	বগুড়া- ৮	আদমদিঘী	১,৭০,৩২৬	২০	১৬৯	১৫	০৯	১৫	৫০
৩১৪	বগুড়া- ৯	নন্দিগ্রাম	১,৪৭,৫৫৭	২০	২৬৫	১৫	০৫	১৫	৫০
৩১৫	নওগাঁ- ১	শাপাহার	১,১৫,৩২০	২০	২৪৪	১৫	০৬	১৫	৫০
৩১৬	নওগাঁ- ৬	বাদলগাছি	১,৭৬,০১০	২০	২১৪	১৫	০৮	১৫	৫০
৩১৭	নওগাঁ-১০	রানীনগর	১,৫৮,২৪৪	২০	২৫৮	১৫	০৮	১৫	৫০
৩১৮	নওগাঁ-১১	আত্রাই	১,৬৬,৯৭৮	২০	২৮৪	১৫	০৮	১৫	৫০
৩১৯	রাজশাহী- ১	তানোর	১,৩৮,০১৫	২০	২৯৫	১৫	০৬	১৫	৫০
৩২০	রাজশাহী- ২	মোহনপুর	১,২৬,৩৯৬	২০	১৬৩	১৫	০৬	১৫	৫০
৩২১	রাজশাহী- ৬	দুর্গাপুর	১,৩৭,৬৪০	২০	১৯৫	১৫	০৭	১৫	৫০
৩২২	রাজশাহী- ৭	পুঁঠিয়া	১,৫৯,৪০৫	২০	১৯৩	১৫	০৬	১৫	৫০
৩২৩	রাজশাহী- ৮	চারঘাট	১,৬৩,৮৬২	২০	১৬৫	১৫	০৬	১৫	৫০
৩২৪	রাজশাহী- ৯	বগা	১,৫৩,৯৩১	২০	১৮৪	১৫	০৬	১৫	৫০
৩২৫	নাটোর- ৩	গুরুদাসপুর	১,৭৩,২৭৬	২০	১৯৯	১৫	০৯	১৫	৫০
৩২৬	সিরাজ- ২	তারাশ	১,৩৫,৪৩৫	২০	২৯৭	১৫	০৮	১৫	৫০
৩২৭	সিরাজ- ৯	চৌহালী	১,০৮,৪৫৯	২০	২৪৪	১৫	০৫	১৫	৫০
৩২৮	পাবনা- ৫	আটঘরিয়া	১,২৪,৪৫৪	২০	১৮৬	১৫	০৫	১৫	৫০
৩২৯	কুষ্টি- ২	ভেড়ামারা	১,৪৪,২২১	২০	১৫৪	১৫	০৯	১৫	৫০
৩৩০	ঝিনাই- ১	হরিনাকুন্ড	১,৬২,০৭৮	২০	২২৭	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৩১	ঝিনাই- ৪	কোটচাঁদপুর	১,০৭,১৯৩	২০	১৬৬	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৩২	মাগুরা- ১	শীপুর	১,৪৪,৪৭১	২০	১৭৯	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৩৩	মাগুড়া- ৩	শালিকা	১,৩২,২৯১	২০	২২৯	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৩৪	মাগুড়া- ৪	মোহাম্মদপুর	১,৬০,৩৪০	২০	২৩৪	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৩৫	যশোর- ৩	বাঘেরপাড়া	১,৬৮,৯৩৫	২০	২৭১	১৫	০৯	১৫	৫০
৩৩৬	খুলনা- ৩	তেরখাদা	১,০২,৯৭২	২০	১৮৯	১৫	০৬	১৫	৫০
৩৩৭	খুলনা- ৬	বটিয়াঘাটা	১,২৮,১৮৪	২০	২৪৮	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৩৮	বাগের- ১	মোল্লাহাট	১,১৬,৭২৯	২০	১৮৮	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৩৯	বাগের- ২	চিতলমারী	১,২৭,৫২৪	২০	১৯২	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৪০	বাগের- ৩	ফকিরহাট	১,২৩,৯৫৬	২০	১৬১	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৪১	জামাল- ১	দেওয়ানগঞ্জ	১,৯৩,১৮২	২০	২৬৭	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৪২	জামাল- ২	বকসীগঞ্জ	১,৫৭,৪০৩	২০	২০৪	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৪৩	শের- ৫	নাকলা	১,৬২,৯৫২	২০	১৭৫	১৫	০৯	১৫	৫০
৩৪৪	ময়মন- ২	ধুবাউড়া	১,৫৭,০২৭	২০	২৫১	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৪৫	নেত্র - ১	দুর্গাপুর	১,৬৯,১৩৫	২০	২৯৩	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৪৬	নেত্র - ৫	বারহাটা	১,৪২,১৭৪	২০	২২২	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৪৭	নেত্র - ৭	আটপাড়া	১,২০,৪৯১	২০	১৯৫	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৪৮	নেত্র - ৯	মদন	১,১৭,৬১৩	২০	২২৬	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৪৯	টাংগা- ৩	ভুয়াপুর	১,৭৭,০৯৫	২০	২২৫	১৫	০৬	১৫	৫০
৩৫০	টাংগা- ৭	দেলদুয়ার	১,৭৫,৬৮৪	২০	১৮৫	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৫১	টাংগা- ৮	বাসাইল	১,৪৮,৫৫৫	২০	১৫৮	১৫	০৬	১৫	৫০
৩৫২	কিশোর- ৬	মিটামইন	১,০৮,২০৪	২০	২২৩	১৫	০৬	১৫	৫০

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)		জনসংখ্যা, ১৯৯১ সংখ্যা	জনসংখ্যা, ১৯৯১ স্কোর (৫০)	আয়তন, ১৯৯১ পরিমাণ (কি:মি:)	আয়তন, ১৯৯১ স্কোর (২৫)	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১ সংখ্যা	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১ স্কোর (২৫)	মোট স্কোর (১০০)
৩৫৩	কিশোর-৯	নিকলি	১,১০,৯১২	২০	২১৪	১৫	০৬	১৫	৫০
৩৫৪	কিশোর-১৩	ভৈরব	১,৯২,৪৪৮	২০	১৩৯	১০	১১	২০	৫০
৩৫৫	মানিক-১	দৌলতপুর	১,৩৮,৬০৬	২০	২১৬	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৫৬	মানিক-৫	শিবালয়	১,৪৩,৮৪২	২০	১৯৯	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৫৭	গাজী-৫	কালিগঞ্জ	১,৭৫,৯১৫	২০	১৫৯	১৫	০৬	১৫	৫০
৩৫৮	ঢাকা-৫	দোহার	১,৭৫,৮৪২	২০	১৬১	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৫৯	মুন্সি-৬	লৌহজং	১,৫৩,৪৩৩	২০	১৩০	১০	১২	২০	৫০
৩৬০	রাজবাড়ী-২	বালিয়াকান্দি	১,৬৩,১৯১	২০	২৪৩	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৬১	ফরিদ-১	মধুখালী	১,৬৫,৪৩৮	২০	২৩০	১৫	০৯	১৫	৫০
৩৬২	ফরিদ-৬	সদরপুর	১,৭২,০৫৯	২০	২৯০	১৫	০৯	১৫	৫০
৩৬৩	শরিয়ত-৬	গোশাইরহাট	১,১৫,৮৮২	২০	১৬৮	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৬৪	পিরোজ-১	নাজিরপুর	১,৬৬,০১৪	২০	২৩৪	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৬৫	পিরোজ-৫	ভান্ডারিয়া	১,৪৫,২৩৩	২০	১৬৪	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৬৬	ঝাল-৩	রাজাপুর	১,৪৩,৬৫৯	২০	১৬৪	১৫	০৬	১৫	৫০
৩৬৭	ঝাল-৪	কাঠালিয়া	১,২৩,২৯৮	২০	১৫২	১৫	০৬	১৫	৫০
৩৬৮	বরি-১	আগৈলঝড়া	১,৪৭,৩৪৩	২০	১৬২	১৫	০৫	১৫	৫০
৩৬৯	বরি-৩	মুলাদী	১,৭১,৯৪৮	২০	২৬১	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৭০	বরি-৬	বাবুগঞ্জ	১,৩৫,৯০৫	২০	১৬৫	১৫	০৬	১৫	৫০
৩৭১	বরি-৮	বানরীপাড়া	১,৪৩,৮২৫	২০	১৩৪	১০	১১	২০	৫০
৩৭২	পটুয়া-২	মির্জাগঞ্জ	১,১০,৭৬৩	২০	১৭৫	১৫	০৬	১৫	৫০
৩৭৩	বরগুণা-১	বেতাগী	১,১০,৯২৬	২০	১৬৮	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৭৪	সুনাম-৪	দোয়ারাবাজার	১,৫৭,২৪০	২০	২৮১	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৭৫	সিলেট-৬	বিশ্বনাথ	১,৬৯,৭৩০	২০	২১৫	১৫	০৮	১৫	৫০
৩৭৬	সিলেট-৯	জাকিগঞ্জ	১,৭৪,০৩৮	২০	২৮৭	১৫	০৯	১৫	৫০
৩৭৭	হবি-৫	লাখাই	১,১০,৩১৯	২০	১৯৭	১৫	০৬	১৫	৫০
৩৭৮	হবি-৬	বাহুবল	১,৩৭,৪০২	২০	২৫১	১৫	০৭	১৫	৫০
৩৭৯	চাঁদ-৫	শাহরাস্তি	১,৮০,৬৪৩	২০	১৫৪	১৫	০৯	১৫	৫০
৩৮০	চাঁদ-৬	হাইমচর	১,১৩,৩০৬	২০	১৭৪	১৫	০৬	১৫	৫০
৩৮১	চট-৮	বোয়ালখালী	১,৯৫,৬০৭	২০	১৩৮	১০	১০	২০	৫০
৩৮২	কক্স-৬	উখিয়া	১,২১,৫১৪	২০	২৬২	১৫	০৫	১৫	৫০
৩৮৩	খাগ-১	দিঘিনালা	৫০,৯৩৩	১০	৬৯৪	২৫	০৫	১৫	৫০
৩৮৪	খাগ-৪	মাটিরাংগা	৭১,৯৪৯	১০	৪৯৫	২৫	০৭	১৫	৫০
৩৮৫	রাংগা-১	বাঘাইছড়ি	৫৭,৩৮০	১০	১৯৩১	২৫	০৭	১৫	৫০
৩৮৬	রাংগা-৪	বরকল	২৮,৮৩৯	১০	৭৬১	২৫	০৫	১৫	৫০
৩৮৭	রাংগা-৬	রাংগামাটি সদর	৭৬,৭৩২	১০	৫৪৬	২৫	০৯	১৫	৫০
৩৮৮	বান্দর-১	বান্দরবন সদর	৪৯,৭১১	১০	৫০২	২৫	০৮	১৫	৫০
৩৮৯	বান্দর-৪	লামা	৬৪,৭১৭	১০	৬৭২	২৫	০৫	১৫	৫০
৩৯০	রংপুর-২	তারাগঞ্জ	১,০৫,৩৯৩	২০	১২৯	১০	০৫	১৫	৪৫
৩৯১	রংপুর-৪	কাউনিয়া	১,৮৪,৯৯৭	২০	১৪৮	১০	০৯	১৫	৪৫
৩৯২	জয়পুর-৪	ক্ষেতলাল	১,০৬,১৪৬	২০	১৪৩	১০	০৫	১৫	৪৫
৩৯৩	জয়পুর-৫	আক্কেলপুর	১,২৬,০৪৬	২০	১৩৯	১০	০৫	১৫	৪৫
৩৯৪	বগুড়া-২	সোনাতলা	১,৪৬,০২৮	২০	১৩৩	১০	০৬	১৫	৪৫
৩৯৫	পাবনা-৩	ফরিদপুর	১,১১,৪৬৪	২০	১৪৫	১০	০৬	১৫	৪৫
৩৯৬	চুয়া-৪	জীবননগর	১,২৫,১০২	২০	১৯৯	১৫	০৪	১০	৪৫
৩৯৭	খুলনা-৪	রুপসা	১,৫০,১৮৫	২০	১২০	১০	০৫	১৫	৪৫

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)		জনসংখ্যা, ১৯৯১		আয়তন, ১৯৯১		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১		মোট স্কোর (১০০)
			সংখ্যা	স্কোর (৫০)	পরিমাণ (কি:মি:)	স্কোর (২৫)	সংখ্যা	স্কোর (২৫)	
৩৯৮	শের- ২	ঝিনাইগাতি	১,৩৯,৭৩২	২০	২৩১	১৫	০৪	১০	৪৫
৩৯৯	কিশোর- ১	তড়াইল	১,৩৮,৪৮৮	২০	১৪১	১০	০৭	১৫	৪৫
৪০০	কিশোর- ৩	হোসেনপুর	১,৪৮,০২৮	২০	১২১	১০	০৬	১৫	৪৫
৪০১	কিশোর-১২	কুলিয়ারচর	১,৩৩,৩২৭	২০	১০৪	১০	০৭	১৫	৪৫
৪০২	মানিক- ২	সাটুরিয়া	১,৪০,[illegible]১৫	২০	১৪০	১০	০৯	১৫	৪৫
৪০৩	মানিক- ৩	ঘিওর	১,২৭,৫২১	২০	১৪৬	১০	০৭	১৫	৪৫
৪০৪	নরসিং- ৩	বেলাবো	১,৪৫,৭০৮	২০	১১৮	১০	০৭	১৫	৪৫
৪০৫	নরসিং- ৪	পলাশ	১,৭৪,০৪০	২০	৯৪	১০	০৫	১৫	৪৫
৪০৬	সুনাম- ৫	গজারিয়া	১,২৮,৩৬৮	২০	১৩১	১০	০৮	১৫	৪৫
৪০৭	বরি- ২	গৌরনদী	১,৭১,৬০২	২০	১৪৪	১০	০৭	১৫	৪৫
৪০৮	সুনাম- ৬	বিশ্বম্ভরপুর	১,০৬,১৮২	২০	১৯৪	১৫	০৩	১০	৪৫
৪০৯	বাক্ষন- ৫	আখাউড়া	১,১২,৯৮২	২০	৯৯	১০	০৫	১৫	৪৫
৪১০	কুমিল্লা- ৫	বাক্ষনপাড়া	১,৬১,৯০৬	২০	১২৯	১০	০৮	১৫	৪৫
৪১১	নোয়া- ১	চাটখিল	১,৯৪,১৮৫	২০	১৩৪	১০	০৯	১৫	৪৫
৪১২	ফেণী- ৪	ছাগলনাইয়া	১,৫৪,১১৬	২০	১৩৩	১০	০৬	১৫	৪৫
৪১৩	রাংগা- ২	লাংগাদু	৫৪,৪৯০	১০	৩৮৯	২০	০৭	১৫	৪৫
৪১৪	রাংগা- ৭	জুরাইছড়ি	১১,৬২১	১০	৬০৬	২৫	০৪	১০	৪৫
৪১৫	রাংগা-১০	বিলাইছড়ি	১৭,৯৭৩	১০	৭৪৬	২৫	০৩	১০	৪৫
৪১৬	বান্দর- ৩	রুমা	১৯,০০১	১০	৪৯২	২৫	০৪	১০	৪৫
৪১৭	বান্দর- ৫	থানচি	১৬,১০৪	১০	১০২১	২৫	০৪	১০	৪৫
৪১৮	বান্দর- ৬	আলীকদম	২৪,৭৮২	১০	৮৮৬	২৫	০২	১০	৪৫
৪১৯	বান্দর- ৭	নাইক্ষংছড়ি	৩৮,৩৫০	১০	৪৬৪	২৫	০৪	১০	৪৫
৪২০	পঞ্চগড়- ১	তেতুলিয়া	৮৬,৭৬০	১০	১৮৯	১৫	০৭	১৫	৪০
৪২১	নওগাঁ- ৩	পরশা	৯৭,২৭৯	১০	২৫৩	১৫	০৬	১৫	৪০
৪২২	নাটোর- ৪	বাঘাতিপাড়া	১,০৭,৯৪৪	২০	১৩৯	১০	০৪	১০	৪০
৪২৩	সিরাজ- ৬	কামারকান্দ	১,০৫,৯৯৭	২০	৯২	১০	০৪	১০	৪০
৪২৪	সাত- ৪	দেববহাটা	৯৯,০৬৮	১০	১৭৬	১৫	০৫	১৫	৪০
৪২৫	খুলনা- ২	দিঘলিয়া	১,০৭,৮৪০	২০	৭৭	১০	০৪	১০	৪০
৪২৬	নেত্র -১০	খালিয়াজুরি	৭৫,৮০১	১০	২৯৮	১৫	০৬	১৫	৪০
৪২৭	ভোলা- ৭	মনপুরা	৫১,৩৬১	১০	৩৭৩	২০	০৩	১০	৪০
৪২৮	হবি- ১	আজমিরিগঞ্জ	৮৬,৮১০	১০	২২৪	১৫	০৫	১৫	৪০
৪২৯	কক্স- ১	কুতুবদিয়া	৯৫,০৫৫	১০	২১৬	১৫	০৬	১৫	৪০
৪৩০	খাগ- ২	পানছড়ি	২৬,৩১৯	১০	৩৩৪	২০	০৪	১০	৪০
৪৩১	খাগ- ৩	খাগড়াছড়ি সদর	৬১,৩০৬	১০	২৯৮	১৫	০৮	১৫	৪০
৪৩২	খাগ- ৬	মহালছড়ি	৩২,৬০৯	১০	২৪৯	১৫	০৫	১৫	৪০
৪৩৩	রাংগা- ৩	নানেরচর	৩৪,৫৬১	১০	৩৯৪	২০	০৪	১০	৪০
৪৩৪	রাংগা- ৫	কাউখালী	৪২,৪০৯	১০	৩৩৯	২০	০৪	১০	৪০
৪৩৫	বান্দর- ২	রোয়াংছড়ি	১৭,৯০৪	১০	৪৪৩	২০	০৪	১০	৪০
৪৩৬	নওয়াব- ৩	নাচোল	৯৭,১১৯	১০	২৮৪	১৫	০৪	১০	৩৫
৪৩৭	পাবনা- ২	ভাংগুরা	৮১,৬২৪	১০	১২০	১০	০৫	১৫	৩৫
৪৩৮	বাগের- ৫	কচুয়া	৯৩,২৪৯	১০	১৩২	১০	০৭	১৫	৩৫
৪৩৯	ফরিদ- ৮	আলফাডাংগা	৯০,৮৭৩	১০	১৩৬	১০	০৬	১৫	৩৫
৩৪০	শরিয়ত- ৫	ডামুড্যা	৯৫,৬৫৯	১০	৯২	১০	০৭	১৫	৩৫
৪৪১	গোপাল- ৫	টংগীপাড়া	৮৮,১০২	১০	১২৭	১০	০৫	১৫	৩৫
৪৪২	পিরোজ- ৪	কাউখালী	৭০,৩৪৭	১০	৮০	১০	০৫	১৫	৩৫

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)		জনসংখ্যা, ১৯৯১		আয়তন, ১৯৯১		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১		মোট
	—		সংখ্যা	স্কোর (৫০)	পরিমাণ (কি:মি:)	স্কোর (২৫)	সংখ্যা	স্কোর (২৫)	স্কোর (১০০)
৪৪৩	সুনাম-১০	সুল্লা	৮৯,৯৪১	১০	২৬১	১৫	০৪	১০	৩৫
৪৪৪	সিলেট- ১	কোম্পানীগঞ্জ	৮৫,১৬৯	১০	২৭৯	১৫	০৩	১০	৩৫
৪৪৫	সিলেট- ৩	জৈয়ন্তপুর	৯৮,২৭০	১০	২৫৯	১৫	০৩	১০	৩৫
৪৪৬	খাগ- ৫	রামগড়	৪৪,২১৭	১০	২৪১	১৫	০৩	১০	৩৫
৪৪৭	খাগ- ৭	মানিকছড়ি	৩৮,৪৭৯	১০	১৬৮	১৫	০২	১০	৩৫
৪৪৮	খাগ- ৮	লক্ষীছড়ি	১৬,৬৭৬	১০	২২০	১৫	০৩	১০	৩৫
৪৪৯	রাংগা- ৮	কাপ্তাই	৬০,১৮৫	১০	২৫৯	১৫	০৪	১০	৩৫
৪৫০	দিনাজ-১২	হাকিমপুর	৬৬,৮৭৫	১০	১০০	১০	০৪	১০	৩০
৪৫১	দিনাজ-১৩	ঘোড়াঘাট	৮৪,২৭৯	১০	১৪৯	১০	০৪	১০	৩০
৪৫২	কুড়ি- ৯	চররাজিবপুর	৫৮,০৪৯	১০	১১১	১০	০৩	১০	৩০
৪৫৩	নওয়াব- ১	ভোলাহাট	৭০,৫০৭	১০	১২৪	১০	০৪	১০	৩০
৪৫৪	কুষ্টি- ৬	খোকসা	৯৩,৩৭১	১০	৯৯	১০	০৩	১০	৩০
৪৫৫	খুলনা- ১	ফুলতলা	৬৭,৯৩০	১০	৫৭	১০	০৩	১০	৩০
৪৫৬	রাজবাড়ী- ৪	গোয়ালন্দঘাট	৯১,৬৭৫	১০	১৪৯	১০	০৪	১০	৩০
৪৫৭	ফরিদ- ৩	চরভদ্রাশন	৬৯,৮৭৬	১০	১৪২	১০	০৪	১০	৩০
৪৫৮	বরগুণা- ২	বামনা	৬৫,৯৬৫	১০	১০১	১০	০৪	১০	৩০
৪৫৯	সিলেট-১১	ফেন্চুগঞ্জ	৮১,৬০৫	১০	১১৪	১০	০৩	১০	৩০
৪৬০	রাংগা- ৯	রাজস্হলী	১৭,১৯৮	১০	১৪৫	১০	০৩	১০	৩০

84222

ARC#09/cthana.wks/13-04-1996.

LIBRARY
Bangladesh public Administration
Training Centre
Savar.Dhaka.

মেট্রোপলিটন থানা সমূহের (২৬টি) শ্রেণী বিন্যাস ।

ক্রমিক নং	কোড নম্বর সহ থানার নাম (মানের ক্রমানুসারে)		জনসংখ্যা, ১৯৯১		আয়তন, ১৯৯১		ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ১৯৯১		মোট
			সংখ্যা	স্কোর (৫০)	পরিমাণ (কি:মি:)	স্কোর (২৫)	সংখ্যা	স্কোর (২৫)	স্কোর (১০০)
০১	ঢাকা- ২	মিরপুর (পল্লবী)	৬,৪১,৬৩০	৫০	৫৯	২৫	১০	২০	৯৫
০২	ঢাকা-১৪	ডেমরা	৫,২১,১৬০	৫০	৪৭	২৫	০৭	১৫	৯০
০৩	রাজশাহী- ১	বোয়ালিয়া (রাজপাড়া, মতিহার, শাহমখদুম)	২,৯৪,০৫৬	৩০	৯৭	২৫	৩০	২৫	৮০
০৪	ঢাকা-১১	লালবাগ	৪,০১,৩৮৭	৫০	০৯	১০	১১	২০	৮০
০৫	চট- ৪	ডবলমুরিং	৩,১৯,৯৪৫	৪০	২৭	২০	০৯	১৫	৭৫
০৬	ঢাকা- ৪	গুলশান	২,৮১,৩৩৭	৩০	৫৪	২৫	০৬	১৫	৭০
০৭	ঢাকা- ৫	মোহাম্মদপুর	৩,১৬,২০৩	৪০	১২	১৫	০৬	১৫	৭০
০৮	ঢাকা- ৭	সবুজবাগ	৩,৫৪,৯৮৯	৪০	১৮	১৫	০৮	১৫	৭০
০৯	ঢাকা-১৩	সুত্রাপুর	৩,০৭,৪৮৩	৪০	০৪	১০	১০	২০	৭০
১০	চট- ৬	চাঁদগাঁও	২,১৯,৪৪৬	৩০	৩২	২০	০৬	১৫	৬৫
১১	চট- ১	পাহাড়তলী	১,৯৮,৮৯৪	২০	৪৭	২৫	০৬	১৫	৬০
১২	চট- ২	চটগ্রাম পোর্ট	১,৮৭,৭৩৯	২০	৪৫	২৫	০৫	১৫	৬০
১৩	ঢাকা- ৮	ধানমন্ডি	২,০১,৫২৯	৩০	১০	১৫	০৪	১০	৫৫
১৪	ঢাকা-১০	মতিঝিল	২,২৩,৬৭৬	৩০	০৫	১০	০৫	১৫	৫৫
১৫	ঢাকা-১২	ঢাকা কোতওয়ালী	২,১০,৫০৪	৩০	০২	১০	০৬	১৫	৫৫
১৬	খুলনা- ২	খালিশপুর	১,৭৩,২২৫	২০	১১	১৫	০৯	১৫	৫০
১৭	খুলনা- ৩	খুলনা কোতওয়ালী	১,৯১,৯১০	২০	০৯	১০	১০	২০	৫০
১৮	ঢাকা- ১	উত্তরা	১,০৮,০০৭	২০	৩৭	২০	০২	১০	৫০
১৯	ঢাকা- ৩	ক্যান্টনমেন্ট	১,৯০,৪৭২	২০	৩০	২০	০১	১০	৫০
২০	ঢাকা- ৬	তেজগাঁও	২,২০,০১২	৩০	০৯	১০	০৪	১০	৫০
২১	চট- ৩	চটগ্রাম কোতওয়ালী	১,৫৪,৫৯৩	২০	০৬	১০	১০	২০	৫০
২২	চট- ৫	পাঁচলাইশ	১,৯৩,৩৫৭	২০	২৭	২০	০৪	১০	৫০
২৩	খুলনা- ৪	সোনাডাংগা	১,২৮,৩৩০	২০	০৮	১০	০৬	১৫	৪৫
২৪	খুলনা- ৫	খান জাহান আলী	৮৮,৬৫৯	১০	৩৩	২০	০২	১০	৪০
২৫	ঢাকা- ৯	রমনা	১,৯৫,১৬৭	২০	০৮	১০	০৪	১০	৪০
২৬	খুলনা- ৯	দৌলতপুর	৮১,১৮৬	১০	০৮	১০	০২	১০	৩০

টিকা: বন্ধনীর মধ্যবর্তী থানা সমূহ ১৯৯১ সনের আদমশুমারীর পর সৃষ্টি হইয়াছে বিধায় ইহাদের জনসংখ্যা, আয়তন ও ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ডের সংখ্যা পাওয়া যায় নাই । ফলে ইহাদের কে পুরাতন থানার অংশ হিসাবে দেখানো হইয়াছে ।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

বাংলাদেশের জেলাসমূহের শ্রেণী বিন্যাস

বর্তমানে (জুন, ১৯৯৪) বাংলাদেশে ৫টি বিভাগীয় সদরসহ মোট ৬৪টি জেলা রহিয়াছে। এই জেলাগুলির মধ্যে জনসংখ্যা, আয়তন, আওতাধীন থানার সংখ্যা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারতম্য থাকার কারনে জেলা প্রশাসনসহ জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিমানেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রহিয়াছে। আবার কাজের পরিমানের উপরই মূলত: জনবলের প্রয়োজনীয়তা ও সংখ্যা নির্ধারিত হয়। এই প্রেক্ষিতে অত্র প্রতিবেদনে কাজের পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলাদেশের জেলাসমূহের একটি যৌক্তিক শ্রেণী বিন্যাসের প্রস্তাব প্রণয়ন করা হইয়াছে।

০২। ইতিপূর্বে ১৯৮৩ সালে তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মাহবুবজামান এর আহবায়কত্বে গঠিত বিশেষ কমিটির সুপারিশ অনুসরনে বাংলাদেশের জেলা সমূহকে একটি স্পেশাল ক্যাটাগরী (৪টি বিভাগীয় সদর ও ময়মনসিংহ) সহ মোট চারটি ক্যাটাগরীতে বিভক্ত করা হয়, যাহা এখনও বলবত রহিয়াছে। উক্ত কমিটি কেবলমাত্র উপজেলা/থানার সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া জেলা সমূহের শ্রেণী বিন্যাসের সুপারিশ প্রণয়ন করে। মাহবুবজামান কমিটির সুপারিশকৃত বিদ্যমান শ্রেণী বিন্যাসের সহিত প্রস্তাবিত শ্রেণী বিন্যাসের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা অত্র প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

০৩। কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জেলাসমূহের শ্রেণী বিন্যাস করণের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত ৪টি নির্ণায়ক (Criterion) চিহ্নিত করা হয়:

(ক) জেলার জনসংখ্যা;
(খ) জেলার আয়তন;
(গ) জেলার আওতাধীন থানার সংখ্যা; ও
(ঘ) জেলার আওতাধীন ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ডের সংখ্যা।

০৪। ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics) প্রণীত পুস্তিকায় (Bangladesh Papulation Census, 1991; Valume 2- Union Statistics, December, 1993) উল্লিখিত ৪টি নির্ণায়কের জন্য প্রদত্ত তথ্যাবলী অত্র অনুশীলনের সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

০৫। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি থানার বিপরীতে উল্লিখিত ৪টি নির্ণায়কের স্ব-স্ব মান (value) প্রদান করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন জেলা কর্তৃক অর্জিত মানসমূহকে স্কোর (score) এ রূপান্তর হয়। স্কোরে রূপান্তর করার সময় কাজের পরিমানে নির্ণায়কের ভূমিকা অনুযায়ী যথাযথ গুরুত্ব (weightage) প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতিতে জেলার জনসংখ্যা ও আওতাধীন থানার সংখ্যার প্রতিটির জন্য ৩০ এবং জেলার আয়তন (বর্গ কি:মি:) ও আওতাধীন ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ডের সংখ্যার প্রতিটির জন্য ২০ স্কোর সহ সর্বমোট ১০০ স্কোর নির্ধারন করা হয়। প্রতিটি জেলাকে ৪টি নির্ণায়কের ক্ষেত্রে উহাদের দ্বারা অর্জিত স্কোরের ভিত্তিতে মোট স্কোর প্রদান করা হয়। স্কোরের শ্রেণী বিন্যাস এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান অর্থাৎ মানের ব্যাপ্তি (range) এবং বিভিন্ন ধাপে উহাদের পৌন:পুনিকতা (frequency) বিবেচনা করা হয়। নিম্নে ৪টি নির্ণায়কের ব্যাপ্তিসহ স্কোর ও উহাদের শ্রেণীবিণ্যাস প্রদান করা হইল:

(ক) <u>জেলার জনসংখ্যা - প্রকৃত সংখ্যা:</u>

স্কোর	: ৩০		
ব্যাপ্তি	: সর্বোচ্চ	: ৫৮,৩৯,৬৪২	(ঢাকা)
	সর্বনিম্ন	: ২,৩০,৫৬৯	(বান্দরবন)

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

১০,০০,০০০ এর নিম্নে	: ১০
১০,০০,০০০ - ১৯,৯৯,৯৯৯	: ২০
২০,০০,০০০ - ২৯,৯৯,৯৯৯	: ২৫
৩০,০০,০০০ ও উর্ধ্বে	: ৩০

(খ) <u>জেলার আয়তন - বর্গ কিলোমিটার :</u>

স্কোর : ২০
ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ৫২৮৩ (চট্টগ্রাম)
সর্বনিম্ন : ৭১৬ (মেহেরপুর)

<u>স্কোরের শ্রেণী বিন্যাস</u>

১৫০০ বর্গ কি:মি: এর নিম্নে : ১০
১৫০০ - ২৯৯৯ বর্গ কি:মি: : ১৫
৩০০০ বর্গ কি:মি: ও উর্ধ্বে : ২০

(গ) <u>জেলার আওতাধীন থানার সংখ্যা - প্রকৃত সংখ্যা :</u>

স্কোর : ৩০
ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ২০ (চট্টগ্রাম)
: সর্বনিম্ন : ২ (মেহেরপুর)

<u>স্কোরের শ্রেণী বিন্যাস</u>

৪টির নিম্নে : ১০
৪টি - ৭টি : ২০
৮টি - ১১টি : ২৫
১২টি ও উর্ধ্বে : ৩০

(ঘ) <u>জেলার আওতাধীন ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ডের সংখ্যা - প্রকৃত সংখ্যা :</u>

স্কোর : ২০
ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ২৩৯ (চট্টগ্রাম)
: সর্বনিম্ন : ২৭ (মেহেরপুর)

<u>স্কোরের শ্রেণী বিন্যাস</u>

৫০টির নিম্নে : ১০
৫০টি - ৯৯টি : ১৫
১০০টি ও উর্ধ্বে : ২০

০৬। অত:পর প্রাপ্ত স্কোর এর ভিত্তিতে ৬৪টি জেলাকে মানের ক্রমানুসারে সাজাইয়া ৩টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় (পরিশিষ্ট-'ক') । গ্রুপে বিভক্ত করার সময় প্রথমে জেলাসমূহ কর্তৃক প্রাপ্ত স্কোর এর গড় (Mean=x=৭১.০৯) নির্ণয় করা হয় । এই গড় মানের ১০% এর অধিক এবং ১০% এর কম স্কোর এর মধ্যস্থ জেলাসমূহকে (২৯টি) একই গ্রুপ (গ্রুপ -'খ') ভুক্ত হিসাবে ধরা হয় । গড়মান অপেক্ষা ১০% এর অধিক মান সম্পন্ন জেলাসমূহকে (২০টি) 'ক' গ্রুপে এবং গড়মান অপেক্ষা ১০% এর কম মান সম্পন্ন জেলাসমূহকে (১৫টি) 'গ' গ্রুপে দেখানো হয় (পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য) । নিম্নে প্রস্তাবিত শ্রেণী বিন্যাসে ফলাফল প্রদান করা হইল :

গ্রুপ	শ্রেণী	স্কোর	ক্রমিক নং	মোট জেলার সংখ্যা
"ক" গ্রুপ	গড়মানের ১০% এর অধিক	৭৮.২০ এর উর্দ্ধে	১-২০	২০টি
"খ" গ্রুপ	গড়মান হইতে ১০% এর অধিক ও কম এর মধ্যস্থ	৬৩.৯৮ - ৭৮.২০	২১-৪৯	২৯টি
"গ" গ্রুপ	গড়মানের ১০% এর নিম্নে	৬৩.৯৮ এর নিম্নে	৫০-৬৪	১৫টি

০৭। প্রস্তাবিত পদ্ধতির সহিত মাহবুবজামান কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ্ধতির একটি তুলনামূলক চিত্র পরিশিষ্ট-'খ'-তে প্রদান করা হইল। দেখা যাইবে যে, ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলার ক্ষেত্রে মাহবুবজামান কমিটির সুপারিশকৃত শ্রেণী বিন্যাসের সহিত প্রস্তাবিত শ্রেণী বিন্যাসের পার্থক্য রহিয়াছে। কেবলমাত্র একটি নির্ণায়ক (থানার সংখ্যা) থাকার কারণে মাহবুবজামান কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত শ্রেণী বিন্যাসে ২২,১২,১৩৪ জনসংখ্যা ও ৩৬০১ বর্গ কি:মি: আয়তন থাকা সত্বেও থানার সংখ্যা কম হওয়ায় নোয়াখালী জেলাকে 'খ' গ্রুপভুক্ত দেখানো হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ১০,৬৩,১৮৫ জনসংখ্যা (নোয়াখালীর জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম) ও ১,৩০৮ বর্গ কি:মি: আয়তন (নোয়াখালীর আয়তনের ১/৩ অংশের একটু বেশী) বিশিষ্ট পিরোজপুর জেলাকে থানার সংখ্যা অধিক হওয়ায় 'ক' গ্রুপভুক্ত দেখানো হইয়াছে। একইভাবে ১৩,১২,৩৩৭ জনসংখ্যা ও ১,৪৫৬ বর্গ কি:মি: আয়তন বিশিষ্ট লক্ষীপুর জেলাকে 'গ' গ্রুপভুক্ত দেখানো হইলেও ৭,৬৫,০০১ জনসংখ্যা ও ৯৬৫ বর্গ কি:মি: আয়তন বিশিষ্ট জয়পুরহাট জেলাকে 'খ' গ্রুপভুক্ত দেখানো হইয়াছে। এদিকে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে 'ক' গ্রুপভুক্ত ২০টি জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জ (১৭,০৮,৫৬৩) এবং বাগেরহাট (১৪,৩১,৩৩২) ব্যতিত কোন জেলার জনসংখ্যাই ১৮,৫০,০০০ এর নীচে নয়। একইভাবে 'খ' গ্রুপভুক্ত ২৯টি জেলার মধ্যে রাংগামাটি (৪,০১,৩৩৮) ব্যতিরেকে কোন জেলার জনসংখ্যাই ১০,০০,০০০ এর নীচে নয়। তবে অন্যান্য নির্ণায়কের মান কিছু কম হওয়ায় প্রস্তাবিত শ্রেণী বিন্যাসে ১৮,৫০,০০০ - ২০,৫০,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট ৪টি জেলা 'খ' গ্রুপভুক্ত হইয়াছে। এদিকে আওতাধীন ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের সংখ্যা সামান্য কম হওয়ায় ১০,০০,০০০ এর অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট ২টি জেলা 'গ' গ্রুপভুক্ত হইয়াছে।

০৮। একটি মাত্র নির্ণায়ক থাকায় মাহবুবজামান শ্রেণী বিন্যাস অনমনীয় (rigid) এবং জনসংখ্যা, আয়তন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে সমন্বয়ের তেমন কোন অবকাশ নাই। পক্ষান্তরে, ৪টি নির্ণায়কের দ্বারা অর্জিত মোট স্কোরের ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাসকৃত প্রস্তাবিত পদ্ধতি বেশ নমনীয় (flexible) এবং ইহাতে নির্ণায়কের উচ্চ কিংবা নিম্নমানের অন্তর্নিহিত কারণ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাসের মধ্যে কিছু রদবদলের অবকাশ রহিয়াছে। এই প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত শ্রেণী বিন্যাসে নিম্নরূপ রদ-বদল করা যাইতে পারে :

(ক) মাহবুবজামান শ্রেণী বিন্যাস অনুসরণে পাঁচটি বিভাগীয় সদরসহ ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জেলাকে স্পেশাল শ্রেণীতে দেখানো যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে চারটি নির্ণায়কসহ রাজধানী, বিভাগীয় সদর, সমুদ্র বন্দর, জেলা সদর ইত্যাদির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সাতটি জেলার ক্ষেত্রে দুই/তিনটি মাত্রা (Scale) ব্যবহার করা যাইতে পারে ;

(খ) বনাঞ্চল ও হাওর এলাকার আধিক্যের দরুন আয়তন বেশী হওয়ায় যথাক্রমে বাগেরহাট ও সুনামগঞ্জ জেলাকে 'ক' গ্রুপের পরিবর্তে 'খ' গ্রুপে দেখানো যাইতে পারে ;

(গ) জেলা/মহকুমা সদর হিসাবে ঐতিহ্য এবং লোক সংখ্যার আধিক্য (১৮,৫০,০০০ এর অধিক) বিবেচনা করিয়া 'খ' গ্রুপভুক্ত চাঁদপুর, পাবনা, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলা ৪টি 'ক' গ্রুপে দেখানো যাইতে পারে ;

(ঘ) বনাঞ্চল ও পাহাড়ী এলাকার আধিক্যের দরুন বিশাল আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা কম হওয়ায় 'খ' গ্রুপভুক্ত রাংগামাটি জেলাকে 'গ' গ্রুপে দেখানো যাইতে পারে ; এবং

(ঙ) আওতাধীন ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের সংখ্যা সামান্য কম হওয়ায় 'গ' গ্রুপভুক্ত ফেণী ও শেরপুর জেলাদ্বয়কে লোক সংখ্যার (১০,০০,০০০ এর অধিক) ভিত্তিতে 'খ' গ্রুপে দেখানো যাইতে পারে।

সুপারিশ মালা :

০৯। উপরোল্লিখিত ৮ অনুচ্ছেদ অনুসরণে ৬৪টি জেলার জন্য নিম্নরূপ শ্রেণী বিন্যাস সুপারিশ করা যাইতেছে :

শ্রেণী বিন্যাস	জেলার নাম		মোট সংখ্যা
'স্পেশাল গ্রুপ' :	০১। চট্টগ্রাম	০৫। খুলনা	
	০২। কুমিল্লা	০৬। বরিশাল	
	০৩। ময়মনসিংহ	০৭। রাজশাহী	
	০৪। ঢাকা		
			৭টি
'ক' গ্রুপ :	০১। দিনাজপুর	০৯। রংপুর	
	০২। টাংগাইল	১০। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	
	০৩। কিশোরগঞ্জ	১১। যশোহর	
	০৪। সিলেট	১২। চাঁদপুর	
	০৫। নওগাঁও	১৩। পাবনা	
	০৬। বগুড়া	১৪। গাইবান্ধা	
	০৭। সিরাজগঞ্জ	১৫। জামালপুর	
	০৮। নোয়াখালী		
			১৫টি
'খ' গ্রুপ :	০১। সুনামগঞ্জ	১৫। নীলফামারী	
	০২। বাগেরহাট	১৬। নওয়াবগঞ্জ	
	০৩। নেত্রকোনা	১৭। ঠাকুরগাঁও	
	০৪। কুড়িগ্রাম	১৮। নারায়নগঞ্জ	
	০৫। সাতক্ষিরা	১৯। নরসিংদি	
	০৬। হবিগঞ্জ	২০। গাজীপুর	
	০৭। ফরিদপুর	২১। লক্ষীপুর	
	০৮। ভোলা	২২। মুন্সিগঞ্জ	
	০৯। পটুয়াখালী	২৩। মানিকগঞ্জ	
	১০। কুষ্টিয়া	২৪। মাদারীপুর	
	১১। কক্সবাজার	২৫। পিরোজপুর	
	১২। নাটোর	২৬। গোপালগঞ্জ	
	১৩। মৌলভীবাজার	২৭। শেরপুর	
	১৪। ঝিনাইদহ	২৮। ফেণী	
			২৮টি
'গ' গ্রুপ :	০১। রাংগামাটি	০৮। চুয়াডাংগা	
	০২। খাগড়াছড়ী	০৯। জয়পুরহাট	
	০৩। বান্দারবন	১০। মাগুরা	
	০৪। শরিয়তপুর	১১। পঞ্চগড়	
	০৫। বরগুনা	১২। ঝালকাটি	
	০৬। লালমনিরহাট	১৩। নড়াইল	
	০৭। রাজবাড়ী	১৪। মেহেরপুর	
			১৪টি
	মোট =		৬৪টি

(ম. নুরউন নবী চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

পরিশিষ্ট- 'ক'

বাংলাদেশের জেলাসমূহের (৬৪টি) শ্রেণী বিন্যাস

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জনসংখ্যা		আওতাধীন থানার সংখ্যা		আওতাধীন ইউ:/ওয়ার্ডের সংখ্যা		আয়তন (বর্গ-কি:মি:)		মোট স্কোর
		সংখ্যা	স্কোর	সংখ্যা	স্কোর	সংখ্যা	স্কোর	পরিমাণ	স্কোর	
০০১	চট্টগ্রাম	৫২,৯৬,১২৭	৩০	২০	৩০	২০৯	২০	৫২৮০	২০	১০০
০০২	কুমিল্লা	৪০,০২,৬৬৬	৩০	১২	৩০	১৮০	২০	৩০৮৫	২০	১০০
০০৩	ময়মনসিংহ	৩৯,৫৭,১৮২	২৫	১২	৩০	১৫৯	২০	৪০৬০	২০	৯৫
০০৪	দিনাজপুর	২২,৬০,১০১	২৫	১৩	৩০	১১২	২০	৩৪০৮	২০	৯৫
০০৫	ঢাকা	৫৮,৩৯,৬৪২	৩০	১৯	৩০	১৪৬	২০	১৪৪৪	১০	৯০
০০৬	টাঙ্গাইল	৩০,০২,৪২৮	২৫	১১	২৫	১০৯	২০	৩৪১৪	২০	৯০
০০৭	কিশোরগঞ্জ	২০,০৬,০৮৭	২৫	১৩	৩০	১১৭	২০	২৬৮৯	১৫	৯০
০০৮	সিলেট	২১,৫০,০০১	২৫	১১	২৫	১০১	২০	৩৪৯০	২০	৯০
০০৯	নওগাঁও	২১,৪৮,০৫০	২৫	১১	২৫	১০২	২০	৩৪০৬	২০	৯০
০১০	খুলনা	২০,১০,৬৪০	২৫	১৪	৩০	৯৪	১৫	৪০৯৪	২০	৯০
০১১	বগুড়া	২৬,৬৯,২৮৭	২৫	১১	২৫	১১৭	২০	২৯২০	১৫	৮৫
০১২	বরিশাল	২২,০৭,৪২৬	২৫	১০	২৫	১০২	২০	২৭৯১	১৫	৮৫
০১৩	সিরাজগঞ্জ	২২,৬০,৫৭০	২৫	৯	২৫	৫৪	১৫	১৮১০	১৫	৮০
০১৪	নোয়াখালী	২২,১৭,১০৪	২৫	৬	২০	৯২	১৫	৩৫০১	২০	৮০
০১৫	রংপুর	২১,৬০,০৪৬	২৫	৮	২৫	৯০	১৫	২০০৮	১৫	৮০
০১৬	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	২১,৪১,৭৪৫	২৫	৭	২০	১০১	২০	১৯২৭	১৫	৮০
০১৭	যশোর	২১,০৬,৯৯৬	২৫	৮	২৫	৯৪	১৫	২০৬৭	১৫	৮০
০১৮	রাজশাহী	১৮,৮৭,০১৫	২০	১০	২৫	১০০	২০	২৪০৭	১৫	৮০
০১৯	সুনামগঞ্জ	১৭,০৮,৫৬০	২০	১০	২৫	৮৪	১৫	৩৬৭০	২০	৮০
০২০	বাগেরহাট	১৪,০১,০০২	২০	৯	২৫	৮১	১৫	৩৯৫৯	২০	৮০
০২১	চাঁদপুর	২০,০২,৪৪৯	২৫	৭	২০	৯৬	১৫	১৭০৪	১৫	৭৫
০২২	পাবনা	১৯,১৯,৮৯৬	২০	৯	২৫	৮০	১৫	২০৭২	১৫	৭৫
০২৩	নেত্রকোনা	১৭,০০,৯০৫	২০	১০	২৫	৯২	১৫	২৮১০	১৫	৭৫
০২৪	কুড়িগ্রাম	১৬,০০,০০৪	২০	৯	২৫	৭৭	১৫	২২৯৬	১৫	৭৫
০২৫	সাতক্ষীরা	১৫,৯৭,১৭৮	২০	৭	২০	৮০	১৫	৩৮৫৮	২০	৭৫
০২৬	হবিগঞ্জ	১৫,২৬,৬০৯	২০	৮	২৫	৮০	১৫	২০০৭	১৫	৭৫
০২৭	ফরিদপুর	১৫,০৫,৬৮৬	২০	৮	২৫	৮২	১৫	২০৭০	১৫	৮০
০২৮	ভোলা	১৪,৭৬,০২৮	২০	৭	২০	৬১	১৫	৩৪০০	২০	৭৫
০২৯	পটুয়াখালী	১২,৭০,৮৭২	২০	৬	২০	৬৬	১৫	৩২০৫	২০	৭৫
০৩০	গাইবান্ধা	১৯,৪৯,২৭৪	২০	৭	২০	৮৫	১৫	২১৭৯	১৫	৭০
০৩১	জামালপুর	১৮,৭৪,৪৪০	২০	৭	২০	৭৪	১৫	২০০২	১৫	৭০
০৩২	কুষ্টিয়া	১৫,০২,১২৬	২০	৬	২০	৭২	১৫	১৬২১	১৫	৭০
০৩৩	কক্সবাজার	১৪,১৯,২৬০	২০	৭	২০	৬০	১৫	২৪৯২	১৫	৭০
০৩৪	নাটোর	১৩,৮৭,৭৬১	২০	৬	২০	৫৭	১৫	১৮৯৬	১৫	৭০
০৩৫	মৌলভীবাজার	১৩,৭৬,৫৬৬	২০	৬	২০	৭২	১৫	২৭৯৯	১৫	৭০
০৩৬	ঝিনাইদহ	১৩,৬১,২৮০	২০	৬	২০	৮২	১৫	১৯৬১	১৫	৭০
০৩৭	নীলফামারী	১৩,৪৮,৭৬২	২০	৬	২০	৭১	১৫	১৬৪১	১৫	৭০
০৩৮	নওয়াবগঞ্জ	১১,৭১,৪৬৯	২০	৫	২০	৫৫	১৫	১৯০০	১৫	৭০
০৩৯	ঠাকুরগাঁও	১০,১০,৯৪৮	২০	৫	২০	৫৪	১৫	১৮১০	১৫	৭০
০৪০	রাঙ্গামাটি	৪,০১,০৮৮	১০	১০	২৫	৫৫	১৫	৬১১৬	২০	৭০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জনসংখ্যা		আওতাধীন থানার সংখ্যা		আওতাধীন ইউ:/ওয়ার্ডের সংখ্যা		আয়তন (বর্গ কি:মি:)		মোট স্কোর
		সংখ্যা	স্কোর	সংখ্যা	স্কোর	সংখ্যা	স্কোর	পরিমাণ	স্কোর	
০৪১	নারায়ণগঞ্জ	১৭,০৪,৮০৪	২০	৫	২০	৬১	১৫	৭৬০	১০	৬৫
০৪২	নরসিংদি	১৬,৫২,১২০	২০	৬	২০	৭০	১৫	১১৪১	১০	৬৫
০৪৩	গাজীপুর	১৬,২১,৫৬২	২০	৫	২০	৪৯	১০	১৭৪২	১৫	৬৫
০৪৪	লক্ষীপুর	১৫,১২,০০৭	২০	৪	২০	৫০	১৫	১৪৫৬	১০	৬৫
০৪৫	মুন্সিগঞ্জ	১১,৮৮,০৮৭	২০	৬	২০	৭২	১৫	৯৫৫	১০	৬৫
০৪৬	মানিকগঞ্জ	১১,৭৫,৯০৯	২০	৭	২০	৬৮	১৫	১০৭৯	১০	৬৫
০৪৭	মাদারীপুর	১০,৬৯,১৭৬	২০	৪	২০	৬১	১৫	১১৪৫	১০	৬৫
০৪৮	পিরোজপুর	১০,৬০,১৮৫	২০	৬	২০	৫৪	১৫	১৩০৮	১০	৬৫
০৪৯	গোপালগঞ্জ	১০,৬০,৭৯১	২০	৫	২০	৭২	১৫	১৪৯০	১০	৬৫
০৫০	শেরপুর	১১,০৮,৬২৯	২০	৫	২০	৪৬	১০	১৩৬৪	১০	৬০
০৫১	ফেনী	১০,৯৬,৭৪৫	২০	৫	২০	৪৯	১০	৯২৮	১০	৬০
০৫২	খাগড়াছড়ি	৩,৪২,৪৮৮	১০	৮	২৫	৩৭	১০	২৭০০	১৫	৬০
০৫৩	বান্দরবন	২,৩০,৫৬৯	১০	৭	২০	৩১	১০	৪৪৭৯	২০	৬০
০৫৪	শরিয়তপুর	৯,৫০,০২১	১০	৬	২০	৬৪	১৫	১১৮২	১০	৫৫
০৫৫	বরগুনা	৭,৭৫,৬৯০	১০	৫	২০	৪১	১০	১৮০১	১৫	৫৫
০৫৬	লালমনিরহাট	৯,৫০,৪৬০	১০	৫	২০	৪৫	১০	১২৪১	১০	৫০
০৫৭	রাজবাড়ী	৮,০৫,১৭০	১০	৪	২০	৪৮	১০	১১১৯	১০	৫০
০৫৮	চুয়াডাঙ্গা	৮,০৭,১৬৪	১০	৪	২০	৩৮	১০	১১৫৭	১০	৫০
০৫৯	জয়পুরহাট	৭,৬৫,০১১	১০	৫	২০	৩৪	১০	৯৬৫	১০	৫০
০৬০	মাগুরা	৭,২৪,০২৭	১০	৪	২০	৩৯	১০	১০৪৯	১০	৫০
০৬১	পঞ্চগড়	৭,১২,০২৪	১০	৫	২০	৪৬	১০	১৪০৫	১০	৫০
০৬২	ঝালকাঠি	৬,৬৬,১০৯	১০	৪	২০	৩৭	১০	৭৫৮	১০	৫০
০৬৩	নড়াইল	৬,৫৫,৭২০	১০	৩	১০	৪০	১০	৯৯০	১০	৪০
০৬৪	মেহেরপুর	৪,৯১,৯১৭	১০	২	১০	২৭	১০	৭১৬	১০	৪০

পরিশিষ্ট-

বাংলাদেশের জেলাসমূহের জন্য প্রস্তাবিত ও মাহবুবুজ্জামান কমিটি সুপারিশকৃত শ্রেণী বিন্যাসের তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	জেলার নাম	প্রস্তাবিত ক্যাটাগরী	মাহবুবুজ্জামান ক্যাটাগরী	পরিবর্তন (আছে/নাই)	মন্তব্য
০০১	চট্টগ্রাম	১	স্পেশাল	নাই	
০০২	কুমিল্লা	১	১	নাই	
০০৩	ময়মনসিংহ	১	স্পেশাল	নাই	
০০৪	দিনাজপুর	১	১	নাই	
০০৫	ঢাকা	১	১	নাই	
০০৬	টাংগাইল	১	১	নাই	
০০৭	কিশোরগঞ্জ	১	১	নাই	
০০৮	সিলেট	১	১	নাই	
০০৯	নওগাঁও	১	১	নাই	
০১০	খুলনা	১	স্পেশাল	নাই	
০১১	বগুড়া	১	১	নাই	
০১২	বরিশাল	১	১	নাই	
০১৩	সিরাজগঞ্জ	১	১	নাই	
০১৪	নোয়াখালী	১	২	আছে	
০১৫	রংপুর	১	১	নাই	
০১৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১	২	আছে	
০১৭	যশোর	১	১	নাই	
০১৮	রাজশাহী	১	স্পেশাল	নাই	
০১৯	সুনামগঞ্জ	১	১	নাই	
০২০	বাগেরহাট	১	১	নাই	
০২১	চাঁদপুর	২	২	নাই	
০২২	পাবনা	২	১	আছে	
০২৩	নেত্রকোনা	২	১	আছে	
০২৪	কুড়িগ্রাম	২	১	আছে	
০২৫	সাতক্ষীরা	২	২	নাই	
০২৬	হবিগঞ্জ	২	১	আছে	
০২৭	ফরিদপুর	২	১	আছে	
০২৮	ভোলা	২	২	নাই	
০২৯	পটুয়াখালী	২	২	নাই	
০৩০	গাইবান্ধা	২	২	নাই	
০৩১	জামালপুর	২	১	আছে	
০৩২	কুষ্টিয়া	২	২	নাই	

ক্রমিক নং	জেলার নাম	প্রস্তাবিত ক্যাটাগরী	মাহবুবুজ্জামান ক্যাটাগরী	পরিবর্তন (আছে/নাই)
০৩৩	কক্সবাজার	২	২	নাই
০৩৪	নাটোর	২	২	নাই
০৩৫	মৌলভীবাজার	২	২	নাই
০৩৬	ঝিনাইদহ	২	২	নাই
০৩৭	নীলফামারী	২	২	নাই
০৩৮	নওয়াবগঞ্জ	২	২	নাই
০৩৯	ঠাকুরগাঁও	২	২	নাই
০৪০	রাংগামাটি	২	২	নাই
০৪১	নারায়ণগঞ্জ	২	২	নাই
০৪২	নরসিংদি	২	২	নাই
০৪৩	গাজীপুর	২	২	নাই
০৪৪	লক্ষীপুর	২	৩	আছে
০৪৫	মুন্সিগঞ্জ	২	২	নাই
০৪৬	মানিকগঞ্জ	২	২	নাই
০৪৭	মাদারীপুর	২	৩	আছে
০৪৮	পিরোজপুর	২	১	আছে
০৪৯	গোপালগঞ্জ	২	২	নাই
০৫০	শেরপুর	৩	২	আছে
০৫১	ফেনী	৩	২	আছে
০৫২	খাগড়াছড়ি	৩	৩	নাই
০৫৩	বান্দরবন	৩	৩	নাই
০৫৪	শরিয়তপুর	৩	২	আছে
০৫৫	বরগুনা	৩	২	আছে
০৫৬	লালমনিরহাট	৩	২	আছে
০৫৭	রাজবাড়ী	৩	৩	নাই
০৫৮	চুয়াডাংগা	৩	৩	নাই
০৫৯	জয়পুরহাট	৩	২	আছে
০৬০	মাগুরা	৩	৩	নাই
০৬১	পঞ্চগড়	৩	২	আছে
০৬২	ঝালকাঠি	৩	৩	নাই
০৬৩	নড়াইল	৩	৩	নাই
০৬৪	মেহেরপুর	৩	৩	নাই

পরিশিষ্ট-'চ' ।

২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার পূর্ব অনুমোদিত ও সুপারিশকৃত জনবলের এবং সাম্ভাব্য আর্থিক সংশ্লেষ সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপ ।

শ্রেণী	পূর্ব অনুমোদিত	সুপারিশকৃত	হ্রাস-বৃদ্ধি	একটি পদের জন্য বার্ষিক ব্যয়	উদ্বৃত্ত পদের জন্য সাম্ভাব্য সাশ্রয়	অতিরিক্ত পদের জন্য সাম্ভাব্য ব্যয়
ক. প্রথম শ্রেণী	৩৩,৯৯৯	৩৪,৩৯৮	+ ৩৯৯	১,৩২,২২৬/-	--	+ ৫,২৭,৫৮,১৭৪/-
খ. দ্বিতীয় শ্রেণী	১৫,৩২৩	১৬,৬৭৯	+ ১,৩৫৬	৬৭,৫৬৬/-	--	+ ৯,১৬,১৯,৪৯৬/-
গ. তৃতীয় শ্রেণী	৪,৩৫,২৯১	৪,০১,৫৮৭	- ৩৩,৭০৪	৪৩,৫৪৬/-	- ১৪৬,৭৬,৭৪,৩৮৪/-	--
ঘ. চতুর্থ শ্রেণী	১,১৫,৩৪৪	১,০০,২৭৪	- ১৫,০৭০	২৮,২৯৫/-	- ৪২,৬৪,০৫,৬৫০/-	--
সর্বমোট =	৫,৯৯,৯৫৭	৫,৫২,৯৩৮	- ৪৭,০১৯	--	- ১৮৯,৪০,৮০,০৩৪/-	+ ১৪,৪৩,৭৭,৬৭০/-

(সাশ্রয় = ১৮৯,৪০,৮০,০৩৪/- - ১৪,৪৩,৭৭,৬৭০/- = ১৭৪,৯৭,০২,৩৬৪/-)

AHC#51/fs-arc1.wks/01-09-1996.

২৩০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার পূর্ব অনুমোদিত এবং সুপারিশকৃত জনবলের বিস্তারিত বিবরনী

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	প্রকাশিত খন্ড নং	পূর্বঅনুমোদিত পদ					সুপারিশকৃত পদ					হ্রাস/বৃদ্ধি (৫-৪)
১	২	৩	৪					৫					৬
			১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট	
১	সরবরাহ ও পরিদর্শক অধিদপ্তর	১ম	৪৯	০১	২৬৩	১০৩	৪১৬	০	০	০	০	০	-৪১৬
২	কৃষিপন্য বিপনন ও শ্রেণীবিন্যাস পরিদপ্তর	১ম	১০	১৩	১৯	১১	৫৩	৮	১০	১৪	৮	৪০	-১৩
৩	কয়লা পরিদপ্তর	১ম	০৭	০১	৭৫	৩০	১১৩	০	০	০	০	০	-১১৩
৪	যৌথ মুলধন কোম্পানী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধকের দপ্তর	১ম	০৬	০৯	১৪	১০	৩৯	১০	১৩	১৮	১৪	৫৫	+১৬
৫	বৈদিশিক বাণিজ্য কেন্দ্র	১ম	৩৪	৪২	১২৫	৮০	২৮১	০	১৪	১০	৩১	-২৫০	-১৮৩
৬	বীমা অধিদপ্তর	১ম	০৭	০	২৬	১৩	৪৬	১২	০	৩৩	১৫	৬০	+১৪
৭	ক্রীড়া পরিদপ্তর	২য়	৮৪	১৮	৮৬	১২৪	১২	৮৪	১৮	৮৫	১২১	৩০৮	-০৪
৮	বনিজ্ঞ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	২য়	০২	০	০৪	০২	০৮	০৪	০	১৬	০৬	২৬	+১৮
৯	নিম্নতম মজুরী বোর্ড	২য়	০২	০	০৬	০৫	১৩	০২	০	০৬	০৫	১৩	০
১০	হজ্ব অফিস ঢাকা	২য়	০১	০১	১০	০৬	১৮	০১	০১	০৯	০৬	১৭	-০১
১১	এন,জি,ও বিষয়ক ব্যুরো	২য়	১৫	০৩	৩২	১৬	৬৬	১১	০৩	২৯	১৭	৬০	-০৬
১২	বিস্ফোরক পরিদপ্তর	২য়	১৬	০	৩০	১৭	৬৩	১৬	০১	৩৭	১৭	৭১	+৮
১৩	শ্রম আপীল আদালত ও শ্রম আদালত	২য়	১৬	০	৩৩	৫৬	১০৫	০৯	০৮	২৯	৪৩	৮৯	-১৬
১৪	পাট অধিদপ্তর	২য়	২৮	৫২	৫৮১	১১০	৭৭১	২৭	৪২	৩১৪	৩৯	৪২২	-৩৪৯
১৫	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস(প্রশাসন) একাডেমী	৩য়	১৭	০	৪২	৪৯	১০৮	১৯	০১	৪৩	৪৯	১১২	+৪
১৬	নৌ-বানিজ্য অধিদপ্তর	৩য়	০৫	০১	২৩	১৭	৪৬	০৬	০১	২২	১৯	৪৮	+০২
১৭	নাবিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র	৩য়	০৭	০১	০৮	০৭	২৩	০৮	০১	০৮	০৭	২৪	+০১
১৮	নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর	৩য়	০৪	০	১৬	২২	৪২	০৩	০	১১	০৮	২২	-২০
১৯	সরকারী সমুদ্র পরিবহন অফিস	৩য়	০২	০	২২	০৬	৩০	০৩	০	১০	০৫	১৮	-১২
২০	মেরিন একাডেমী	৩য়	৪৪	০৫	৬৩	১০৩	২১৫	২৫	০৫	৫২	৭৩	১৫৫	-৬০
২১	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যলায়	৪র্থ	২১	০৩	৩২	১৯	৭৫	৩৬	২৪	৫৯	৩১	১৫০	+৭৫
২২	বিনিয়োগ বোর্ড	৪র্থ	৬৮	০	৩১৯	৯৯	৪৮৬	৮২	০	১৩৫	৯১	৩০৮	-১৭৮
২৩	বাংলাদেশ দুর শিক্ষন ইনষ্টিটিউট	৪র্থ	২৪	০২	২৩	১১	৬০	১৭	০১	২১	১১	৫০	-১০
২৪	গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তর	৪র্থ	১০	০	২০	০৯	৩৯	০৯	০	২৪	০৯	৪২	+০৩
২৫	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স	৪র্থ	৮৫	০	৩৬	৩৩	১৫৪	৮৫	০	৩৬	৩৩	১৫৪	০
২৬	বাংলাদেশ চলচিত্র সেন্সর বোর্ড	৪র্থ	০৩	০৬	১৭	০৮	৩৪	০৩	০৬	১৭	০৮	৩৪	০
২৭	সরকারী রিসিভার এবং সরকারী অছির অফিস	৫ম	০১	০১	১২	০৭	২১	০২	০১	১৪	০৯	২৬	+০৫
২৮	হজ্ব উইং, জেদ্দা	৫ম	০২	০	০৪	০৩	০৯	০২	০	০৪	০৩	০৯	০
২৯	বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর,	৫ম	১৭৪	২৯	৩০৯	১৩২	৬৪৪	১৩৩	২১	২৪৬	১২০	৫২০	-১২৪
৩০	স্থাপত্য অধিদপ্তর,	৫ম	৭৫	০	১৬৪	৩৮	২৭৭	৭৯	০	১৩৫	৪৩	২৫৭	-২০
৩১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	৫ম	৪৩	০	১০৬	৩৭	১৮৬	৪৮	০	৯০	৪৩	১৮১	-০৫
৩২	সামরিক ভূমি ও সৈন্য অধিদপ্তর	৫ম	২৩	০৫	৫১	৪১	১২১	১৩	০৬	৫২	৩৩	১১৪	-০৭
৩৩	প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল,	৫ম	৪	০	০৯	০৯	২২	০৫	০	১৩	১০	২৮	+০৬

৩৪	ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর,	৫ম	১০৩	৫৭৪	৮৭৩	১৯৯	১৭৪৯	৯৪	৪৯৩	৮১৩	১৫৮	১৫৫৮	-১৯১
৩৫	দুর্নীতি দমন ব্যুরো,	৫ম	১৪৭	১৫২	৮৭৭	৫৫	১২৩১	১৪৭	১৫২	৮৭৭	৫৫	১২৩১	০
৩৬	বয়লার পরিদর্শন দপ্তর,	৬ষ্ঠ	০৫	০	০৮	০৫	১৮	১০	০	১২	০৫	২৭	+০৯
৩৭	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	৬ষ্ঠ	৪১	১৩৫	৩৪৮০	২৭২	৩৯২৮	৩৮	৪৮	২৯৮৩	৩৩৩	৩৪০২	-৫২৬
৩৮	সমবায় অধিদপ্তর,	৬ষ্ঠ	১৭৪	৫৩৯	৩৪৪১	১১৫৩	৫৩০৭	১৭৩	৫৬২	২২৫১	৯৩৬	৩৯২২	-১৩৮৫
৩৯	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর,	৬ষ্ঠ	৩৮	০৭	৬৩৯	২০৯	৮৯৩	৫১	১১	৫৪১	২৩৬	৮৩৯	-৫৪
৪০	ঢাকা মশক নিবারনী দপ্তর,	৬ষ্ঠ	০২	০	৪৯	৩৪৫	৩৯৬	০	০	০	০	০	-৩৯৬
৪১	কমিশনার পন্টন কার্যালয়	৬ষ্ঠ	০৬	১১	১১৯	৮৯	২২৫	০৬	১১	১১৯	৮৯	২২৫	০
৪২	জাতীয় গন মাধ্যম ইন্সটিটিউট,	৬ষ্ঠ	৩৪	০৬	৪৫	২২	১০৭	২০	০১	৩১	২০	৭২	-৩৫
৪৩	বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর,	৬ষ্ঠ	৭৯০	০৮	৫২৯	১৩২১৯	১৪৫৪৬	৭৯০	০৮	৫২৯	১৩২১৯	১৪৫৪৬	০
৪৪	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট,	৬ষ্ঠ	২৮	০২	৭১	৬৭	১৬৮	২৩	০২	৪৪	৩২	১০১	-৬৭
৪৫	শুল্ক মূল্যায়ন বিভাগ চট্টগ্রাম,	৬ষ্ঠ	০৭	১২	৩২	১৫	৬৬	০৯	০৯	৩৫	১৬	৬৯	+০৩
৪৬	শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পন পরিদপ্তর	৬ষ্ঠ	১৪	০৫	১৫	১১	৪৫	১৫	০৮	১৯	১২	৫৪	+৯
৪৭	কর কমিশনার (আপীল) এর কার্যালয়, কর আপীল অঞ্চল ঢাকা ০১	৭ম	০৭	০১	৩৯	২৫	৭২	০৮	০১	২৯	১৩	৫১	-২১
৪৮	কর কমিশনার (আপীল) এর কার্যালয়, কর আপীল অঞ্চল ঢাকা ০২	৭ম	০৭	০১	৩৯	২৫	৭২	০৮	০১	২৯	১৩	৫১	-২১
৪৯	কর কমিশনার (আপীল) এর কার্যালয়, কর আপীল অঞ্চল ঢাকা ০৩	৭ম	০৭	০১	৩৯	২৫	৭২	০৮	০১	২৯	১৩	৫১	-২১
৫০	কর কমিশনার (আপীল) এর কার্যালয় আপীল অঞ্চল খুলনা,	৭ম	০৭	০১	৩৯	২৫	৭২	০৮	০১	২৯	১৩	৫১	-২১
৫১	কর কমিশনার (আপীল) এর কার্যালয়, কর আপীল অঞ্চল চট্টগ্রাম ০১	৭ম	০৭	০১	৩৯	২৫	৭২	০৮	০১	২৯	১৩	৫১	-২১
৫২	শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট (আপীল) কালেক্টরেট, চট্টগ্রাম	৭ম	০৭	০	৩৬	২৬	৬৯	০৭	০	২৮	২১	৫৬	-১৩
৫৩	বেসামরিক হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	৮ম	৩৮	৩৫	২১৯	২২	৩১৪	৬১	৭৪	১৭৪	২৫	৩৩৪	+২০
৫৪	স্থানীয় ও রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	৮ম	৩০	১৩০	৩৪৭	৭৮	৫৮৫	৯১	১১২	২২৯	৩৪	৪৬৬	-১১৯
৫৫	হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর (পূর্ত)	৮ম	৪৩	৪৬	২৩২	৪০	৩৬১	৫১	৩০	১৪৫	৩৩	২৫৯	-১০২
৫৬	নিরীক্ষা অধি দপ্তর (প্রতিরক্ষা সার্ভিস)	৮ম	২৬	৩০	১০৯	২৫	১৯০	৩৭	৪৩	৯৫	২৩	১৯৮	+০৮
৫৭	প্রকল্প হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	৮ম	৬৩	৫৬	১৬০	১৭	২৯৬	৭৩	৫৩	৯৮	১৯	২৪৩	-৫৩
৫৮	বানিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর,	৮ম	১৪১	২৬৪	৫৫৬	৮৮	১০৪৯	১৩৪	৬৮	১৯৬	৫৫	৪৫৩	-৫৯৬
৫৯	রেলপথ হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর,	৮ম	১৮	৩৫	১৩৫	২১	২০৯	২৮	৪০	১৩৭	২৮	২৩৩	+২৪
৬০	জাতীয় ক্যান্সার গবেষনা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল	৯ম	৪০	০২	৭১	৮১	১৯৪	৪০	০২	৭১	৮১	১৯৪	০
৬১	সামরিক বাহিনী কমান্ড ষ্টাফ কলেজ (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ)	৯ম	৫১	১৪	২৬৭	১৪৮	৪৮০	৫১	১৪	২৬৭	১৪৮	৪৮০	০
৬২	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ)	৯ম	২০	১৬	৭৩	৩১	১৪০	২০	১৬	৭৩	৩১	১৪০	০
৬৩	প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার অধিদপ্তর,	৯ম	১৪	০২	২৪	২১	৬১	১৩	০২	২৫	১৬	৫৬	-০৫
৬৪	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,	৯ম	৬৭	১৮০	৩৬১	৪০৮	১০১৬	৫২	১৭৯	৩৭৯	৩৯০	১০০০	-১৬
৬৫	কর কমিশনার (জরিপ) এর কার্যালয়, কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চল ঢাকা,	১০ম	১৪	০৬	১১৯	৫৭	১৯৬	১০	০৭	১৫১	৪৫	২১৩	+১৭

৬৬	কর কমিশনার এর কার্যালয়, কর অঞ্চল, খুলনা	১০ম	৩১	১৭	১৮৩	১৩৬	৩৬৭	৩৯	০৫	১৭২	১৩১	৩৪৭	-২০
৬৭	শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর	১০ম	৩১	৬০	৬৬	৮২	২৩৯	২৯	৬২	৭৬	৭৫	২৪২	+০৩
৬৮	শুল্ক কালেক্টরেট শুল্ক ভবন, ঢাকা	১০ম	৪৩	২৬৩	১৮১	১৪৮	৬৩৫	৫০	২২৩	১৩৯	১১৭	৫২৯	-১০৬
৬৯	শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টরেট যশোর,	১০ম	৪২	১৭৬	১৮৫	২৩৭	৬৪০	৫০	১৭৮	১৮৩	২৩৯	৬৫০	+১০
৭০	শুল্ক, আবগারী ভ্যাট কালেক্টরেট ঢাকা, উত্তর	১০ম	৬৭	২৪১	২৯৮	৪০৫	১০১১	৭৩	২০৪	২০৬	২৫৭	৭৪০	-২৭১
৭১	শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টরেট ঢাকা দক্ষিণ	১০ম	৭১	২৫০	৩৭৪	৩৭৫	১০৭০	৬৮	১৯৩	২৩১	২১১	৭০৩	-৩৬৭
৭২	কারা অধিদপ্তর,	১০ম	৮২	৪০	৬৫৯০	২০	৬৭৩২	১৪৯	৯৪	৬৮২৭	২৫-	৭০৯৫	+৩৬৩
৭৩	কর কমিশনার এর কার্যালয়,কর অঞ্চল০১ চট্টগ্রাম	১১তম	৩২	১৬	১৮০	১৩৩	৩৬১	২৬	২১	১৪০	১০২	২৮৯	-৭২
৭৪	কর কমিশনার এর কার্যালয়,কর অঞ্চল০২ চট্টগ্রাম	১১তম	৩১	১৫	১৭১	১২৮	৩৪৫	৩২	০৫	১৫৯	১২২	৩১৮	-২৭
৭৫	কর কমিশনার এর কার্যালয়, কর অঞ্চল০৩ চট্টগ্রাম	১১তম	৩০	১৬	১৭২	১২৮	৩৪৬	৩৪	১২	১৩৬	১১১	২৯৩	-৫৩
৭৬	শুল্ক আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টরেট, চট্টগ্রাম,	১১তম	৭৯	৩০৫	৪০৫	৫৩১	১৩২০	৮৩	২৯৮	৩১৪	৪০১	১০৯৬	-২২৪
৭৭	শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কালেক্টরেট, খুলনা,	১১ তম	৪৯	২০৯	২৭৩	২৬২	৭৯৩	৫৪	২০৭	২২৪	২৩২	৭১৭	-৭৬
৭৮	শুল্ক আবগারী ওভ্যাট কালেক্টরেট বগুড়া	১১তম	৫২	২৩৯	২৪৯	৩৬৯	৯০৯	৬০	২৩১	২৬০	২৯১	৮৪২	-৬৭
৭৯	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষনা ও প্রশিক্ষন ইনষ্টিটিউট (নিপোর্ট)	১১তম	১২৯	৯০	৩৪৭	৪৪৯	১০১৫	১২৯	৯০	৩৪৭	৪৪৯	১০১৫	০
৮০.	অপারেশন ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১১ তম	৪১	১১	১৭৮	৪২	২৭২	৪১	১১	১৭৮	৪২	২৭২	০
৮১	শুল্ক কালেক্টরেট শুল্কভবন, চট্টগ্রাম	১২তম	৯৫	৩০১	৩৪৪	২৮৪	১০২৪	১৩৭	৩১৩	৩১২	২৫৯	১০২১	-০৩
৮২	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পরিদপ্তর (শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট)	১২তম	০৮	০৪	১৭	০৮	৩৭	২৪	১৫	২৩	১২	৭৪	+৩৭
৮৩	কর কমিশনার এর কার্যালয়, কর অঞ্চল, রাজশাহী	১২	৩০	৪৭	১৪৯	১৩৫	৩৬১	২৯	৩৮	১২৩	১০২	২৯২	-৬৯
৮৪	কর আপীল, ট্রাইব্যুনাল ঢাকা	১২	১৯	০	৬১	৩১	১১১	১৯	০	৪০	৪২	১০১	-১০
৮৫	মুখ্য মহানগর হাকিমের দপ্তর, ঢাকা,	১২	১৭	০	৩৬	৩২	৮৫	১৮	০১	৩৮	৩২	৮৯	+০৪
৮৬	মুখ্য মহানগর হাকিমের দপ্তর, চট্টগ্রাম,	১২	০৬	০	১৪	১৪	৩৪	০৭	০	১৬	১৬	৩৯	+০৫
৮৭	মুখ্য মহানগর হাকিমের দপ্তর খুলনা,	১২	০৩	০	১০	১১	২৪	০৫	০	১২	১৩	৩০	+০৬
৮৮	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড,	১২	২৩	২২	৭০	৪৯	১৬৪	১৩	১২	৩৩	৭১	১১৯	-৪৫
৮৯	বাংলাদেশ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	১৩	৩৬	৪৫	৮১	৩৫	১৯৭	৪৩	২৯	৯৪	[illegible]	২০৭	+১০
৯০	ঢাকা আয়কর অঞ্চলের প্রস্তাবিত ৬টি কর কমিশনার এর কার্যালয়,	১৩	২৩৫	১১০	১৩০২	৯১৯	২৫৬৬	১৯১	৯৭	১২৬১	৮৭২	২৩৯১	-১৭৫
৯১	অভিযোগ (তদন্ত) পরিদপ্তর,	১৩	০৯	০২	১৮	০৯	৩৮	০	০	০	০	০	-৩৮
৯২	পরিবেশ অধিদপ্তর,	১৩	৫৭	১৯	৭১	২৬	১৭৩	৭০	২৫	১১৫	৪০	২৫০	+৭৭
৯৩	জাতীয় রোগ প্রতিরোধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান	১৩	৩৪	৩৬	৫০	২৯	১৪৯	৬৫	৩৬	৩৬	৫৬	১৯৩	+৪৪
৯৪	ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর,	১৩	৫৯	১৩	৯১	৫১	২১৪	৬১	৩৯	১২০	৬৮	২৮৭	+৭৩

৯৬	কর গোয়েন্দা ও আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা অধিদপ্তর,	১৪	২১	০২	১১৭	৪৭	১৮৭	১১	০১	৪৩	১৫	৭০	-১১৭
৯৭	মৎস্য পশু সম্পদ তথ্য অধিদপ্তর,	১৪	১৪	০৩	৬৯	২৪	১১০	১৫	০৩	৬৯	২৬	১১৩	+০৩
৯৮	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,	১৪	৪১	০১	১১৫	৫৯	২১৬	৩০	০১	৯৬	৫২	১৭৯	-৩৭
৯৯	ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন,	১৪	২০	০১	৩৭	১৩	৭১	২০	০১	৩৫	১৩	৬৯	-০২
১০০	জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী,	১৪	৪৩	০	৩৪	২৪	৯৮	৩০	০	৩০	২২	৮২	-১৬
১০১	কৃষি তথ্য সার্ভিস,	১৫	১৮	০৩	১৪০	৪৩	২০৪	১৭	০৩	৭৪	২৪	১১৮	-৮৬
১০২	তুলা উন্নয়ন বোর্ড ,	১৫	৭৫	১৫	৫১১	১৯২	৭৯৩	৬৮	১২	৪১৮	১০৫	৬০৩	-১৯০
১০৩	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট,	১৫	১৪২	১৩	১৫২	১০৭	৪১৪	১২৮	০৯	১৫২	১৫২	৪৪১	-২৭
১০৪	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,	১৫	১২৭	০৬	৩৪৯৩	১১০৭	৪৭৩৩	২৫৫	০৮	৩১২৩	৭৩৩	৪১১৯	-৬১৪
১০৫	সেবা পরিদপ্তর,	১৫	২৯	১২৬	১৯৬	৪৬২	৮১৩	২৯	১২৬	১৯৬	৪৬২	৮১৩	০
১০৬	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়,	১৫	১২৮	০	২৭১	৩০৬	৭০৫	১৪৪	০	২৫০	৩১৮	৭১২	+০৭
১০৭	দূতাবাস হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর,	১৬	০৬	০৫	১৭	১২	৪০	০৫	০৪	১৩	০৭	২৯	-১১
১০৮	ডাক, তার ও দূরালাপনী হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর	১৬	১৯	৩৬	২০৬	৩৬	২৯৭	৬৫	৩৯	১৭৮	৩৪	৩১৬	+১৯
১০৯	টার্ন-ওভার কর নির্ধারণ কমিশন	১৬	০	০	০	০	০	০৮	০	২১	১৭	৪৬	+৪৬
১১০	কর মীমাংসা কমিশন,	১৬	০	০	০	০	০	০৭	০	২২	১৪	৪৩	+৪৩
১১১	জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর,	১৬	৭৮	০	২২০	১০৯	৪০৭	৩৫	০	১৫২	৬৫	২৫২	-১৫৫
১১২	রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ একাডেমী চট্টগ্রাম,	১৬	১৭	০৫	৭৪	৩৭	১৩৩	১৭	০২	৬২	৩৩	১১৪	-১৯
১১৩	গণ-গ্রন্থাগার অধিদপ্তর,	১৬	২২	২৪	১৮৪	১৪৬	৩৭৬	২১	২৯	১৭৬	১৭৩	৩৯৯	+২৩
১১৪	আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	১৬	০৯	০১	৪৬	২৯	৮৫	০৯	০১	৪৬	২৯	৮৫	০
১১৫	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৬	০৭	০	১১	১০	২৮	০৯	০১	১৭	২৫	৫২	+২৪
১১৬	নিরীক্ষা ও হিসাব প্রশিক্ষণ একাডেমী	১৭	১৮	০২	০৯	০৭	৩৬	১৮	০৩	২০	২২	৬৩	+২৭
১১৭	শুল্ক, আবগারী ও মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,	১৭	০	০	০	০	০	০৫	০১	১৯	০৭	৩২	+৩২
১১৮	হিসাব নিয়ন্ত্রক (ভূমি) এর কার্যালয়	১৭	০৭	৭৩	৯৬	৭৯	২৫৫	০৭	৫৮	৭৫	৬৪	২০৪	-৫১
১১৯	সরকারী আবাসন পরিদপ্তর,	১৭	১৮	০	১৬৪	২৮১	৪৬৩	১৫	১৮	১৩৩	৬৪	২৩০	-২৩৩
১২০	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,	১৭	৬৫	২৪	২১৯	৯৩	৪০১	৩৫	১৬	১৫৪	৮৬	২৯১	-১১০
১২১	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর,	১৭	২১	১৩	১৭৫	১১৫	৩২৪	৩৬	২১	২৩১	১৪৩	৪৩১	+১০৭
১২২	ভূমি ব্যবস্থাপনা বোর্ড,	১৮	১৭	০১	৬৯	৩৬	১২৩	[illegible]	০১	৪৯	১৪	১০৫	-১৮
১২৩	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর,	১৮	১১০	০৬	৭৯৩	১১৮	১০২৯	১১১	১০	৭৯২	১১২	১০২৫	-৭৪
১২৪	বস্ত্র দপ্তর,	১৮	২৭	২৪	১৭৯	১২৩	৫৬১	০৭	২৪	৩২৮	১০৩	৪৯২	-৭১
১২৫	তথ্য ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তর,	১৮	১৫১	১১৯	৭৯২	৩৩৫	১৩৯৫	[illegible]	৮০	৩৩৭	১৯১	৭৪৯	-৬৪৬
১২৬	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পরিদপ্তর	১৮	[illegible]	০১	৬০	১৫	১৩০	৩৩	০১	৫২	১৫	১০১	-২৯
১২৭	জেলা গেজেটিয়ার অফিস,	১৮	১১	০	১০	১০	৩১	১২	০	১৫	১৩	৪০	+০৯
১২৮	জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট,	২০	৩৬	২৪	১৮৪	২৩৬	৪৮৮	৩৬	২৪	১৯৮	২৫৬	৫১৪	+২৬
১২৯	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	২২	২০	০	২৮	১৫	৬৩	২১	০	৪১	২২	৮৪	+২১
১৩০	নিবন্ধন পরিদপ্তর,	২১	৫৪১	০২	১৬২৭	৬৪৯	২৮১৯	৫৪৮	০৫	১৫৯২	১১০৭	৩২৫২	+৪৩৩
১৩১	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	২০	১০৯	৪৪	৪৪৪	২৪৪	৮৪১	৫০	০	১৪৭	৮১	২৭৮	-৫৬৩
১৩২	সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর	২০	১৮	১৬	৮৫	৪০	১৫৯	১৯	১৭	৮১	৩৩	১৫০	-০৯

১৩৩	সরকারী রেলপথ পরিদর্শকের দপ্তর,	২২	০২	০	০৫	০২	০৯	০৩	০	০৫	০৩	১১	+০২
১৩৪	জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি পদার্থবিদ্যা ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট,	২১	১৮	২৭	৭৮	২৩	১৪৬	১৭	২৮	৮১	২৩	১৪৯	+০৩
১৩৫	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর,	২৬	৮৬	৫৪	১০৩২	১০২	১২৭৪	৭২	৪০	৪১৫	৩৭৩	৯২০	-৩৫৪
১৩৬	পরিবহন মন্ত্রণালয়	২৩	৬০	০৪	১১৮	৬৯	২৫১	৩৫	০	৭৪	৩৬	১৪৫	-১০৬
১৩৭	বক্ষ ব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল,	১৯	৩২	০২	১৭১	২০১	৪০৬	৭৩	০৫	১৭৮	২১৪	৪৭০	+৬৪
১৩৮	বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর,	২৩	২৩৩	২১	১২০৩২	৪৬২৭	১৬৯১৩	২৭০	৮৪	১১৬৬০	৪৫৭৭	১৬৫৯১	-৩২২
১৩৯	অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন পরিদপ্তর,	২৬	১০	১১	৩৩	২২	৭৬	১০	০১	২২	১৩	৪৬	-৩০
১৪০	সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর,	২৩	১৮	১৫	৫৫	৩৪	১২২	১২	০	২২	১২	৪৬	-৭৬
১৪১	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	২৩	৬২	০	১৩৮	৭৪	২৭৪	৩৪	০	৭২	৩৫	১৪১	-১৩৩
১৪২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো,	১৯	১৫	০	২৯	০৬	৫০	১১	০	৩২	০৬	৪৯	-০১
১৪৩	পাট ও বস্ত্র বিভাগ,	২৭	৪১	০	৮৭	৪৫	১৭৩	২২	০	৫৩	২৮	১০৩	-৭০
১৪৪	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,	১৯	৮২৭	২৯৫৭	১৬৭০৪৭	১৬২৮	১৭২৪৫৯	৭৭১	৩২৩৬	১৯০৬৩৬	৯৭৩	১৯৫৬১৬	+২৩১৫৭
১৪৫	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি	১৯	৩৭	৫৬	১৫৭	৪১	২৯১	৫১	১১৪	১৯৪		৪১৮	+১২৭
১৪৬	অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা পরিদপ্তর,	১৯	০৩	০৭	৩৯	১১	৬০	০৩	০৭	৩৯	১১	৬০	০
১৪৭	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৩০	৬৬	০৪	১২৫	৬৮	২৬৩	৪৩	০	৮৩	৪৫	১৭১	-৯২
১৪৮	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষন ব্যুরো		১৩৮	১৪০	১০৭৬	৫৩১	১৮৮৫	১১৫	১০০	৯৮৫	৫৪৮	১৭৬৮	-১১৭
১৪৯	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান,	২৯	২৭	৭৭	৪৭	৫৩	২০৪	৩৭	৭৪	৫৯	৬৫	২৩৫	+৩১
১৫০	হোটেল নিবন্ধন পরিদপ্তর,	২২	০২	০	০৪	০	০৬	০৩	০	১১	০৩	১৭	+১১
১৫১	বাংলাদেশ টেলিভিশন,	৩৮	২৯৭	৩২	৪৩৭	৭৫৪	১৫২০	১৪০	১৬	২২৭	৬৪১	১০২৪	-৪৯৬
১৫২	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়	৩১	২৭	০৪	৯৬	১৫৯	২৮৬	২৫	০৪	৭৭	১৪৯	২৫৫	-৩১
১৫৩	ফরম, মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী পরিদপ্তর,	৩৩	১৮	২৫	১৭৫৭	৫৪৫	২৩৪৫	১৮	২৭	১২৩৯	৪২১	১৭০৫	-৬৪০
১৫৪	পংগু হাসপাতাল ও পুর্নবাসন প্রতিষ্ঠান,	২৮	৪৯	১৩	২১৯	২০৮	৪৮৯	৭৭	১৮	২৩৬	১৬৮	৪৯৯	+১০
১৫৫	১) চিকিৎসা শিক্ষা অধিদপ্তর	৩৪	০	০	০	০	০	২৬	০১	৫৪	৩৫	১১৬	+১১৬
	২) ৮টি মেডিকেল কলেজ		১৭৩৯	৩৭	২৯০৬	৪৭৮৮	৯২৭০	২৫৬০	৫৭	৩০০১	৩৯৮০	৯৫৯৮	+৩২৮
১৫৬	বাংলাদেশ বেতার,	৩১	৬১১	১১০	৮৩৭	১০৬৫	২৬২৫	৪১৫	১১৯	৬৩২	৪৪৪	১৬১০	-১০১৫
১৫৭	স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর,		৬২৭	০	৬৯৯৬	১৯২৫	৯৫৪৮	১৬৮৮	৯৮২	৫২৭০	১৭১০	৮৬৫০	[illegible]
১৫৮	সংস্থাপন বিভাগ		১০৯	০১	২১৪	১২৪	৪৪৮	১৬	০৩	১৪৩	৭৭	২৯১	-১৫৭
১৫৯	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,	৩৬	১৩৩	৫৮২	২০৭১	৬৯৭	৩৭৮৩	২২৩	৩৬৮	২১১৩	৬৭২	৩৫৭৬	-২০৭
১৬০	শিল্প ও বানিজ্য বিভাগ		১১০	০১	[illegible]	১১১	[illegible]	৪৬	০১	১০৬	[illegible]	২০৭	[illegible]
১৬১	[illegible]	৩৬	৭৯	০২	৬৭	১০০৩	০	১৬	০১	৭০	৮১	২৪৬	-০৬
১৬২	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		৩৪৬	০	৭৩৬	৪৯২	১৫৭৫	[illegible]	০২	৫২৬	[illegible]	১১৮৭	-৩৮৭
১৬৩	কৃষি বিপনন অধিদপ্তর	২৯	২৮	০৫	২৯২	১৫৩	৪৭৮	৪১	৫০	১৮৩	৮৩	৩৬৩	-১১৫
১৬৪	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ৬৪টি		১৭৫৮	৩২২	৫৭৫৮	৪৬৬৪	১২৫০২	১২৯২	২৭২	৫১৪১	৪৩৭৫	১১০৮০	-১৪২২
১৬৫	অর্থ বিভাগ	২৪	১৩৫	০১	৩২৮	৯৬	৫৬০	৭৫	০	১৬১	৭৩	৩০৯	-২৫১
১৬৬	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগ	২৮	৭৩	১১	৭৫	৪২	২০১	৬৭	১৩	৭৫	২৬	১৮১	-২০
১৬৭	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী,	২০	৫৩	০১	৬৮	৮২	২০৪	৫২	০১	৬৭	৮১	২০১	-০৩

১৬৮	সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহা-পরিদপ্তর,	২০	৪৫	০১	২৭৮	২৭০	৫৯৪	৪৫	০১	২৭৮	২৭০	৫৯৪	০,
১৬৯	মৎস্য অধিদপ্তর,	২৫	৭৬০	৭১	২১৩৪	৯৮৪	৩৯৪৯	৭৮৭	৫৬৭	১৭৯১	৯৯৩	৪১৩৮	+১৮৯
১৭০	বন অধিদপ্তর	৩৪	১৩৮	০২	২২৩৬	৫০০৬	৭৩৮২	১৩৮	০২	২২৩২	৫০১০	৭৩৮২	০
১৭১	পশু সম্পদ পরিদপ্তর,	২৫	১৪৭৮	০৮	৪৫৬৬	২২৭৮	৮২৯০	১৪১২	০৬	৪৮৪১	২৩৩২	৮৫৯১	+৩০২
১৭২	এর্টনী জেনারেলের অফিস	২১	৩৬	০১	৪৩	২৬	১০৬	৩৭	০১	৪৯	৩৪	১২১	+১৫
১৭৩	আইন অনুবাদ পরিদপ্তর,	২০	০	০	০	০	০	০৩	- ০	০৭	০৬	১৬	+১৬
১৭৪	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর,	২১	৮৬	২৪৬	৩৫২০	২০৯৭	৫৯৪৯	৭৯	৪৯৩	৩৮১৯	২৮০৬	৭১৯৭	+১২৪৮
১৭৫	স্নাতক উত্তোর চিকিৎসা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট,	৩৪	২৮৪	১৯	৫৬১	৫০৯	১৩৭৩	৩২০	২০	৫০৫	৩২৮.	১১৭৩	-২০০
১৭৬	শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়	৩২	৭০	০	১৩৬	৯২	২৯৮	৫৪	০	৯৬	৬২	২১২	-৮৬
১৭৭	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,	৩৭	৮৭১	৪৫২	২৪১৭	১২৪০	৪৯৮০	৭২২	৪৪২	২১৮৪	১০৯৬	৪৪৪৪	৫৩৬
১৭৮	উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর,	৩২	০	০	০	০		৪৭	০১	৯৮	৪৭	১৯৩	০
১৭৯	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর,	৩২	৬৩	৪৯	৫৩৭	২১৫	৮৬৪	১৮২	০১	২৬৬	১৮৩	৬৩২	১৪৪০ -৮৬৪ =+৫৭৬
১৮০	মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৩২	০	০	০	০		১৭৯	০১	২৫৭	১৭৮	৬১৫	[illegible]
১৮১	জাতীয় শিক্ষা বোর্ড,	৩৫	৮৮	৬৮	৭৪৮	২৯৯	১২০৩	৭১	৫৫	৪৫২	১৫৩	৭৩১	-৪৭২
১৮২	ফ্যাসেলিটিজ ডিপার্টমেন্ট	২৬	৯৯	০২	৩৬৬	১০৩	৫৭০	৯৯	০২	৩৭৪	৯১	৫৬৬	-০৪
১৮৩	কৃষি বিভাগ,	৩০	৭৩	৩৬	১০৫	৪৮	২৩২	৪৩	০১	৮৮	২৮	১৯১	[illegible]
১৮৪	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর,	৩৫	৫৭২	৭৬৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	৫৭১	[illegible]	৪৫২৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৮৫	রেজিষ্ট্রারের দপ্তর, সুপ্রীম কোর্ট	৩৪	২২	৪১	৭১০	৩৯৯	১১৭২	১৮	৪১	৭০৯	৪০১	১১৬৯	-১৭
১৮৬	সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়	৩৩	০	০	০	০	০	০৯	০	১৭	১১	৩৭	+৩৭
১৮৭	জজ কোর্টসমূহ ও ১টি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়		৬১৫	০	৩২০৬	৩২১০	৭০৩১	৫৭১	০	২১৩৫	১৪৭৭	৪১৮৩	-২৮৪৮
১৮৮	প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল	৩৩	০৪	০	০৯	০৪	১৭	০৪	০	০৯	০৫	১৮	+০১
১৮৯	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৮	৩৫	০১	৭২	৪২	১৫০	৩০	০১	৫৯	৩৫	১২৫	-২৫
১৯০	খাদ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান বিভাগ	৩৫	৭৮	২৯	১৯৭	৯১	৩৯৫	৫০	১৭	১২৫	৬৪	২৫৬	-১৩৯
১৯১	ভূমি, বন পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		৭৬	০১	১২২	৭৮	২৭৭	৫৪	০১	১২৩	৬৪	২৪২	৩৫
১৯২	আনসার ও ভিডিপি	২৮	২৪৪	২৩৫	১৮৮৭	২৪৯	২৬১৩	১৮৫	০৪	২২২৪	২৫৪	২৬৬৭	+৫৪
১৯৩	কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর	২৬	১৯৬০	৫১১	১৮৩৫৩	৩২২৩	২৪০৪৭	১৫৫৯	৩৭	৯০২২	২০৮১	১২৭২৯	-১১৩১৮
১৯৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩৩	৬৩	০১	১১৭	৭৩	২৫৪	৫৯	০১	১০৪	৬৪	২২৩	-৩১
১৯৫	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর		৩৯	১২	১৬৭	১৯৮	৪১৬	৪১	১২	১৪৬	১৭০	৩৬৯	-৪৭
১৯৬	মহিলা, পরিবার ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৫	৫২	০	৯১	৫৪	১৯৭	৩৪	০২	৬৫	৩৮	১৩৯	-৫৮
১৯৭	ফৌজদারী দেওয়ানী কার্যধারা পরিদপ্তর	২৯	০	০	০	০	০	২৮২	০২	১৯৬	১৪৪	৬২৪	+৬২৪
১৯৮	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	৩৩	৩৮	০২	৬৩	২৮	১৩১	২৮	০২	৫৬	৩৩	১১৯	-১২
১৯৯	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়		৪০	০৮	৩৪৮	১১৪	৫১০	৫০	১৪	২১৪	১১৪	৩৯২	-১১৮
২০০	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	৩৬	৭৫৭	১৪৩	৩২৮৮	১৩০৭	৫৪৯৫	৭৫০	৫৭	২৪৪৫	১৩১১	৪৫৬৩	-৯৩২
২০১	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৯	১১৮	০	১১৩	১০৪	৪৩৫	৮২	০১	১৬৩	৭৬	৩২২	-১১৩
২০২	শ্রম অধিদপ্তর	৩১	১১৩	৫০	২৮৭	২০৫	৬৫৫	১১১	৪৮	২৫৭	১৭৪	৫৯০	-৬৫

২০৩	মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ,	২২	৪০	০	৬৯	৪৯	১৫৮	৩৭	০	৭০	৪৯	১৫৬	-০২
২০৪	কোষ্ট গার্ড অধিদপ্তর		৫৭	৩২	১১৪	২৫৫	৪৫৮	৫৭	৩২	১১৪	২৫৫	৪৫৮	০
২০৫	হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট		৮৫	০২	২২৩	১২৩	৪৩৩	১০০	০৩	১৮৪	১০৬	৩৯৩	-৪০
২০৬	যুব ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৭	৩৭	০	৬২	৪০	১৩৯	২৪	০১	৪৭	২৮	১০০	-৩৯
২০৭	অভ্যন্তরিন সম্পদ বিভাগ	২৭	০৯	০	২১	০৮	৩৮	০৮	০	১৯	০৮	৩৫	-০৩
২০৮	বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়		৬৫	০২	১৫৪	৮৭	৩০৮	৮৮	০২	১৮৬	৯৬	৩৭২	+৬৪
২০৯	বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	২২	৩৩	০	৬৬	৪২	১৪১	৩২	০	৬৪	৩৭	১৩৩	-০৮
২১০	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	২২	২৯	০	৫১	২৭	১০৭	২৩	০	৪৮	২৪	৯৫	-১২
২১১	হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রকের অফিস,		১৯	২৮	৩০২	৬২	৪১১	৩১	২১	১৭৫	৪১	২৬৮	-১৪৩
২১২	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,	৩০	৯৮	০	২০৮	১০৯	৪১৫	৯০	০৫	১৫৭	৯৪	৩৪৬	-৬৯
২১৩	জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থা		২১০	০২	২৬৩	১৭২	৬৪৭	১০১	০১	১৪২	১০৪	৩৪৮	-২৯৯
২১৪	খাদ্য অধিদপ্তর	২৯	২২৩	৬২০	৬৪৪৭	৬৩১৯	১৩৬০৯	৩২২	৫০৪	৪৯২৫	৩৭২৭	৯৪৭৮	-৪১৩১
২১৫	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	২৪	৬৫	০১	১৪৫	৯৪	৩০৫	৩৮	০১	৭০	৪২	১৫১	-১৫৪
২১৬	স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর,	৩১	৬১৪১	৩৩৬	৪৪৯০৬	১১৪০৯	৬৪৯৯৪	৬৮৮০	৩২৯	৩১৭৪৫	১২১৫৯	৫১১১৩	-১১৮৮১
২১৭	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর,	২৮	১২৭৭	১২১৮	৩৭৯২৮	৮৬১৯	৪৯০৪২	১২৬৪	৯৪৪	২১৩৪৭	৫৯৬৯	২৯৫২৪	-১৯৫১৮
২১৮	বাংলাদেশ রাইফেলস	৩৭	৩২১	০	২৭৮২২	১০৩৩	৩০১৭৬	৩১১	০	২৬২৩৮	১৯৩১	২৮৪৮০	-১৬৯৬
২১৯	তথ্য মন্ত্রণালয়	২৪	৪৩	০	৭৭	৪৪	১৬৪	৩৩	০	৬৪	৪২	১৩৯	-২৫
২২০	আইন মন্ত্রণালয়		৫১	০৪	১৩৪	৬০	২৪৯	৩০	০২	৬৩	৩৪	১২৯	১২০
২২১	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়	২৫	৫১	০৩	৫৮	৩৩	১৪৫	৬৭	১৩	৭৫	২৬	১৮১	+৩৬
২২২	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩৩	২৮	০	৫২	৩১	১১১	২৪	০১	৪৩	২৭	৯৫	-১৬
২২৩	গণপূর্ত অধিদপ্তর,	২৫	৬২১	০২	৩৬০৩	১৫১৪	৫৭৪০	৫০৩	১০১১	২৮৬২	১৪১৫	৫৭৯১	+৫১
২২৪	সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কমিশন,	৩৬	২২	০	২৯	১৫	৬৬	৩০	০১	৪০	[illegible]	৯২	+২৬
২২৫	শ্রম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২২	১৭	০	৩৫	২১	৭৩	১৬	০	৩৫	২০	৭১	-০২
২২৬	পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেড মার্কস ও কপি রাইট অধিদপ্তর	২৮	১৭	০১	৫৫	২৪	৯৭	২১	০৯	৪৪	২৫	৯৯	+০২
২২৭	সরকারী যানবাহন পরিদপ্তর		০৯	০৪	১৫১৬	২৪৯	১৭৭৮	০৮	০৪	৪৯৫	১১২	৬১২	-১১৩৯
২২৮	টি এন্ড টি		৬৭৯	৩০	১৩৮১৯	৩৯৫৯	১৮৪৮৭	৭২৭	৪৭	১১৫৬৩	৩৬৬৮	১৮০০৫	-৪৮২
২২৯	ন্যায়পালের কার্যালয়	৩৮	০	০	০	০	০	৪২	০	৮৪	৪৭	১৭৩	+১৭৩
২৩০	বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো	৩৫	০৭	০৫	১৮	১২	৪২	০	০	০	০	০	-৪২
	মোট		৩৩৬৯৯	১৫৩২৩	৪৩৫২৯১	১১৫৩৪৪	৫৯৯৬৫৭	৩৪০৯৮	১৬৬৭৯	৪০১৫৮৭	১০০২৭৪	৫৫২৬৩৮	-৪৭০১৯

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের কারণে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত জনবলের বিষয়ে

প্রাশসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ ।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ইহাদের অধীন সকল অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর ও সংযুক্ত অফিসের নিয়োজিত জনবল পুনর্বিন্যাস ও সুষমকরণের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত জনবল আত্মীকরণের বিষয়ে যে সমস্যা দাঁড়াইবে উহা নিরসণকল্পে কমিটি ১৫-০৫-১৯৮৫ ইং তারিখে জারীকৃত The Surplus Public Servants(Absorption) Ordinance,-1985 এর অলোকে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বিবেচনায় কতিপয় সুপারিশ করিয়াছে । সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ :

০১। বর্তমান সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উদ্বৃত্ত অধিশাখাকে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ওএন্ডএম কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে । সকল উদ্বৃত্ত জনবলের রেজিস্টার এই কমিশন সংরক্ষণ করিবে । জনবল উদ্বৃত্ত হওয়ার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট অফিস উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম পদবীসহ চাকুরী সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রমানাদি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিবের স্বাক্ষরে ওএন্ডএম কমিশনে প্রেরণ করিবে । নন-গেজেটেড কর্মচারীদের সার্ভিস বহি (Service Book) এবং গেজেটেড কর্মকর্তাদের বেলায় CAG অফিস কর্তৃক পূরণকৃত যথাযথ Declaration Form সংরক্ষণ করিবে । এই কমিশনে একটি Accounts Cell থাকিবে । উদ্বৃত্ত জনবল আত্মীকৃত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের বেতন ভাতাদি এই Cell হইতে মিটানো হইবে এবং তাঁহাদের আত্মীকরণের সকল দায়-দায়িত্ব এই কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে । বেতন ভাতাদি মিটানোর জন্য Accounts Cell কে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন । এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইবে না । কারণ বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সব-সব অফিস হইতে বেতন ভাতাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন । এই উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আত্মীকরণের প্রক্রিয়া চলাকালে যদি কেহ The Public Service (Retirement) Act, 1974 এর 4 নং ধারা অনুযায়ী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার পেনশন প্রদান ও অন্যান্য সমুদয় পাওনা ওএন্ডএম কমিশন হইতে প্রদেয় হইবে । তাহাছাড়া পেনশন বা অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর পেনশন প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্থাৎ চাকুরীর দৈর্ঘ্য যাচাই, সন্তোষজনক চাকুরী, ছুটির প্রাপ্যতা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছুটির নগদায়ন, শৃংখলামূলক বিষয়াদি ইত্যাদি শর্তাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য স্বীয় অফিসই যথাযথ কর্তৃপক্ষ । এই ক্ষেত্রে কোন উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পেনশন অথবা অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের পূর্বে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূল অফিস এই বিষয়ে ওএন্ডএম কমিশনকে যথাযথ সহায়তা প্রদান করিবে । এই সকল সহায়তা ও তথ্যাদি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব এর নীচে নয়, এইরূপ কর্মকর্তার স্বাক্ষরে প্রেরণ করিতে হইবে । যদি মূল অফিসই বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র ওএন্ডএম কমিশনে জমা দিতে হইবে, যাহাতে কমিশন হইতেই এই কার্য সম্পাদন করা যায় ।

০২। উদ্বৃত্ত জনবলকে আকর্ষণীয় পর্যায়ের অবসরকালীন সুবিধাদি ও পেনশনজনিত সকল আর্থিক পাওনাদি এককালীন প্রদানের মাধ্যমে উক্ত আইনের ৯(১) ধারায় স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের বিধানকে আরও গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ করা যাইতে পারে । স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিম্নোক্ত হারে অবসর সুবিধাদি দেওয়া যাইতে পারে :

ক. প্রচলিত নিয়মে Gross Pension এর অর্ধাংশের উপর প্রচলিত হারে Gratuity ;

খ. পেনশনের অবশিষ্ট অর্ধাংশ এবং বর্তমানে প্রচলিত মেডিক্যাল ভাতাও সমর্পিত হইবে, ইহার বিপরীতে প্রতি টাকার জন্য বর্তমান পেনশন নীতিমালা অনুযায়ী হারের পরিবর্তে নিম্নোক্ত হারে এককালীন অর্থ প্রদান করা যাইতে পারে :

চাকুরীকাল	প্রতি টাকায় এককালীন প্রদেয়
২৫ বৎসর বা তদূর্ধ্বে	১১৭ টাকা
২০-২৫ বৎসর	১২১ টাকা
১৫-২০ বৎসর	১২৫ টাকা
১০-১৫ বৎসর	১৩০ টাকা ; এবং

গ. স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্যই এই হার প্রযোজ্য হইবে। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই তাহার প্রাপ্য হইবে না। তবে ১০ বৎসরের নীচে যাহাদের চাকুরী হইয়াছে এবং ৫২ বৎসরের বেশী যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহারা 'খ' এ বর্ণিত অতিরিক্ত সুবিধাদি পাইবেন না। অর্থাৎ তাহারা প্রচলিত নিয়মেই অবসর সুবিধাদি পাইবেন।

০৩। কোন পদ বিলুপ্তির কারণে সরকারী অফিসে কর্মরত কর্মচারীকে অবসর দেওয়া যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে তাহাকে অন্ততঃ তিন মাসের নোটিশ দিতে হইবে। অথবা ইহার পরিবর্তে আনুতোষিক দিতে হইবে (বিএসআর ১ম খন্ড ধারা ৩১৭)। একই সংগে যদি কোন বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে যে সময় তিনি কার্যরত ছিলেন উহার জন্য ক্ষতিপূরণ পেনশন (Compensation Pension) বা আনুতোষিক যাহা তাহার পাওনা হয়, তাহা তাহাকে দিতে হইবে। ক্ষতিপূরণ পেনশন (Compensation Pension) বলিতে অবশ্য পেনশনের কোন পৃথক হারের কথা বলা হয় নাই, কারণ এইরূপ পেনশন সাধারণ নিয়মে প্রদেয় পেনশনেরই অনুরূপ। একমাত্র পার্থক্য এই যে, সাধারণ নিয়মে চাকুরী ২৫ বৎসরের কারণে পেনশন সমপরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসাবে পাওয়া যায়। ১০ বৎসর বা তদূর্ধ্বে চাকুরীকালীন সময়ের জন্য সর্বশেষ বেতনের ৩২% হইতে প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য ৩-৪% হারে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ২৫ (পঁচিশ) বৎসর বা তদূর্ধ্বে চাকুরীকালীন সময়ের জন্য পূর্ণ পেনশন (যাহা বেতনের ৮০ শতাংশ) পাওয়া যায়।

০৪। শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১২-০১-৮৯ ইং তারিখের এমই(এসপি)-৪৪/৮৮(খন্ড)-৩৫ নং পরিপত্র এবং ১৫-০৩-৯২ ইং তারিখের সম(এসপি)-৪৪/৮৮-১৮৪ নং পরিপত্রে বর্ণিত নির্দেশ অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে। গেজেটেড পদ-মর্যাদার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আত্মীকরণ নির্দেশ ওএন্ডএম কমিশনের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরে জারী করিতে হইবে।

০৫। The Surplus Public Servents (Absorption) Ordinance, 1985 এর 5(4) নং- ধারা মোতাবেক একজন উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৫(১) ধারায় একবারই আত্মীকরণের বিধান রহিয়াছে । যেহেতু রাজস্ব খাতের পদে আত্মীকরণের সুযোগ সীমিত, সেইহেতু সাময়িকভাবে উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উন্নয়ন প্রকল্পের পদেও আত্মীকরণ করা যাইতে পারে । সেই ক্ষেত্রে কমিটির ১ নং সুপারিশ মত ওএন্ডএম কমিশনে সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর Lien থাকিবে । প্রকল্প সমাপ্ত হইয়া রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর হইলে উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী তাহার পদসহ রাজস্ব বাজেটাধীন পদে স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatically) নিয়মিতভাবে আত্মীকৃত হইবেন । তবে প্রকল্প সমাপ্ত হইয়া রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর না হইলে উক্ত উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ওএন্ডএম কমিশনে প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং কমিশন তাহাকে পুনরায় আত্মীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে । এই প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ যদি কোন উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন উন্নয়ন প্রকল্পের পদে আত্মীকৃত হন, কিন্তু প্রকল্পটি/পদটি রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত না হয়, শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে পুন: আত্মীকরণের অবকাশ থাকিবে । তদনুযায়ী একজন উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে একাধিকবার আত্মীকরণের সুযোগ থাকিবে বিধায় উক্ত Ordinance এর ৫(৪) নং ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন প্রয়োজন হইবে ।

০৬। সাধারণত: প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসজনিত ও পদ সংকোচনের কারণেই বিভিন্ন অফিস, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে । উদ্বৃত্ত ঘোষণা করিবার ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু নীতিমালা অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় । চাকুরীতে সর্বকনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উদ্বৃত্ত ঘোষণা করিবার বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়াই সমীচীন । অর্থাৎ যে পদটি বিলুপ্ত হইবে উহার পদধারীর চাইতে Junior কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী না থাকিলে, উক্ত পদধারী উদ্বৃত্ত বলিয়া ঘোষিত হইবার যোগ্য হইবেন । অন্যদিকে যদি একই অফিসের বিলুপ্ত পদটির অনুরূপ ভিন্ন একটি পদে (অভিন্ন কার্যক্রম, বেতনক্রম ও মর্যাদাভুক্ত পদ), বিলুপ্ত পদের পদধারীর চাইতে কোন Junior পদধারী কর্মরত থাকেন, তবে সর্বকনিষ্ঠ পদধারীকে উদ্বৃত্ত ঘোষণা করাই বিধেয় হইবে ।

(ম. নূরউন নবী চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যার যৌক্তিক পুনর্বিন্যাস

স্বাধীনতা লাভের পর বিগত ২৫ বৎসরের ধারা (Trend) পর্যালোচনা কালে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সংখ্যা ও পরিধিতে সময় ভিত্তিক ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৭২ সালে ২১টি মন্ত্রণালয় লইয়া বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৫ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া ২৬টিতে দাঁড়ায়। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীর পর এই সংখ্যা ১৩টিতে কমিয়া আসে। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৩০টিতে দাঁড়ায়। আবার ১৯৭৮ সালের সামরিক শাসনের আওতায় নির্বাচিত সরকার মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ২৪টিতে কমাইয়া আনে। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৩৪টিতে দাঁড়ায়। আবার ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারীর পর মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ১৯টিতে কমিয়া আসে। পরবর্তীতে ক্রমানবয়ে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ১৯৯১ সালে ৩৩টি এবং ১৯৯৫ সালে ৩৫টিতে উন্নীত হয়। দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা এবং উহাদের কার্যপরিধি এ যাবৎ মূলত: রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা (সংসদীয় গণতন্ত্র, রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতন্ত্র ও সামরিক শাসন) এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় মন্ত্রীদের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে প্রায় অনুরূপ কাজের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কেবলমাত্র বিভাগ এমন কি উইং হিসাবে থাকিতে পারে এমন বিভাগ/উইং কে আলাদা মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। একটি স্থিতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য ইহা মোটেই কাম্য নয়।

২। উপরি-উক্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কমিটি বর্তমান মন্ত্রণালয়/বিভাগের (ক) কাজের পরিমাণ (Work load), (খ) কাজের প্রকৃতি (nature of work), (গ) এক বা একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য ও পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক, (ঘ) সংসদীয় গণতন্ত্রকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার পূর্ব-শর্ত, (ঙ) মুক্ত বাজার অর্থনীতির আলোকে অর্থ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, (চ) একটি জবাবদিহিতামূলক স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা পূর্বক একটি যুক্তিপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিদ্যমান ৫১টি একক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ৩৫টি একক মন্ত্রণালয়/বিভাগে পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করিয়াছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বিদ্যমান ৩৬টি মন্ত্রণালয়ের স্থলে ২২টি মন্ত্রণালয় থাকিবে (প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসের বিস্তারিত যৌক্তিকতা পরিশিষ্ট-'জ১' হইতে দেখা যাইতে পারে)। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য এবং সার্কভুক্ত ও দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বিদ্যমান বিরাট সংখ্যক মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাইতে প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা অধিকতর যৌক্তিক হইবে।

৩। রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অনেক সময় মন্ত্রণালয়ের তুলনায় মন্ত্রীর সংখ্যা বেশী হইতে পারে। ইত:পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনেই মূলত: মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হইয়াছে। তবে কমিটি মনে করে যে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা না বাড়াইয়াও মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব। বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে এক বা একাধিক প্রতিমন্ত্রী/উপ মন্ত্রী নিয়োগ করা যাইতে পারে। এই সকল প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীগণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়াও গণ-সংযোগ কার্য সম্পাদন করিবেন।

পরিশিষ্ট-'ক১'

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যার যৌক্তিক পুনর্বিন্যাস

নং।	বর্তমান মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সুপারিশকৃত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সুপারিশের যৌক্তিকতা/কারণ
১।	রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ১.১। জন বিভাগ ১.২। আপন বিভাগ	০১। রাষ্ট্রপতির সচিবালয় (জন বিভাগ ও আপন বিভাগ একত্রে)	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের কাজের পরিমাণ ও ধরন বিবেচনায় জন বিভাগ ও আপন বিভাগ নামে দুইটি আলাদা বিভাগের কোন যৌক্তিকতা আছে বলিয়া মনে হয় না । এই দুইটি বিভাগকে একীভূত করিয়া একজন সচিবের অধীনে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হইয়াছে ।
২।	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় ২.১। প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয় ২.২। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ২.৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২.৪। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ২.৫। বিশেষ কার্যাদি বিভাগ ২.৬। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	০২। প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় ২.১। প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় ২.২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২.৩। সংস্থাপন বিভাগ (বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়) ২.৪। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ২.৫। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও ও মূল্যায়ন বিভাগ	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ে বিদ্যমান প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগসহ সংস্থাপন বিভাগ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হইয়াছে । সংস্থাপন বিভাগের কাজের ধরন এবং প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের সহিত উহার সম্পর্ক বিবেচনায় ইহাকে একটি আলাদা মন্ত্রণালয় হিসাবে না দেখাইয়া প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন একটি বিভাগ হিসাবে দেখানোই অধিক যৌক্তিক হইবে । এদিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকিয়া একটি অর্থবহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হইয়াছে ।
৩।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়)		
৪।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০৩। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রতিরক্ষা বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ একত্রে)	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের কাজের ধরন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহিত উহার সম্পর্ক বিবেচনায় উহাকে আলাদা একটি বিভাগ হিসাবে প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে না রাখিয়া প্রতিরক্ষা বিভাগের সহিত একীভূত করিয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা সুপারিশ করা হইয়াছে ।
৫।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৪। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (বিশেষ কার্যাদি বিভাগ একটি উইং হিসাবে)	পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ সমস্যা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত বিশেষ কার্যাদি বিভাগের কাজের ধরন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহিত উহার সম্পর্ক বিবেচনায় উহাকে প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে একটি আলাদা বিভাগ হিসাবে না রাখিয়া একটি উইং হিসাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা সুপারিশ করা হইয়াছে ।

ক্র:নং	বর্তমান মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সুপারিশকৃত মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সুপারিশের যৌক্তিকতা/কারণ
২৪।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৩। যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	কাজের ধরন, পরিমাণ ও পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক বিবেচনায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দুইটিকে একীভূত করিয়া এক যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় নামকরণের সুপারিশ করা হইয়াছে ।
২৫।	সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
২৬।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ২৬.১। স্থানীয় সরকার বিভাগ ২৬.২। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১৪। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	কাজের ধরন, পরিমাণ ও পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক বিবেচনায় বিদ্যমান স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে একীভূত করিয়া এক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় নামকরণের সুপারিশ করা হইয়াছে ।
২৭।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ২৭.১। সড়ক ও রেলপথ বিভাগ ২৭.২। যমুনা সেতু বিভাগ	১৫। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সড়ক, রেল, নৌ, বিমান, ডাক ও টেলিফোনকে একটি পারিস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সমন্বিত যোগাযোগ পদ্ধতি (Integrated Communication System) হিসাবে বিবেচনা করিয়া অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের সহিত অধিক সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি এবং বৈদেশিক/আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সহিত সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপর একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হইয়াছে । তদনুসারে সড়ক, রেল এবং সমুদ্র বন্দর ব্যতিরেকে অভ্যন্তরীণ নৌ-যোগাযোগকে লইয়া এক পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সমুদ্র বন্দর, বেসামরিক বিমান চলাচল, পর্যটন, ডাক ও টেলিযোগাযোগকে লইয়া এক যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে ।
২৮।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	১৬। পরিবহন মন্ত্রণালয়	
২৯।	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়		
৩০।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়		
৩১।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৭। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	কাজের ধরন ও নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য এই এক মন্ত্রণালয়টিকে অপরিবর্তিত রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে ।
৩২।	তথ্য মন্ত্রণালয়	১৮। তথ্য মন্ত্রণালয়	কাজের ধরন ও নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য এই এক মন্ত্রণালয়টিকে অপরিবর্তিত রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে ।
৩৩।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৯। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	কাজের ধরন ও নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য এই এক মন্ত্রণালয়টিকে অপরিবর্তিত রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে ।

ক্র:নং:	বর্তমান মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সুপারিশকৃত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সুপারিশের যৌক্তিকতা/কারণ
৩৪।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২০। গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	কাজের ধরন ও নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য এই একক মন্ত্রণালয়টিকে অপরিবর্তিত রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে। তবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নাম কিছুটা সংশোধন করিয়া গণপূর্ত মন্ত্রণালয় রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে।
৩৫।	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	২১। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	কাজের ধরন ও নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য এই একক মন্ত্রণালয়টিকে অপরিবর্তিত রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে।
৩৬।	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	২২। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	কাজের ধরন ও নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য এই একক মন্ত্রণালয়টিকে অপরিবর্তিত রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে।
৩৭।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৩। ধর্ম মন্ত্রণালয়	কাজের ধরন ও নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য এই একক মন্ত্রণালয়টিকে অপরিবর্তিত রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে। তবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম কিছুটা সংশোধন করিয়া ধর্ম মন্ত্রণালয় রাখার সুপারিশ করা হইয়াছে।
		২৪। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়	প্রশাসন হইতে বিচার বিভাগকে আলাদা করার যে প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে উহার প্রেক্ষিতে সরাসরি প্রধান বিচারপতির অধীনে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় নামে একটি আলাদা বিভাগ সৃষ্টির সুপারিশ করা হইয়াছে।
		২৫। সংসদ সচিবালয়	সংসদ সচিবালয়ের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরাসরি জাতীয় সংসদের স্পীকারের অধীনে বিদ্যমান সংসদ সচিবালয়কে ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হইয়াছে।
		২৬। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরাসরি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধীনে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হইয়াছে।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের জনবল সুষমকরণ ও আনুষংগিক অসুবিধাদি দূরীকরণ

উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথ ভাবে চিহ্নিতকরণ, প্রকল্প সারপত্র /ছক প্রণয়ন ও উহার অনুমোদন এবং পর্যালোচনা/পরিবীক্ষণের মাধ্যমে উহাদের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই মূলত: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা ইউনিট (তৎকালীন পরিকল্পনা কোষ) সৃষ্টি করা হয় । কিন্তু অধিকাংশ মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প সংশিলষ্ট কাজের পরিমাণের তুলনায় বিদ্যমান জনবলের সংখ্যা এবং পদওয়ারী বন্টন সুষম নয় । ইহা ছাড়া বিদ্যমান ব্যবস্হায় পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাদেরকে মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তাদের ন্যায় সরকারী আদেশ জারী কিংবা সরকারের পক্ষে স্বাক্ষরের ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই । ফলে উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত, প্রণয়ন, অনুমোদন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে বেশ কিছু দুর্বলতা/সমস্যা/সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হইতেছে । ইতোমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ECNEC) বৈঠকসহ দেশী/বিদেশী বিশেষজ্ঞ প্রণীত বিভিন্ন প্রতিবেদনে উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটসমূহকে শক্তিশালী ও উহার জনবল সুষমকরণের সুপারিশ/প্রস্তাব প্রদান করা হইয়াছে । এই প্রেক্ষিতেই কিছু সহজ পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটসমূহের জনবল সুষমকরণের জন্য সুপারিশটি প্রণয়ন করা হইয়াছে । প্রয়োজনীয় জনবলের সংখ্যা নির্ধারণে একটি যৌক্তিক নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটসমূহের কাজের পরিমাণ (Work Load) নির্ণয়ের জন্য নিম্নেবর্ণিত ৭টি উল্লেখযোগ্য নির্ণায়ক (Criterion) চিহ্নিত করা হয় ।

(ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা ;

(খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংখ্যা ;

(গ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প প্রতি প্রাক্কলিত ব্যয় ;

(ঘ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রদত্ত প্রকল্প প্রতি বরাদ্দ ;

(ঙ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্প প্রতি প্রকৃত ব্যয় ;

(চ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে আওতাধীন সংস্হা সংখ্যা ; এবং

(ছ) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ।

০২। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উল্লেখিত ৭টি নির্ণায়কের ভিত্তিতে স্ব- স্ব মান (Value) প্রদান করা হয় । ইহাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সূচক মান ব্যতিরেকে অপর ৬টি নির্ণায়কের ক্ষেত্রে বিগত তিনটি অর্থবৎসরের (১৯৯০-৯১,১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩) গড় মান প্রদান করা হয় । অত:পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অর্জিত মানসমূহকে স্কোরে (Score) রূপান্তর করা হয় । স্কোরে রূপান্তর করার সময় কাজের পরিমাণে নির্ণায়কের ভূমিকা অনুযায়ী যথাযথ গুরুত্ব (Weightage) প্রদান করা হয় । এই পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করিয়া উহার জন্য ৩০, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংখ্যা এবং আওতাধীন সংস্হা সংখ্যার প্রতিটির জন্য ১৫ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রদত্ত বরাদ্দ, প্রকৃত ব্যয় ও ভবিষ্যৎ সম্ভবনা সূচক মান এর প্রতিটির জন্য ১০ স্কোর নির্ধারণ করা হয় । অর্থাৎ সর্বমোট ১০০

স্কোর নির্ধারণ করিয়া প্রতিটি মন্ত্রণালয় বিভাগকে ৭টি নির্ণায়কের ক্ষেত্রে উহাদের দ্বারা অর্জিত স্কোরের ভিত্তিতে মোট স্কোর প্রদান করা হয় (পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য)। স্কোরের শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান অর্থাৎ মানের ব্যাপ্তি (Range) এবং বিভিন্ন ধাপে উহাদের পৌন:পুনিকতা (Frequency) বিবেচনা করা হয়। নিম্নে ৭টি নির্ণায়কের ব্যাপ্তি সহ স্কোর ও উহাদের শ্রেণী বিন্যাস প্রদান করা হইল :

(ক) <u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা</u>

স্কোর : ৩০

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ৯৯; সর্বনিম্ন : ০১

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

০ :	০
১-৫ :	১০
৬-১০ :	১৫
১১-২০ :	২০
২১-৫০ :	২৫
৫০ > :	৩০

(খ) <u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংখ্যা</u>

স্কোর : ১৫

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ৭৩; সর্বনিম্ন : ০

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

০ :	০
১-৫ :	০৫
৬-২০ :	১০
২০ > :	১৫

(গ) <u>আওতাধীন সংস্থার সংখ্যা</u>

স্কোর : ১৫

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ১৪; সর্বনিম্ন : ০

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

১-৫ :	৫
৬-১০ :	১০
১০ > :	১৫

(ঘ) <u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্প প্রতি প্রাক্কলিত ব্যয়</u>

স্কোর : ১০

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ২৪৩ কোটি; সর্বনিম্ন : ০১ কোটি

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

০.০১ কোটি - ১০.০০ কোটি :	০৫
১০.০০ কোটি > :	১০

(ঙ) <u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রদত্ত প্রকল্প প্রতি বরাদ্দ</u>

স্কোর : ১০

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ২৩ কোটি; সর্বনিম্ন : ০.৫০ কোটি

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

০.০১ কোটি - ১০.০০ কোটি :	০৫
১০.০০ কোটি > :	১০

(চ) <u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্প প্রতি প্রকৃত ব্যয়</u>

স্কোর : ১০

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ১৯ কোটি; সর্বনিম্ন : ০.৫০ কোটি

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

০.০১ কোটি - ১০.০০ কোটি :	০৫
১০.০০ কোটি > :	১০

(ছ) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সূচক মান
স্কোর : ১০
ব্যপ্তি : প্রযোজ্য নয়

স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস
ঋণাত্মক/কম সম্ভাবনাময় : ০
বর্তমান ধারায় চলবে : ০৫
অত্যন্ত সম্ভাবনাময় : ১০

০৩। অত:পর প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে মানের ক্রমানুসারে সাজাইয়া ৫টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় (পরিশিষ্ট- 'খ' দ্রষ্টব্য)। গ্রুপে বিভক্ত করার সময় প্রথমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত স্কোরের গড় (Mean=x=৫৯.৮৫) নির্ণয় করা হয়। এই গড় মান হইতে ২৫% পর্যন্ত অধিক (< ৭৪.৮১) স্কোর সম্পন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে (ক্রমিক নং ১২ হইতে ১৫ পর্যন্ত মোট ৪টি) মধ্যম গ্রুপ (গ্রুপ -'গ') হিসাবে ধরা হয়। গড় মান হইতে ২৫%-৫০% অধিক (৭৪.৮১-৮৯.৭৮) মান সম্পন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে (ক্রমিক নং ৭ হইতে ১১ পর্যন্ত মোট ৫টি) মধ্যম গ্রুপ হইতে এক ধাপ উচ্চতর গ্রুপ (গ্রুপ- 'খ') এবং গড় মান হইতে ২৫% পর্যন্ত কম (৪৪.৮৯ >) মান সম্পন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে (ক্রমিক নং ১৬ হইতে ২৪ পর্যন্ত মোট ৯টি) মধ্যম গ্রুপ হইতে এক ধাপ নিম্ন গ্রুপ (গ্রুপ- 'ঘ') হিসাবে ধরা হয়।এদিকে গড় মান অপেক্ষা ৫০% এর অধিক (৮৯.৭৮ >) মান সম্পন্ন ৬টি (ক্রমিক নং ১ হইতে ৬) মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সর্বাপেক্ষা উচ্চতর গ্রুপে (গ্রুপ-'ক') দেখানো হয়। পক্ষান্তরে, গড় মান অপেক্ষা ২৫% এর অধিক কম (< ৪৪.৮৯) মান সম্পন্ন ৯টি (ক্রমিক নং ২৫ হইতে ৩৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সর্বাপেক্ষা নিম্ন গ্রুপে (গ্রুপ-'ঙ') দেখানো হয় (পরিশিষ্ট- 'খ' দ্রষ্টব্য)।

০৪। সর্বশেষ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত ৩৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য নিম্নরূপ সুষম জনবল চিহ্নিত করা হয় :

গ্রুপ	ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্পের গড় সংখ্যা	প্রাপ্ত গড় স্কোর	প্রস্তাবিত সুষম জনবল				
					যুগ্ম-প্রধান	উপ-প্রধান	সহকারী প্রধান	গবেষণা কর্মকর্তা	মোট
'ক'	১- ৬	৬টি	৭০	৯০-৯৫	১	২	৩	৫	১১
'খ'	৭-১১	৫টি	৪৭	৭৫-৮৫	১	২	২	৪	৯
'গ'	১২-১৫	৪টি	২৭	৬০-৭০	১	১	২	৩	৭
'ঘ'	১৬-২৪	৯টি	০৯	৪৫-৫৫	-	১	১	২	৪
'ঙ'	২৫-৩৩	৯টি	০৩	৩০-৪০	-	-	১	২	৩

০৫। মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিদ্যমান জনবল ও কর্মকান্ডের ধরণ বিবেচনা করিয়া কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত জনবলের কিছু ব্যতিক্রম প্রস্তাব করা হইয়াছে। এদিকে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত লোকবল নিয়োজিত থাকার কারণে পরিকল্পনা বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য আলাদাভাবে কোন লোকবলের সুপারিশ করা হয় নাই। পক্ষান্তরে, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিয়া নূতনভাবে সৃষ্টির জন্য সুপারিশকৃত সংসদ সচিবলায় ও সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় উভয়ের জন্য ১ জন করিয়া গবেষণা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা যাইতেছে।

০৬। পরিকল্পনা বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ব্যতিরেকে যে ৩২টি (নূতনভাবে সৃষ্টির জন্য সুপারিশকৃত ২টিসহ) মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য লোকবল প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যুগ্ম-প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা উইং এবং উপ-প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা ব্রাঞ্চও উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করিবে। অবশিষ্ট ৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত ১-৩ জন সহকারী প্রধান/গবেষণা কর্মকর্তা শাখা/ডেস্ক কর্মকর্তা হিসাবে সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব এর নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া অনুরূপ কাজ করিবে।

০৭। প্রস্তাবিত লোকবল কেবলমাত্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বহির্ভূত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে নিয়োজিত কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের জন্য অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হইবে। একই ভাবে অর্থনৈতিক/উন্নয়ন কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের (অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা উইং, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উপ-ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নীতি পরিকল্পনা উপ-ইউনিট, ইত্যাদি) পরিকল্পনা ইউনিটের জন্যও অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হইতে পারে। ইহাছাড়া আন্ত:মন্ত্রণালয়, বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি, ইত্যাদি সভায় উপস্থাপিতব্য প্রকল্প সারপত্র/প্রকল্প ছকের উপর যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের (সংস্থাপন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, ভূমি, বন, পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও মহিলা, পরিবার ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়) মন্তব্য প্রদান করিতে হয় উহাদের পরিকল্পনা ইউনিটের জন্যও অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হইতে পারে।

০৮। বর্তমানে সরকারের Rules of Business এর Schedule-II এ সচিবালয়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের পদবী (যেমন- সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিব) অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের পদবী (যেমন- যুগ্ম-প্রধান, উপ-প্রধান, সহকারী প্রধান ও গবেষণা কর্মকর্তা) অন্তর্ভুক্ত নাই। ফলে পরিকল্পনা ইউনিট কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করিয়া প্রকল্প সারপত্র/ছক প্রণয়নের সমুদয় কাজ সম্পাদন করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-প্রধানের পরিবর্তে প্রকল্প সারপত্র/ছক শুধুমাত্র স্বাক্ষরের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত অন্য কোন যুগ্ম-সচিবের নিকট প্রেরণ করিতে হয়। একই ভাবে পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত কোন কর্মকর্তা উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন সরকারী আদেশ জারী করিতে পারেন না বিধায় এই সকল আদেশ জারীর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত অন্য কোন সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/উপ-সচিব/যুগ্ম-সচিবের নিকট উপস্থাপন করিতে হয়। ইহা উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়নে অযথা দীর্ঘ সূত্রিতার সৃষ্টি করে। ইহাছাড়া পদবীগত বৈষম্যের কারণে পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণ একই সংগে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে একই কক্ষে কর্মরত সমস্কেল ও মর্যাদা সম্পন্ন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য প্রদত্ত সহায়তাকারী কর্মচারী (Supporting Staff) ও অন্যান্য সুযোগ সবিধাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। ইহা সুষ্ঠু কাজের পরিবেশের পরিপন্থী। আবার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদবী অভিন্ন হইলেও বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদবী একই পর্যায়ে বহুবিধ। যেমন সহকারী সচিব সমপর্যায়ের বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের পদবী গবেষণা

কর্মকর্তা, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সহকারী প্রকৌশলী, পরিসংখ্যানবিদ, মূল্যায়নবিদ ইত্যাদি । ইহা প্রায়ই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে । তবে সচিবালয় কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের পদবী পুনর্বিন্যাস করিয়া যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), উপ-সচিব (পরিকল্পনা), সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) এবং সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) করা হইলে একদিকে যেমন উন্নয়ন কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রশাসনিক আদেশ জারী ও অর্থ অবমুক্তিতে অযথা কালক্ষেপণ দূর হইবে, অন্যদিকে সচিবালয় কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে । এই ব্যবস্থায় কোন প্রকার আর্থিক সংশ্লেষ হইবে না, আইনগত কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না, আন্ত: ক্যাডার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা বা বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে না এবং বর্তমানে সম্পাদনরত কাজের কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না । সর্বোপরি সচিবালয়ে কর্মরত অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের মত একই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ফলে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মাঝে যে উৎসাহ ও উদ্যমের সৃষ্টি হইবে তাহা উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখিবে ।

০৯। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের বর্তমান জনবলের মধ্যে বেশকিছু পদ ক্যাডার বহির্ভূত অবস্থায় আছে । এই সকল পদ বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত হওয়া দরকার । তবে বর্তমান পদাধিকারীসহ এই সকল পদ ক্যাডারভুক্ত করার কোন অবকাশ নাই । আবার বর্তমান পদাধিকারী ব্যতিরেকে এই সকল পদ ক্যাডারভুক্ত করা হইলে চাকুরীচ্যুতির মত সংবেদনশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে । এই প্রেক্ষিতে বর্তমান পদাধিকারীর অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত এই সকল পদ ক্যাডার বহির্ভূত রাখার এবং পরবর্তীতে ঐ পদগুলিকে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত করার প্রস্তাব করা যাইতেছে ।

১০। <u>সুপারিশ মালা :</u>

১০.১ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের জন্য ৫টি শ্রেণী বিশিষ্ট সুষম জনবলের সুপারিশ করা হইল (অনুচ্ছেদ-৩-৬) ;

১০.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের জন্য নির্ধারণকৃত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের পদবী যুগ্ম-প্রধান, উপ-প্রধান, সহকারী প্রধান ও গবেষণা কর্মকর্তার স্থলে যথাক্রমে, যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), উপ-সচিব (পরিকল্পনা), সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) ও সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) হিসাবে পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করা হইল (অনুচ্ছেদ-৮) ; এবং

১০.৩ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের বিদ্যমান ক্যাডার বহির্ভূত পদ বর্তমান পদাধিকারীর অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত ক্যাডার বহির্ভূত রাখার এবং পরবর্তীতে ঐ পদগুলিকে বিসিএস(ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত করার সুপারিশ করা হইল (অনুচ্ছেদ-০৯)।

(ম. নূরউন নবী চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

ARC#11/mpmd-n/11-04-1996.

কর্মকর্তা, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সহকারী প্রকৌশলী, পরিসংখ্যানবিদ, মূল্যায়নবিদ ইত্যাদি । ইহা প্রায়ই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে । তবে সচিবালয় কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের পদবী পুনর্বিন্যাস করিয়া যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), উপ-সচিব (পরিকল্পনা), সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) এবং সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) করা হইলে একদিকে যেমন উন্নয়ন কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রশাসনিক আদেশ জারী ও অর্থ অবমুক্তিতে অযথা কালক্ষেপণ দূর হইবে, অন্যদিকে সচিবালয় কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে । এই ব্যবস্থায় কোন প্রকার আর্থিক সংশ্লেষ হইবে না, আইনগত কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না, আন্ত: ক্যাডার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা বা বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে না এবং বর্তমানে সম্পাদনরত কাজের কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না । সর্বোপরি সচিবালয়ে কর্মরত অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের মত একই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ফলে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মাঝে যে উৎসাহ ও উদ্যমের সৃষ্টি হইবে তাহা উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখিবে ।

০৯। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের বর্তমান জনবলের মধ্যে বেশকিছু পদ ক্যাডার বহির্ভূত অবস্থায় আছে । এই সকল পদ বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত হওয়া দরকার । তবে বর্তমান পদাধিকারীসহ এই সকল পদ ক্যাডারভুক্ত করার কোন অবকাশ নাই । আবার বর্তমান পদাধিকারী ব্যতিরেকে এই সকল পদ ক্যাডারভুক্ত করা হইলে চাকুরীচ্যুতির মত সংবেদনশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে । এই প্রেক্ষিতে বর্তমান পদাধিকারীর অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত এই সকল পদ ক্যাডার বহির্ভূত রাখার এবং পরবর্তীতে ঐ পদগুলিকে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত করার প্রস্তাব করা যাইতেছে ।

১০। <u>সুপারিশ মালা :</u>

১০.১ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের জন্য ৫টি শ্রেণী বিশিষ্ট সুষম জনবলের সুপারিশ করা হইল (অনুচ্ছেদ-৩-৬) ;

১০.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের জন্য নির্ধারণকৃত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের পদবী যুগ্ম-প্রধান, উপ-প্রধান, সহকারী প্রধান ও গবেষণা কর্মকর্তার স্থলে যথাক্রমে, যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), উপ-সচিব (পরিকল্পনা), সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) ও সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) হিসাবে পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করা হইল (অনুচ্ছেদ-৮) ; এবং

১০.৩ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের বিদ্যমান ক্যাডার বহির্ভূত পদ বর্তমান পদাধিকারীর অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত ক্যাডার বহির্ভূত রাখার এবং পরবর্তীতে ঐ পদগুলিকে বিসিএস(ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত করার সুপারিশ করা হইল (অনুচ্ছেদ-০৯)।

(ম. নূরউন নবী চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

ARC#11/mpmd-n/11-04-1996.

F00

কর্মকর্তা, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সহকারী প্রকৌশলী, পরিসংখ্যানবিদ, মূল্যায়নবিদ ইত্যাদি । ইহা প্রায়ই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে । তবে সচিবালয় কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের পদবী পুনর্বিন্যাস করিয়া যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), উপ-সচিব (পরিকল্পনা), সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) এবং সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) করা হইলে একদিকে যেমন উন্নয়ন কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রশাসনিক আদেশ জারী ও অর্থ অবমুক্তিতে অযথা কালক্ষেপণ দূর হইবে, অন্যদিকে সচিবালয় কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে । এই ব্যবস্থায় কোন প্রকার আর্থিক সংশ্লেষ হইবে না, আইনগত কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না, আন্ত: ক্যাডার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা বা বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে না এবং বর্তমানে সম্পাদনরত কাজের কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না । সর্বোপরি সচিবালয়ে কর্মরত অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের মত একই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ফলে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মাঝে যে উৎসাহ ও উদ্যমের সৃষ্টি হইবে তাহা উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখিবে ।

০৯। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের বর্তমান জনবলের মধ্যে বেশকিছু পদ ক্যাডার বহির্ভূত অবস্থায় আছে । এই সকল পদ বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত হওয়া দরকার । তবে বর্তমান পদাধিকারীসহ এই সকল পদ ক্যাডারভুক্ত করার কোন অবকাশ নাই । আবার বর্তমান পদাধিকারী ব্যতিরেকে এই সকল পদ ক্যাডারভুক্ত করা হইলে চাকুরীচ্যুতির মত সংবেদনশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে । এই প্রেক্ষিতে বর্তমান পদাধিকারীর অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত এই সকল পদ ক্যাডার বহির্ভূত রাখার এবং পরবর্তীতে ঐ পদগুলিকে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত করার প্রস্তাব করা যাইতেছে ।

১০। <u>সুপারিশ মালা :</u>

১০.১ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের জন্য ৫টি শ্রেণী বিশিষ্ট সুষম জনবলের সুপারিশ করা হইল (অনুচ্ছেদ-৩-৬) ;

১০.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের জন্য নির্ধারণকৃত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের পদবী যুগ্ম-প্রধান, উপ-প্রধান, সহকারী প্রধান ও গবেষণা কর্মকর্তার স্থলে যথাক্রমে, যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), উপ-সচিব (পরিকল্পনা), সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) ও সহকারী সচিব (পরিকল্পনা) হিসাবে পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করা হইল (অনুচ্ছেদ-৮) ; এবং

১০.৩ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের বিদ্যমান ক্যাডার বহির্ভূত পদ বর্তমান পদাধিকারীর অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত ক্যাডার বহির্ভূত রাখার এবং পরবর্তীতে ঐ পদগুলিকে বিসিএস(ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত করার সুপারিশ করা হইল (অনুচ্ছেদ-০৯)।

(ম. নূরউন নবী চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

ARC#11/mpmd-n/11-04-1996.

০৫। মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিদ্যমান জনবল ও কর্মকান্ডের ধরণ বিবেচনা করিয়া কোন কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত জনবলের কিছু ব্যতিক্রম প্রস্তাব করা হইয়াছে । এদিকে বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত লোকবল নিয়োজিত থাকার কারণে পরিকল্পনা বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য আলাদাভাবে কোন লোকবলের সুপারিশ করা হয় নাই । পক্ষান্তরে, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিয়া নূতনভাবে সৃষ্টির জন্য সুপারিশকৃত সংসদ সচিবলায় ও সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় উভয়ের জন্য ১ জন করিয়া গবেষণা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা যাইতেছে ।

০৬। পরিকল্পনা বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ব্যতিরেকে যে ৩২টি (নূতনভাবে সৃষ্টির জন্য সুপারিশকৃত ২টিসহ) মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য লোকবল প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যুগ্ম-প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা উইং এবং উপ-প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা ব্রাঞ্চও উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করিবে । অবশিষ্ট ৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত ১-৩ জন সহকারী প্রধান/গবেষণা কর্মকর্তা শাখা/ডেস্ক কর্মকর্তা হিসাবে সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব এর নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া অনুরূপ কাজ করিবে ।

০৭। প্রস্তাবিত লোকবল কেবলমাত্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে । বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বহির্ভূত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে নিয়োজিত কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের জন্য অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হইবে : একই ভাবে অর্থনৈতিক/উন্নয়ন কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের (অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা উইং, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উপ-ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নীতি পরিকল্পনা উপ-ইউনিট, ইত্যাদি) পরিকল্পনা ইউনিটের জন্যও অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হইতে পারে । ইহাছাড়া আন্ত:মন্ত্রণালয়, বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি, ইত্যাদি সভায় উপস্থাপিতব্য প্রকল্প সারপত্র /প্রকল্প ছকের উপর যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের (সংস্থাপন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, ভূমি, বন, পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও মহিলা, পরিবার ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়) মন্তব্য প্রদান করিতে হয় উহাদের পরিকল্পনা ইউনিটের জন্যও অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হইতে পারে ।

০৮। বর্তমানে সরকারের Rules of Business এর Schedule-II এ সচিবালয়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের পদবী (যেমন- সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিব) অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের পদবী (যেমন- যুগ্ম-প্রধান, উপ-প্রধান, সহকারী প্রধান ও গবেষণা কর্মকর্তা) অন্তর্ভুক্ত নাই । ফলে পরিকল্পনা ইউনিট কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করিয়া প্রকল্প সারপত্র /ছক প্রণয়নের সমুদয় কাজ সম্পাদন করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-প্রধানের পরিবর্তে প্রকল্প সারপত্র /ছক শুধুমাত্র স্বাক্ষরের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত অন্য কোন যুগ্ম-সচিবের নিকট প্রেরণ করিতে হয় । একই ভাবে পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত কোন কর্মকর্তা উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন সরকারী আদেশ জারী করিতে পারেন না বিধায় এই সকল আদেশ জারীর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত অন্য কোন সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/উপ-সচিব/যুগ্ম-সচিবের নিকট উপস্থাপন করিতে হয় । ইহা উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়নে অযথা দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি করে ।ইহাছাড়া পদবীগত বৈষম্যের কারণে পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণ একই সংগে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে একই কক্ষে কর্মরত সমস্কেল ও মর্যাদা সম্পন্ন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য প্রদত্ত সহায়তাকারী কর্মচারী (Supporting Staff) ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে । ইহা সুষ্ঠু কাজের পরিবেশের পরিপন্থী । আবার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদবী অভিন্ন হইলেও বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদবী একই পর্যায়ে বহুবিধ । যেমন সহকারী সচিব সমপর্যায়ের বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের পদবী গবেষণা

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটের জনবল সুষমকরণ ও আনুষংগিক অসুবিধাদি দূরীকরণ

উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথ ভাবে চিহ্নিতকরণ, প্রকল্প সারপত্র /ছক প্রণয়ন ও উহার অনুমোদন এবং পর্যালোচনা/পরিবীক্ষণের মাধ্যমে উহাদের সুষ্ঠু
বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই মূলত: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা ইউনিট (তৎকালীন পরিকল্পনা কোষ) সৃষ্টি করা হয় । কিন্তু অধিকাংশ
মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজের পরিমাণের তুলনায় বিদ্যমান জনবলের সংখ্যা এবং পদওয়ারী বন্টন সুষম নয় । ইহা ছাড়া
বিদ্যমান ব্যবস্থায় পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাদেরকে মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তাদের ন্যায় সরকারী আদেশ জারী কিংবা
সরকারের পক্ষে সবাক্ষরের ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই । ফলে উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত, প্রণয়ন, অনুমোদন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে বেশ
কিছু দূর্বলতা/সমস্যা/সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হইতেছে । ইতোমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী
কমিটির (ECNEC) বৈঠকসহ দেশী/বিদেশী বিশেষজ্ঞ প্রণীত বিভিন্ন প্রতিবেদনে উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগের
পরিকল্পনা ইউনিটসমূহকে শক্তিশালী ও উহার জনবল সুষমকরণের সুপারিশ/প্রস্তাব প্রদান করা হইয়াছে । এই প্রেক্ষিতেই কিছু সহজ পরিসংখ্যান পদ্ধতি
ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটসমূহের জনবল সুষমকরণের অত্র সুপারিশটি প্রণয়ন করা হইয়াছে । প্রয়োজনীয়
জনবলের সংখ্যা নির্ধারণে একটি যৌক্তিক নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটসমূহের কাজের পরিমাণ (Work
Load) নির্ণয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ৭টি উল্লেখযোগ্য নির্ণায়ক (Criterion) চিহ্নিত করা হয় ।

(ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা ;

(খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংখ্যা ;

(গ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প প্রতি প্রাক্কলিত ব্যয় ;

(ঘ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রদত্ত প্রকল্প প্রতি বরাদ্দ ;

(ঙ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্প প্রতি প্রকৃত ব্যয় ;

(চ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে আওতাধীন সংস্থা সংখ্যা ; এবং

(ছ) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ।

০২। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উল্লেখিত ৭টি নির্ণায়কের ভিত্তিতে স্ব- স্ব মান (Value) প্রদান করা হয় । ইহাদের মধ্যে
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সূচক মান ব্যতিরেকে অপর ৬টি নির্ণায়কের ক্ষেত্রে বিগত তিনটি অর্থবৎসরের (১৯৯০-৯১,১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩) গড় মান প্রদান
করা হয় । অত:পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অর্জিত মানসমূহকে স্কোরে (Score) রূপান্তর করা হয় । স্কোরে রূপান্তর করার সময়
কাজের পরিমাণে নির্ণায়কের ভূমিকা অনুযায়ী যথাযথ গুরুত্ব (Weightage) প্রদান করা হয় । এই পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যাকে সর্বাপেক্ষা
গুরুত্ব আরোপ করিয়া উহার জন্য ৩০, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংখ্যা এবং আওতাধীন সংস্থা সংখ্যার প্রতিটির জন্য ১৫ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়, বার্ষিক
উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রদত্ত বরাদ্দ, প্রকৃত ব্যয় ও ভবিষ্যৎ সম্ভবনা সূচক মান এর প্রতিটির জন্য ১০ স্কোর নির্ধারণ করা হয় । অর্থাৎ সর্বমোট ১০০

স্কোর নির্ধারণ করিয়া প্রতিটি মন্ত্রণালয় বিভাগকে ৭টি নির্ণায়কের ক্ষেত্রে উহাদের দ্বারা অর্জিত স্কোরের ভিত্তিতে মোট স্কোর প্রদান করা হয় (পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য)। স্কোরের শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান অর্থাৎ মানের ব্যাপ্তি (Range) এবং বিভিন্ন ধাপে উহাদের পৌনঃপুনিকতা (Frequency) বিবেচনা করা হয়। নিম্নে ৭টি নির্ণায়কের ব্যাপ্তি সহ স্কোর ও উহাদের শ্রেণী বিন্যাস প্রদান করা হইল :

(ক) <u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা</u>

স্কোর : ৩০

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ৯৯

সর্বনিম্ন : ০১

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

০ :	০
১-৫ :	১০
৬-১০ :	১৫
১১-২০ :	২০
২১-৫০ :	২৫
৫০ > :	৩০

(খ) <u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংখ্যা</u>

স্কোর : ১৫

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ৭৩

সর্বনিম্ন : ০

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

০ :	০
১-৫ :	০৫
৬-২০ :	১০
২০ > :	১৫

(গ) <u>আওতাধীন সংস্থার সংখ্যা</u>

স্কোর : ১৫

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ১৪

সর্বনিম্ন : ০

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

১-৫ :	৫
৬-১০ :	১০
১০ > :	১৫

(ঘ) <u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্প প্রতি প্রাক্কলিত ব্যয়</u>

স্কোর : ১০

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ২৪৩ কোটি

সর্বনিম্ন : ০১ কোটি

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

০.০১ কোটি - ১০.০০ কোটি :	০৫
১০.০০ কোটি > :	১০

(ঙ) <u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রদত্ত প্রকল্প প্রতি বরাদ্দ</u>

স্কোর : ১০

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ২৩ কোটি

সর্বনিম্ন : ০.৫০ কোটি

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

০.০১ কোটি - ১০.০০ কোটি :	০৫
১০.০০ কোটি > :	১০

(চ) <u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্প প্রতি প্রকৃত ব্যয়</u>

স্কোর : ১০

ব্যাপ্তি : সর্বোচ্চ : ১৯ কোটি

সর্বনিম্ন : ০.৫০ কোটি

<u>স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস</u>

০.০১ কোটি - ১০.০০ কোটি :	০৫
১০.০০ কোটি > :	১০

(ছ) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সূচক মান
স্কোর : ১০
ব্যপ্তি : প্রযোজ্য নয়

স্কোর এর শ্রেণী বিন্যাস

ঋণাত্মক/কম সম্ভাবনাময়	:	০
বর্তমান ধারায় চলবে	:	০৫
অত্যন্ত সম্ভাবনাময়	:	১০

০৩। অত:পর প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে মানের ক্রমানুসারে সাজাইয়া ৫টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় (পরিশিষ্ট- 'খ' দ্রষ্টব্য) । গ্রুপে বিভক্ত করার সময় প্রথমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত স্কোরের গড় (Mean=x=৫৯.৮৫) নির্ণয় করা হয় । এই গড় মান হইতে ২৫% পর্যন্ত অধিক (< ৭৪.৮১) স্কোর সম্পন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে (ক্রমিক নং ১২ হইতে ১৫ পর্যন্ত মোট ৪টি) মধ্যম গ্রুপ (গ্রুপ -'গ') হিসাবে ধরা হয় । গড় মান হইতে ২৫%-৫০% অধিক (৭৪.৮১-৮৯.৭৮) মান সম্পন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে (ক্রমিক নং ৭ হইতে ১১ পর্যন্ত মোট ৫টি) মধ্যম গ্রুপ হইতে এক ধাপ উচ্চতর গ্রুপ (গ্রুপ- 'খ') এবং গড় মান হইতে ২৫% পর্যন্ত কম (৪৪.৮৯ >) মান সম্পন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে (ক্রমিক নং ১৬ হইতে ২৪ পর্যন্ত মোট ৯টি) মধ্যম গ্রুপ হইতে এক ধাপ নিম্ন গ্রুপ (গ্রুপ- 'ঘ') হিসাবে ধরা হয় ।এদিকে গড় মান অপেক্ষা ৫০% এর অধিক (৮৯.৭৮ >) মান সম্পন্ন ৬টি (ক্রমিক নং ১ হইতে ৬) মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সর্বাপেক্ষা উচ্চতর গ্রুপে (গ্রুপ-'ক') দেখানো হয় । পক্ষান্তরে, গড় মান অপেক্ষা ২৫% এর অধিক কম (< ৪৪.৮৯) মান সম্পন্ন ৯টি (ক্রমিক নং ২৫ হইতে ৩৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সর্বাপেক্ষা নিম্ন গ্রুপে (গ্রুপ-'ঙ') দেখানো হয় (পরিশিষ্ট- 'খ' দ্রষ্টব্য) ।

০৪। সর্বশেষ পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত ৩৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য নিম্নরূপ সুষম জনবল চিহ্নিত করা হয় :

গ্রুপ	ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্পের গড় সংখ্যা	প্রাপ্ত গড় স্কোর	প্রস্তাবিত সুষম জনবল				
					যুগ্ম-প্রধান	উপ-প্রধান	সহকারী প্রধান	গবেষণা কর্মকর্তা	মোট
'ক'	১- ৬	৬টি	৭০	৯০-৯৫	১	২	৩	৫	১১
'খ'	৭-১১	৫টি	৪৭	৭৫-৮৫	১	২	২	৪	৯
'গ'	১২-১৫	৪টি	২৭	৬০-৭০	১	১	২	৩	৭
'ঘ'	১৬-২৪	৯টি	০৯	৪৫-৫৫	-	১	১	২	৪
'ঙ'	২৫-৩৩	৯টি	০৩	৩০-৪০	-	-	১	২	৩

পরিশিষ্ট- 'ক'

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটসমূহের শ্রেণীবিন্যাস :

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	এডিপিভুক্ত গড় উন্নয়ন প্রকল্প		এডিপিভুক্ত গড় সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প		এডিপিভুক্ত গড় অধিনস্ত সংস্থা		এডিপিভুক্ত প্রকল্প প্রতি গড় প্রাক্কঃ ব্যয়		এডিপিতে প্রদত্ত প্রকল্প প্রতি গড় বরাদ্দ		এডিপিভুক্ত প্রকল্প প্রতি গড় প্রকৃত ব্যয়		ভবিষ্যত সম্ভাবনাসূচক	মোট স্কোর
		সংখ্যা	স্কোর	সংখ্যা	স্কোর	সংখ্যা	স্কোর	পরিমাণ	স্কোর	পরিমাণ	স্কোর	পরিমাণ	স্কোর	স্কোর	
১।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭৩	৩০	৪৮	১৫	৭	১০	২৪৩	১০	২৩	১০	১৯	১০	১০	৯৫
২।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৭৬	৩০	৬৫	১৫	১১	১৫	৫৩	১০	১১	১০	৯	৫	১০	৯৫
৩।	পরিবহন মন্ত্রণালয়	৭৪	৩০	৪৫	১৫	৭	১০	৯৬	১০	১১	১০	১১	১০	১০	৯৫
৪।	কৃষি বিভাগ	৫৫	৩০	৩৭	১৫	১৩	১৫	৭৭	১০	৭	৫	৭	৫	১০	৯০
৫।	ভূমি, বন, পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮৮	৩০	৭১	১৫	৭	১০	৫৪	১০	১১	১০	৭	৫	১০	৯০
৬।	শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ	৫৩	৩০	৩২	১৫	১৫	১৫	৯২	১০	৫	৫	৮	৫	১০	৯০
৭।	শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়	৬২	৩০	৩০	১৫	৭	১০	২২	১০	৩	৫	৩	৫	১০	৮৫
৮।	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	৬৮	৩০	৪৩	১৫	৪	৫	৩৫	১০	৫	৫	৪	৫	১০	৮০
৯।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৪০	২৫	২৩	১৫	৯	১০	৫৮	১০	৭	৫	৭	৫	১০	৮০
১০।	মহিলা, পরিবার ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৬	৩০	৪৪	১৫	৪	৫	১৬	১০	৩	৫	২	৫	১০	৮০
১১।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	১১	২০	১১	১০	১	৫	১৫১	১০	২৪	১০	১৭	১০	১০	৭৫
১২।	গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২৮	২৫	৫	৫	৮	১০	১৮	১০	৩	৫	৩	৫	১০	৭০
১৩।	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩১	২৫	২০	১০	৫	৫	৩১	১০	৫	৫	৩	৫	১০	৭০
১৪।	যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	৩০	২৫	৮	১০	১২	১৫	৭	৫	২	৫	১	৫	৫	৭০
১৫।	খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১৮	২০	১৪	১০	১	৫	২০	১০	৩	৫	৩	৫	৫	৬০
১৬।	তথ্য মন্ত্রণালয়	৯	১৫	৬	১০	৪	৫	১৪	১০	৪	৫	২	৫	৫	৫৫
১৭।	পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	১১	২০	২	৫	৪	৫	১৭	১০	২	৫	১	৫	৫	৫৫
১৮।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১	২০	৩	৫	৩	৫	১১	১০	৪	৫	৩	৫	৫	৫৫
১৯।	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	১০	১৫	৬	১০	২	৫	৬	৫	১	৫	১	৫	৫	৫০

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	এডিপিভুক্ত গড় উন্নয়ন প্রকল্প		এডিপিভুক্ত গড় সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প		এডিপিভুক্ত গড় অধিনস্ত সংস্থা		এডিপিভুক্ত প্রকল্প প্রতি গড় প্রাক্কঃ ব্যয়		এডিপিতে প্রদত্ত প্রকল্প প্রতি গড় বরাদ্দ		এডিপিভুক্ত প্রকল্প প্রতি গড় প্রকৃত ব্যয়		ভবিষ্যত সম্ভাবনাসূচক	মোট স্কোর
		সংখ্যা	স্কোর	সংখ্যা	স্কোর	সংখ্যা	স্কোর	পরিমাণ	স্কোর	পরিমাণ	স্কোর	পরিমাণ	স্কোর	স্কোর	
২০।	পরিকল্পনা বিভাগ	১৩	২০	৮	১০	২	৫	৩	৫	১	৫	১	৫	০	৫০
২১।	সংস্থাপন বিভাগ	৮	১৫	৬	১০	২	৫	১৫	১০	২	৫	১	৫	০	৫০
২২।	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়	৪	১০	২	৫	২	৫	২৩	১০	৫	৫	৫	৫	৫	৪৫
২৩।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৬	১৫	৪	৫	৪	৫	১১	১০	১	৫	১	৫	০	৪৫
২৪।	অর্থ বিভাগ	৬	১৫	৩	৫	২	৫	১৩	১০	২	৫	২	৫	০	৪৫
২৫।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১	১০	১	৫	০	০	৫০	১০	২১	১০	৪	৫	০	৪০
২৬।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	৬	১৫	০	০	১	৫	৫	৫	১	৫	১	৫	০	৩৫
২৭।	পরিসংখ্যান বিভাগ	১০	১৫	৫	৫	১	৫	৬	৫	১	৫	১	৫	০	৩৫
২৮।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২	১০	২	৫	০	০	১৪	১০	২	৫	২	৫	০	৩৫
২৯।	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়	১	১০	১	৫	১	৫	১	৫	১	৫	১	৫	০	৩৫
৩০।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৫	১০	৫	৫	০	০	৩	৫	১	৫	১	৫	০	৩০
৩১।	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২	১০	১	৫	০	০	১	৫	১	৫	১	৫	০	৩০
৩২।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১	১০	১	৫	০	০	২	৫	১	৫	১	৫	০	৩০
৩৩।	আইন মন্ত্রণালয়	২	১০	০	০	০	০	১	১০	১	৫	১	৫	০	৩০

টীকা: উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ভবিষ্যত সম্ভাবনা ব্যতিরেকে ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ ইং সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের গড় মানের উপর ভিত্তি করিয়া অন্যান্য ৬টি নির্ণায়কের স্কোর নির্ধারণ করা হয়।

সূত্র: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

C#09/cpw-n.wks/11-04-1996.

পরিশিষ্ট-

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন
মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিট এর জনবল পুনর্গঠনের সুপারিশ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মোট স্কোর	বর্তমান জনবল						প্রস্তাবিত জনবল						পরিবর্তন					
			প্রধান	যুগ্ম-প্রধান	উপ-প্রধান	সহকারী প্রধান	গবেষণা কর্মকর্তা	মোট	প্রধান	যুগ্ম-প্রধান	উপ-প্রধান	সহকারী প্রধান	গবেষণা কর্মকর্তা	মোট	প্রধান	যুগ্ম-প্রধান	উপ-প্রধান	সহকারী প্রধান	গবেষণা কর্মকর্তা	মোট
০১।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯৫	--	২	২	--	৫	৯	--	১	২	৩	৫	১১	০	-১	০	+৩	০	+২
০২।	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৯৫	--	--	২	৩	৬	১১	--	১	২	৩	৫	১১	০	+১	০	০	-১	০
০৩।	পরিবহন মন্ত্রণালয়	৯৫	--	২	৪	২	৮	১৬	--	১	২	৩	৫	১১	০	-১	-২	+১	-৩	-৫
০৪।	ভূমি, বন, পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯০	--	১	৩	৬	১০	২০	--	১	২	৩	৫	১১	০	০	-১	-৩	-৫	-৯
০৫।	কৃষি বিভাগ	৯০	--	১	২	৩	৬	১২	--	১	২	২	৪	৯	০	০	০	-১	-২	-৩
০৬।	শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ	৯০	--	১	২	২	৭	১২	--	১	২	২	৪	৯	০	০	০	০	-৩	-৩
০৭।	শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়	৮৫	--	১	৩	৫	৬	১৫	--	১	২	২	৪	৯	০	০	-১	-৩	-২	-৬
০৮।	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	৮০	--	১	১	২	৪	৮	--	১	২	২	৪	৯	০	০	+১	০	০	+১
০৯।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৮০	--	১	১	৩	৭	১২	--	১	২	২	৪	৯	০	০	+১	-১	-৩	-৩
১০।	মহিলা, পরিবার ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮০	--	--	২	৬	৮	১৬	--	১	২	২	৪	৯	০	+১	০	-৪	-৪	-৭
১১।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	৭৫	--	--	১	১	২	৪	--	১	১	২	৩	৭	০	+১	০	+১	+১	+৩
১২।	গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৭০	--	১	১	৩	--	৫	--	১	১	২	৩	৭	০	০	০	-১	+৩	+২
১৩।	মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭০	--	--	১	৩	৪	৮	--	১	১	২	৩	৭	০	+১	০	-১	-১	-১
১৪।	যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়	৭০	--	--	২	২	৫	৯	--	১	১	২	৩	৭	০	+১	-১	০	-২	-২
১৫।	খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৬০	--	--	২	৪	৬	১২	--	১	১	২	৩	৭	০	০	০	+১	-২	-২
১৬।	তথ্য মন্ত্রণালয়	৫৫	--	--	১	১	২	৪	--	--	১	১	২	৪	০	০	০	০	০	০
১৭।	পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	৫৫	--	--	২	১	৩	৬	--	--	১	১	২	৪	০	০	-১	০	-১	-২
১৮।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৫৫	--	--	--	--	১	১	--	--	১	১	২	৪	০	০	+১	+১	+১	+৩
১৯।	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	৫০	--	--	১	২	৪	৭	--	--	১	১	২	৪	০	০	০	-১	-২	-৩
২০।	পরিকল্পনা বিভাগ	৫০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	০	০	০	০	০	০
২১।	সংস্থাপন বিভাগ	৫০	--	--	--	১	২	৩	--	--	১	১	২	৪	০	০	+১	০	০	+১
২২।	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়	৪৫	--	--	--	--	--	--	--	--	১	১	২	৪	০	০	+১	+১	+২	+৪
২৩।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৪৫	--	--	--	--	১	১	--	--	১	১	২	৪	০	০	+১	+১	+১	+৩
২৪।	অর্থ বিভাগ	৩৫	--	--	--	--	--	--	--	--	১	১	২	৪	০	০	+১	+১	+২	+৪

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মোট স্কোর	বর্তমান জনবল						প্রস্তাবিত জনবল						পরিবর্তন					
			প্রধান	যুগ্ম-প্রধান	উপ-প্রধান	সহকারী প্রধান	গবেষণা কর্মকর্তা	মোট	প্রধান	যুগ্ম-প্রধান	উপ-প্রধান	সহকারী প্রধান	গবেষণা কর্মকর্তা	মোট	প্রধান	যুগ্ম-প্রধান	উপ-প্রধান	সহকারী প্রধান	গবেষণা কর্মকর্তা	মোট
২৫।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৪০	--	--	--	--	১	১	--	--	--	১	২	৩	0	0	0	+১	+১	+২
২৬।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	৩৫	--	--	--	১	১	২	--	--	--	১	২	৩	0	0	0	0	+১	+১
২৭।	পরিসংখ্যান বিভাগ	৩৫	--	--	--	--	--	--	--	--	--	১	২	৩	0	0	0	+১	+২	+৩
২৮।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩৫	--	--	--	--	--	--	--	--	--	১	২	৩	0	0	0	+১	+২	+৩
২৯।	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়	৩৫	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	১	১	0	0	0	0	+১	+১
৩০।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৩৩	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
৩১।	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৩৩	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
৩২।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৩৩	--	--	--	--	১	১	--	--	--	--	১	১	0	0	0	0	0	0
৩৩।	আইন মন্ত্রণালয়	৩৩	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	১	১	0	0	0	0	+১	+১
৩৪।	সংসদ সচিবালয়	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	১	১	0	0	0	0	+১	+১
৩৫।	সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	১	১	0	0	0	0	+১	+১
	সার্বিক অবস্থা :	--	--	১১	৩৩	৫১	১০০	১৯৫	--	১৫	৩৩	৪৬	৮৮	১৮২	0	+৪	0	-৫	-১২	-১৩

টীকা:

১। বর্তমান জনবলে কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনে জড়িত কর্মকর্তা দেখানো হইয়াছে। উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যাবলীর সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকায় বর্তমান মন্ত্রণালয়/বিভাগ কাঠামোর আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা উপ-ইউনিটের ৬টি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উপ-ইউনিটের ৩টি, তথ্য মন্ত্রণালয়ে জনসংখ্যা উপ-ইউনিটের ২টি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকৌশল উপ-ইউনিটের ৫টি, মৎস ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের মৎস উপদেষ্ট উপ-ইউনিটের ৩টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের উপ-বিজ্ঞান উপদেষ্টর অধীনে সৃষ্ট ২টি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পরিসংখ্যান ও গবেষণা, প্রশিক্ষণ, বিদেশে নিয়োগ, ইত্যাদির জন্য সৃষ্ট ৮টি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকৌশল উপদেষ্টার অধীনে সৃষ্ট ১টি, অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা উইং, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) এবং যুগ্ম-সচিব (বহিঃঅর্থায়ন) এর অধীনে সৃষ্ট ১৬টি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকৌশল উপ-ইউনিটের অধীনে সৃষ্ট ২টি এবং পাট মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ও কৌশল উপ-ইউনিটের অধীনে ২টি পদসহ সর্বমোট ৫৩টি ইকনমিক ক্যাডারভুক্ত পদ বর্তমান জনবলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। পক্ষান্তরে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পের কাজে সরাসরি নিয়োজিত থাকায় সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলীর ১টি, সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগের সহকারী সচিবের ১টি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে সম্প্রতি সৃষ্ট ৪টি, পূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের (উন্নয়ন) ১টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম-প্রধানের ১টি, রেলপথ বিভাগের নিজস্ব পরিকল্পনা ইউনিটে সৃষ্ট ৯টি (রেলওয়ে তথ্য পুস্তিকা প্রণয়নের জন্য সৃষ্ট ২টি পদ ব্যতিরেকে), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে সহকারী সচিবের ১টি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে সম্প্রতি সৃষ্ট ১টি, বস্ত্র মন্ত্রণালয়ে সৃষ্ট ৩টি এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে সৃষ্ট ৩টিসহ মোট ২৫টি ইকনমিক ক্যাডার বহির্ভূত পদ বর্তমান জনবলে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

২। রেলপথ বিভাগের বিদ্যমান অতিরিক্ত প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তার ১টি পদ এবং মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের পরিকল্পনা কর্মকর্তার ১টি পদ চাকে বর্ণিত বর্তমান পদসমূহের মধ্যবর্তী স্কেল হওয়ায় উহাদেরকে যথাক্রমে উপ-প্রধান ও গবেষণা কর্মকর্তা হিসাবে দেখানো হইয়াছে।

৩। প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের যে সকল ক্ষেত্রে বিদ্যমান একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে একীভূত করা হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে বর্তমান জনবল সমন্বিত করা হইয়াছে।

ARC#09/mdpu-n.wks/11-04-1996.

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ী জনবল

বেসরকারী খাতের গৌণ ভূমিকা পালনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তথা প্রবৃদ্ধি এখন পর্যন্ত মূলত: সরকারী খাতের উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু ও যথাযথ বাস্তবায়ন নির্ভরশীল । কিন্তু প্রাক্কলিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে সরকারী খাতের অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ার কারনে লক্ষ্যমাত্রা হইতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অনেকটা পিছাইয়া আছে । বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল স্বল্পোন্নত দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেখানে এখনই বাৎসরিক ৮-৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন পূর্বক উহাকে ক্রমানবয়ে ১২-১৩ শতাংশে উন্নীত করিতে হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন, যেখানে ১৯৭৩ হইতে ১৯৯৩ পর্যন্ত গড়ে কেবলমাত্র ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হইয়াছে । এই ধারা (trend) পরিবর্তন করিতে হইলে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের (Structural Adjustment) আওতায় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও দক্ষ ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক (Macroeconomic) ব্যবস্থাপনা ছাড়াও অনতিবিলম্বে সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে ।

০২। সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এযাবৎ অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ, বিশেষ করিয়া স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দের স্বল্পতাকে মূলত: দায়ী করা হইত । কিন্তু ১৯৯০ পরবর্তী সময়ে যখন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য স্থানীয় মুদ্রায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান সম্ভব হইল, তখন দেখা গেল অর্থ বরাদ্দ নয় বরং ব্যয় করাই সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে । বিগত তিনটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের (প্রধান কর্মসূচী ও সংস্থার নিজস্ব তহবিল কর্মসূচী) আর্থিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল :

(কোটি টাকায়)

বৎসর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ			প্রকৃত ব্যয়		
		মোট	স্থানীয় মুদ্রা (মোট বরাদ্দের %)	প্রকল্প সাহায্য (মোট বরাদ্দের %)	মোট (বরাদ্দের %)	স্থানীয় মুদ্রা (বরাদ্দের %)	প্রকল্প সাহায্য (বরাদ্দের %)
১৯৯০-৯১	৫৭৮	৫৩৩৯	১৯০৭ (৩৬)	৩৪৩২ (৬৪)	৪৯৩৭ (৯২)	২০৫৩ (১০৮)	২৮৮৪ (৮৪)
১৯৯১-৯২	৬৬৮	৬৩৩৮	২৬১০ (৪১)	৩৭২৮ (৫৯)	৫৪৭৪ (৮৬)	২২৮৫ (৮৮)	৩১৮৯ (৮৬)
১৯৯২-৯৩	৬৯৯	৭১০৬	৩১৯৬ (৪৫)	৩৯১০ (৫৫)	৫৬৭৯ (৮০)	২৫৫৯ (৮০)	৩১২০ (৮০)

সূত্র : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ।

উপরি-উক্ত ছক হইতে দেখা যাইবে যে, যেখানে ১৯৯০-৯১ সালের মোট বরাদ্দের তুলনায় স্থানীয় মুদ্রার বরাদ্দ ৩৬ শতাংশ হইতে ক্রমানবয়ে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৯১-৯২ সালে ৪১ শতাংশ এবং ১৯৯২-৯৩ সালে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হইয়াছে । সেখানে ১৯৯০-৯১ সালের বরাদ্দের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় ১০৮ শতাংশ হইতে ক্রমানবয়ে হ্রাস পাইয়া ১৯৯১-৯২ সালে ৮৮ শতাংশ এবং ১৯৯২-৯৩ সালে ৮০ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে ।

০৩। এদিকে একই সময়ে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতির তুলনায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি আরও নৈরাশ্যজনক । ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ সালে যথাক্রমে ৮৬% আর্থিক অগ্রগতির বিপরীতে ৫৬%, ৮৪% আর্থিক অগ্রগতির বিপরীতে ৫৩% এবং ৮৯% আর্থিক অগ্রগতির বিপরীতে ৬০% বাস্তবায়ন অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে । এই তিনটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ধার্যকৃত বার্ষিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল :

বৎসর	মোট প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তব অগ্রগতি (বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার শতাংশ)					
		১০০%	৭৬-৯৯%	৫১-৭৫%	২৬-৫০%	০১-২৫	০%
		প্রকল্প সংখ্যা (%)	প্রকল্প সংখ্যা (%)	প্রকল্প সংখ্যা (%)	প্রকল্প সংখ্যা (%)	প্রকল্প সংখ্যা (%)	প্রকল্প সংখ্যা (%)
১৯৯০-৯১	৫৯৮	১৬৪ (২৭)	৯৪ (১৬)	১০৬ (১৮)	৮৫ (১৪)	৪৮ (৮)	১০১ (১৭)
					২৩৪ (৩৯%)		
১৯৯১-৯২	৬৬৫	১৫৯ (২৪)	১০৯ (১৬)	১০৫ (১৬)	৯৩ (১৪)	৭৬ (১১)	১২৩ (১৯)
					২৯২ (৪৪%)		
১৯৯২-৯৩	৬৯৯	১৭৭ (২৫)	১৮১ (২৬)	৯৫ (১৪)	৭৫ (১১)	৪৩ (৬)	১২৮ (১৮)
					২৪৬ (৩৫%)		

সূত্র: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

উপরি-উক্ত ছক হইতে দেখা যাইবে যে, বার্ষিক ধার্যকৃত বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে গড়ে কেবলমাত্র ২৫ শতাংশ প্রকল্প ১০০% বা পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হইয়াছে। এদিকে গড়ে ৪০ শতাংশ প্রকল্প কেবলমাত্র ৫০% বা অর্ধেক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করিয়াছে, যাহার মধ্যে ১৮ শতাংশ প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতিই সাধিত হয় নাই।

০৪। বিগত তিনটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত যে সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত/বিঘ্নিত হইয়াছে উহাদের পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ সালে যথাক্রমে ৩৪৬টি, ৩৪৯টি এবং ৩৬৬টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিভিন্ন কারণে বিলম্বিত/বিঘ্নিত হয়, যাহা মোট প্রকল্পের যথাক্রমে ৪৪, ৩৯ ও ৩৯ শতাংশ। উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন বিলম্বিত/বিঘ্নিত হওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ (একাধিক কারণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ দেখানো হইয়াছে) নিম্নে পেশ করা হইল :

বাস্তবায়ন বিলম্বিত/বিঘ্নিত হওয়ার কারণ	বৎসর ওয়ারী প্রকল্প সংখ্যা					
	১৯৯০-৯১		১৯৯১-৯২		১৯৯২-৯৩	
০১। প্রকল্প দলিল প্রণয়ন পূর্বক অনুমোদনে অর্থ ছাড়করণে বিলম্ব	৫৭		৯৬		৫৭	
০২। প্রকল্প সংশোধনে বিলম্ব	১৯		৯		১১	
০৩। মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রকল্প পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব	৪০		২৫		৩৮	
০৪। নির্মাণ সামগ্রী, মালামাল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহে বিলম্ব	৩৬	২০৩ (৫৯)	১৫	১৯১ (৫৫)	১৫	১৫৩ (৪২)
০৫। দরপত্র আহবান ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনে বিলম্ব	২৭		৩২		১৭	
০৬। শূন্য পদ পূরণে বিলম্ব ও লোকবলের অভাব	২৪		১৪		১৫	

বাস্তবায়ন বিলম্বিত/বিঘ্নিত হওয়ার কারণ	বৎসর ওয়ারী প্রকল্প সংখ্যা		
	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩
০৭। প্রকল্প সাহায্য সংস্থান/প্রাপ্তিতে বিলম্ব	৩২	৫১	৮২
০৮। জমি অধিগ্রহনে এবং হস্তান্তরে বিলম্ব	২৯	৩০	৩৬
০৯। উন্নয়ন সহযোগীর সহিত চুক্তি সম্পাদনে/কার্যকরণে বিলম্ব	১৩	৩১	৫৩
১০। পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব	১৫	২৫	২৩
১১। অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ/স্থানীয় মুদ্রা বরাদ্দের স্বল্পতা	৪৯	১৫	-
১২। ডিজাইন/নকশা প্রাপ্তিতে বিলম্ব	৫	৬	৯
১৩। ঠিকাদার কর্তৃক কাজ সম্পাদনে বিলম্ব	-	-	১০
সর্বমোট =	৩৪৬	৩৪৯	৩৬৬

সূত্র : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ।

উপরি-উক্ত ছক হইতে দেখা যাইবে যে, বাস্তবায়ন বিলম্বিত/বিঘ্নিত হইয়াছে এমন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় ৫০ শতাংশের জন্য লোকবল ও ব্যবস্থাপনা (ক্রমিক নং ১-৬) সংশ্লিষ্ট কারণই দায়ী ।

০৫। এই উপলব্ধি হইতেই বিগত ১৫-০৬-৯২ খ্রী: তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলী দূরীকরণ ও বাস্তবায়ন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় জোরদারকরণ সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয়/আন্ত:সংস্থা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । উক্ত আন্ত:মন্ত্রণালয়/আন্ত:সংস্থা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দপ্তর/অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে অধিক প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পনের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য আলাদাভাবে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের আহবায়কত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয় । মন্ত্রী পরিষদ সচিবের আহবায়কত্বে গঠিত কমিটি প্রণীত প্রতিবেদন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশনের ১৬-০১-৯৪ খ্রী: তারিখের সভায় কতিপয় সংশোধন সাপেক্ষে গ্রহণের সুপারিশ করা হয় । এই সংশোধিত প্রতিবেদনটি ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ খ্রী: তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত হয় । ইহার ফলে লোকবল নিয়োগ, কার্যাদেশ প্রদান, যানবাহন ক্রয় ও উহাদের মেরামত, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়, মুদ্রণ ও প্রকাশন, বাড়ী ভাড়া, অকেজো/অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র বিক্রয়, জরুরী প্রয়োজনে সরাসরি ক্রয়, জমি লীজ নেওয়া, পরামর্শক নিয়োগ, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকতর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভ করিবে, যাহা উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু ও যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখিবে বলিয়া আশা করা যায় ।

০৬। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিদ্যমান সমস্যা ও উহাদের কারণ দূরীভূত হইলেও উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক কিছু সমস্যা/দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতা বিরাজমান থাকিয়া যাইবে । এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে, নূতন পদ্ধতিতে নির্ধারিত বেতনে (Consolidated pay) চুক্তিভিত্তিক লোকবল নিয়োগের সংস্থান রাখা হইয়াছে । এই ব্যবস্থায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পর রাজস্ব বাজেটে পদ স্থানান্তরসহ নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত বর্তমান জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাইলেও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে বিলম্ব, প্রকল্প সারপত্র /প্রকল্প ছক প্রণয়নে প্রকল্প

পরিচালককে সম্পৃক্ত না করা, প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরুর অনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণে বিলম্ব, অস্থায়ী চাকুরী বিধায় প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তার প্রকল্পের কাজের প্রতি কোন অংগীকার (Commitment) সৃষ্টি না হওয়া, চাকুরী হারানোর ভয়ে প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রকল্পের বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িতকরণের প্রবণতা, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অভিজ্ঞ লোকবলের অভাব, ইত্যাদি সমস্যা/দুর্বলতা রহিয়া যাইবে । তাহাছাড়া নূতন ব্যবস্থায় যথাযথ ভাবে প্রকল্প প্রণয়ন ও উহার দ্রুত অনুমোদনের বিষয়ে কোন সুপারিশ করা হয় নাই । এদিকে একনেক সভায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালকদেরকে প্রদত্ত অধিক প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে একটি নীতিমালা/আচরনবিধি প্রণয়নের যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে উহাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা প্রধান এর নিকট প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক এর নিকট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জবাবদিহিতার ধরণ ও প্রক্রিয়া কি হইবে এবং ভালো কাজের কিংবা দক্ষতার সহিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের (প্রাক্কলিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তকরণ) জন্য কোন পুরষ্কার/উৎসাহের (incentive) এবং খারাপ কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকিবে কিনা সেই বিষয়ে কিছু বোঝা যাইতেছে না । এই প্রেক্ষিতে লোকবল নিয়োগ, প্রকল্প প্রণয়ন ও উহার দ্রুত অনুমোদন, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং পুরষ্কার/শাস্তির ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিম্নে পেশ করা হইল ।

০৭। <u>লোকবল নিয়োগ :</u>

৭.১ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারী খাতকে যথাসম্ভব সম্পৃক্তকরণের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে নিয়োজিত লোকবলের কার্যাবলী(Functions) মূলত: তত্ত্বাবধায়ক/তদারকির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে । এদিকে বিগত ৩টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্প পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, মোট ১৪৩টি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মধ্যে ৫১টির মাধ্যমে গড়ে প্রায় ৮১ শতাংশ প্রকল্প (৬৫২টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৩০টি) বাস্তবায়িত হইতেছে (পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য) । এই ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা গড়ে বাৎসরিক ৫৪-৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতেছে । অপরদিকে ৬২টি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা গড়ে বাৎসরিক কেবলমাত্র ১-০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতেছে । এই প্রেক্ষিতে বিগত তিন বৎসরের ধারা (trend) অনুযায়ী ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানে/তদারকিতে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নূন্যতম পদ স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা যাইতে পারে । এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন ৮১ শতাংশ উন্নয়ন প্রকল্পের তত্ত্বাবধান/তদারকি সংক্রান্ত কর্মকর্তা পর্যায়ের লোকবল ও ব্যবস্থাপনা সমস্যাবলীর একটি স্থায়ী সমাধান হইবে, অন্যদিকে প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য মুখ্য কর্মকর্তা নিয়োগে বিলম্ব দূরীকরণ, প্রকল্প সারপত্র/ছক প্রণয়নে শুরু হইতে সার্বক্ষনিক প্রকল্প পরিচালককে সম্পৃক্তকরণ, স্থায়ী কর্মকর্তা হিসাবে প্রকল্পের কাজে একটি অংগীকার সৃষ্টি হওয়া, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল বর্ধিত করণের প্রবণতা রোধ, উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগ, ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত হইবে ।

৭.২ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য তত্ত্বাবধায়ক/তদারকি পর্যায়ের লোকবলের প্রয়োজনীয়তা মূলত: প্রকল্পের কলেবর/কার্যপরিধির (Scope of work) উপর নির্ভরশীল । কাজেই কলেবর/কার্যপরিধির ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে কয়েকটি ক্যাটাগরীতে বিভক্ত করিয়া তত্ত্বাবধায়ক/তদারকি পর্যায়ের লোকবলের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করাই যৌক্তিক হইবে । তবে কলেবর/কার্যপরিধিকে সংখ্যায় প্রকাশ করা সময় সাপেক্ষ বিধায় সহজ পন্থা হিসাবে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে প্রাক্কলিত ব্যয়ের ভিত্তিতে তিনটি ক্যাটাগরীতে বিভক্ত করিয়া তদানুসরে এই লোকবলের ধরণ ও সংখ্যা নির্ণয় করা যাইতে পারে । নিম্নে তিনটি ক্যাটেগরীর বিপরীতে প্রাক্কলিত ব্যয়ের ব্যপ্তি (Range) এবং উল্লিখিত ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ সালের গড় প্রকল্প সংখ্যার একটি বিবরণ পেশ করা হইল । বাছাইকৃত ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত গড় প্রকল্প সংখ্যার প্রাক্কলিত ব্যয় ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস পরিশিষ্ট- 'খ' এ দেখান হইল ।

ক্যাটেগরী	প্রাক্কলিত ব্যয়ের ব্যপ্তি	৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার প্রকল্প সংখ্যা
ক্যাটেগরী- 'ক'	১০০.০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে	১২০
ক্যাটেগরী- 'খ'	১০.০০ - ১০০.০০ কোটি টাকা	২৪১
ক্যাটেগরী- 'গ'	১০.০০ কোটি টাকার নিম্নে	১৬৯

৭.৩ তিনটি ক্যাটাগরীর ভিত্তিতে ৫১টি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের তত্ত্বাবধান/তদারকির জন্য প্রথম শ্রেণীর নিম্নরূপ জনবলের প্রয়োজন হইবে :

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা	বেতন স্কেল	বেতন গ্রেড
	ক্যাটেগরী- 'ক'			
০১।	প্রকল্প পরিচালক	১	{ ৭৮০০ - ৯০০০/-} { ৭১০০ - ৮০৫০/-}	৩ ৪
০২।	উপ-প্রকল্প পরিচালক	১	৪৮০০ - ৭২৫০/-	৬
০৩।	সিনিয়র মূল্যায়ন কর্মকর্তা	১	৪৮০০ - ৭২৫০/-	৬
০৪।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	২৮৫০ - ৫১৫৫/-	৯
		৪		
	ক্যাটেগরী- 'খ'			
০১।	প্রকল্প পরিচালক	১	৭১০০ - ৮৭০০/- ৬৩০০ - ৮০৫০/-	৪ ৫
০২।	সিনিয়র মূল্যায়ন কর্মকর্তা	১	৪৮০০ - ৭২৫০/-	৬
০৩।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	২৮৫০ - ৫১৫৫/-	৯
		৩		
	ক্যাটেগরী- 'গ'			
০১।	প্রকল্প ব্যবস্থাপক	১	৬৩০০ - ৮০৫০/- ৪৮০০ - ৭২৫০/-	৫ ৬
০২।	মূল্যায়ন কর্মকর্তা	১	২৮৫০ - ৫১৫৫/-	৯
		২		

উপরি-উক্ত ক্যাটেগরী অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বিগত তিন বৎসরের গড় প্রকল্প সংখ্যার (পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য) ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় স্থায়ীভাবে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ের পদসৃষ্টি করা যাইতে পারে। তবে কোন বৎসর প্রকল্প সংখ্যা গড় প্রকল্প সংখ্যা হইতে অধিক হইলে নির্ধারিত বেতনে (Consolidaed pay) চুক্তিভিত্তিক তত্ত্বাবধান/তদারকি পর্যায়ের অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ করা যাইবে। একই ভাবে কোন বৎসর প্রকল্প সংখ্যা গড় প্রকল্প সংখ্যা হইতে কম হইলে উদ্বৃত্ত তত্ত্বাবধান/তদারকি পর্যায়ের লোকবলকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একই পদ ও মর্যাদা সম্পন্ন অন্যান্য কাজে নিয়োগ করা যাইবে। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় বাংলাদেশের জন্য যে সার্বিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হইয়াছে উহাতে আশা করা যায় যে, পরিশিষ্ট-'ক' এ প্রদত্ত ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগামী কয়েক বৎসরের বাৎসরিক প্রকল্প সংখ্যা কমিবে না বরং বাড়িবে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar,Dhaka.

৭.৪ উন্নয়ন প্রকল্পের তত্ত্বাবধান/তদারকি সংক্রান্ত কর্মকর্তা পর্যায়ের লোকবলের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক পদসমূহ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন ক্যাডার হইতে এবং বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার হইতে পূরণ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, সিনিয়র মূল্যায়ন কর্মকর্তা ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা পদসমূহ বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার হইতে এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পদ বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডার হইতে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা যাইতে পারে।

৭.৫ ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বৎসরের ভিত্তিতে উপরি-উক্ত প্রয়োজন অনুযায়ী ৫১টি বাছাইকৃত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার জন্য যে সকল স্থায়ী প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ের পদ সৃষ্টি করিতে হইবে উহার একটি বিস্তারিত তালিকা পরিশিষ্ট-'গ' তে দেখান হইল। এই ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ের পদ সংখ্যা ও উহাদের জন্য বেতন ও ভাতাদি বাবদ বার্ষিক যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইবে তাহার একটি গড় হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :

প্রকল্পের ধরণ/পদের শ্রেণী	প্রকল্প প্রতি পদ সংখ্যা	প্রকল্প সংখ্যা	মোট পদ সংখ্যা	বেতন ও ভাতাদি বাবদ বাৎসরিক ব্যয়(কোটি টাকায়)
১। ক্যাটেগরী-'ক' প্রকল্প :				
কর্মকর্তা পর্যায়ের পদ	৪	১২০	৪৮০	৫.৫৯
২। ক্যাটেগরী-'খ' প্রকল্প :				
কর্মকর্তা পর্যায়ের পদ	৩	২৪১	৭২৩	৮.১২
৩। ক্যাটেগরী-'গ' প্রকল্প :				
কর্মকর্তা পর্যায়ের পদ	২	১৬৯	৩৩৮	৩.৪৫
সর্বমোট: কর্মকর্তা পর্যায়ের পদ -		৫৩০	১৫৪১	১৭.১৬

উপরি-উক্ত ছক হইতে দেখা যায় যে, ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় মোট ১৫৪১টি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ের স্থায়ী পদ সৃষ্টি করিতে হইবে। এইজন্য বেতন ও ভাতাদি বাবদ বাৎসরিক ১৭.১৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। রাজস্ব বাজেট হইতে এই ব্যয় মিটানো হইলে রাজস্ব বাজেটের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হইবে। তাহাছাড়া এই সকল লোকবল কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত কর্মকান্ডে জড়িত থাকিবে বিধায় ইহাদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ ব্যয় উন্নয়ন বাজেট হইতে মিটানোই যুক্তিযুক্ত হইবে। উন্নয়ন বাজেট হইতে কর্মকর্তা পর্যায়ের লোকবলের সংখ্যা অনুযায়ী ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় বৎসরের শুরুতে বেতন ও ভাতাদি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত করিয়া এই ব্যয় মিটানো যাইতে পারে।

৭.৬ চাকুরী করা কালীন ছুটি ভোগ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরীগত বিশেষ সুবিধা (privilage) । ইহা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানে নানা কারণে সৃষ্ট শূন্য পদ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান জনবল দ্বারা পূরণ করা প্রায়ই আবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়ায় । ফলে কর্মকর্তাদের ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণ জনিত কারণে কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাহাতে ব্যহত না হয় সেই জন্য কিছু অতিরিক্ত জনবল প্রস্তুত রাখার (Stand by) প্রয়োজন । উল্লেখ্য যে, তদানিন্তন পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুরূপ বিধান প্রচলিত ছিল । বর্তমানেও কিছু কিছু ক্যাডারের ক্ষেত্রে ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণ জনিত শূন্য পদ পূরণের জন্য কর্মকর্তা পর্যায়ে ১০% পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে । একই পদ্ধতিতে বাছাইকৃত ৫১টি প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা পর্যায়ে ১০% পদ সৃষ্টি করিয়া উহার আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তাদের প্রয়োজন মিটানো যাইতে পারে । তবে যে সকল ক্যাডারে ইতোমধ্যে ১০% ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণ জনিত কর্মকর্তা পর্যায়ে পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে উহাদের সহিত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রস্তাবিত ১০% কর্মকর্তা পর্যায়ের পদ সৃষ্টির বিষয়টি সমনবয় করিতে হইবে । স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থাসমূহ তাহাদের স্ব-স্ব নিয়োগ বিধির আওতায় প্রস্তাবিত নূতন স্থায়ী পদ সৃষ্টি কিংবা বিদ্যমান পদের সহিত উহাদের সমনবয় সাধন করিবে ।

৭.৭ এদিকে তিনটি ক্যাটেগরীর ভিত্তিতে ৫১টি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের তত্ত্বাবধান/তদারকি সংক্রান্ত যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কর্মচারী পর্যায়ে নিম্নরূপ জনবলের প্রয়োজন হইবে :

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা	বেতন স্কেল	বেতন গ্রেড
	ক্যাটেগরী- 'ক'			
০১।	কম্পিউটার অপারেটর	১	১৭২৫ - ৩৭২৫/-	১১
০২।	উচ্চমান সহকারী	১	১৪৭৫ - ৩১৫০/-	১৩
০৩।	সাঁটলিপিকার	১	১৪৭৫ - ৩১৫০/-	১৩
০৪।	হিসাব রক্ষক	১	১৪৭৫ - ৩১৫০/-	১৩
০৫।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক	২	১৩৭৫ - ২৮৭০/-	১৪
০৬।	গাড়ীচালক	১	১৩৭৫ - ২৮৭০/-	১৪
০৭।	এমএলএসএস	৩	৯০০ - ১৫৩০/-	২০
		১০		
	ক্যাটেগরী- 'খ'			
০১।	কম্পিউটার অপারেটর	১	১৭২৫ - ৩৭২৫/-	১১
০২।	উচ্চমান সহকারী	১	১৪৭৫ - ৩১৫০/-	১৩
০৩।	হিসাব রক্ষক	১	১৪৭৫ - ৩১৫০/-	১৩
০৪।	সাঁটলিপিকার	১	১৪৭৫ - ৩১৫০/-	১৩
০৫।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক	১	১৩৭৫ - ২৮৭০/-	১৪
০৬।	গাড়ীচালক	১	১৩৭৫ - ২৮৭০/-	১৪
০৭।	এমএলএসএস	৩	৯০০ - ১৫৩০/-	২০
		০৯		
	ক্যাটেগরী- 'গ'			
০১।	হিসাব রক্ষক	১	১৪৭৫ - ৩১৫০/-	১৩
০২।	উচ্চমান সহকারী	১	১৪৭৫ - ৩১৫০/-	১৩
০৩।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১	১৩৭৫ - ২৮৭০/-	১৪
০৪।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক	১	১৩৭৫ - ২৮৭০/-	১৪
০৫।	গাড়ীচালক	১	১৩৭৫ - ২৮৭০/-	১৪
০৬।	এমএলএসএস	২	৯০০ - ১৫৩০/-	২০
		০৭		

৭.৮ ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বৎসরের ভিত্তিতে কর্মচারী পর্যায়ের লোকবলের প্রকল্প ভিত্তিক উপরি-উক্ত বিভাজন অনুযায়ী ৫১টি বাছাইকৃত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় পদ সংখ্যা ও উহাদের জন্য বেতন ও ভাতাদি বাবদ বার্ষিক যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইবে তাহার একটি গড় হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :

প্রকল্পের ধরণ/পদের শ্রেণী	প্রকল্প প্রতি পদ সংখ্যা	প্রকল্প সংখ্যা	মোট পদ সংখ্যা	বেতন ও ভাতাদি বাবদ বাৎসরিক ব্যয়(কোটি টাকায়)
১। ক্যাটেগরী-'ক' প্রকল্প :				
কর্মচারী পর্যায়ের পদ	১০	১২০	১২০০	৪.৯৯
২। ক্যাটেগরী-'খ' প্রকল্প :				
কর্মচারী পর্যায়ের পদ	৯	২৪১	২১৬৯	৮.৯৪
৩। ক্যাটেগরী-'গ' প্রকল্প :				
কর্মচারী পর্যায়ের পদ	৭	১৬৯	১১৮৩	৪.৮৫
সর্বমোট: কর্মচারী পর্যায়ের পদ -		৫৩০	৪৫৫২	১৮.৭৮

উপরি-উক্ত ছক হইতে দেখা যায় যে, ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় মোট ৪৫৫২টি কর্মচারী পর্যায়ের পদ সৃষ্টির প্রয়োজন হইবে এবং এইজন্য বেতন ও ভাতাদি বাবদ বাৎসরিক ১৮.৭৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে । কর্মচারী পর্যায়ের জনবল যেহেতু তত্ত্বাবধান/অফিসারি কিংবা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকান্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেনা সেহেতু স্থায়ীভাবে এই ধরণের লোকবল নিয়োগের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়না । আবার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইলেও পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্প সমাপ্তির পর এইসকল লোকবলের চাকুরী-হারানোর কারনে বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয় । তাহাছাড়া বিগত কয়েক বৎসর যাবত নিরাপত্তা, কম্পিউটার কম্পোজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে অনুচ্ছেদ-৭.৭ ও ৭.৮ এ বর্ণিত কর্মচারীদের সেবা যথা, কম্পিউটার কম্পোজ, টাইপ, গাড়ীচালনা, চিঠি-পত্র আদান-প্রদান, সাইক্লোস্টাইল, ফটোকপি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বেসরকারী খাত হইতে দরপত্রের মাধ্যমে বাৎসরিক ভিত্তিতে গ্রহণ করা যাইতে পারে । ফলে একদিকে যেমন ৪৫৫২ জন কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত বিরাট সমস্যা দূরিভূত হইবে, অন্যদিকে বেসরকারী খাত হইতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উন্নত মানের সেবা পাওয়া যাইবে ।

৭.৯ পরিশিষ্ট-'ক','খ' ও 'গ' হইতে দেখা যাইবে যে, কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ "স্বীয়" আওতায় বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছে । মন্ত্রণালয়/বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব/যুগ্ম প্রধান/উপ-সচিব/উপ-প্রধানগণ এই সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছে । এই বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের যুক্তি হইল যেসকল প্রকল্প কোন নির্দিষ্ট খাতের আওতায় পরেনা অথবা যাহাদের কাজের পরিধি দুই/তিনটি খাত/সংস্থায় বিস্তৃত থাকে সেই সকল প্রকল্পসমূহকে মন্ত্রণালয়/বিভাগের "মূল" অথবা "স্বীয়" হিসাবে দেখান হয় এবং সংগত কারণেই মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বারা উহাদের পরিচালনা কিংবা নিয়ন্ত্রণ করা হয় । মন্ত্রণালয়/বিভাগের

দবায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের স্বপদে বহাল থাকিয়া উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে সরাসরি নিয়োজিত হওয়া নীতিগতভাবে কাম্য নয় । ইহাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন উভয় ব্যহত হয় এবং অদক্ষতার সৃষ্টি করে । যেসকল প্রকল্প কোন খাতের আওতায় পরে না অথবা যাহাদের কাজের পরিধি দুই/তিনটি খাত/সংস্হায় বিস্তৃত থাকে সেসকল ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তাহাদের অধীন কোন সংস্হা হইতে জ্যেষ্ঠ ও উপযুক্ত একজন কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত করা যাইতে পারে এবং অন্য সংস্হা হইতে এক/দুইজন উপ-পরিচালক নিয়োগ করা যাইতে পারে । বিকল্প হিসাবে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত বেতনে চুক্তিভিত্তিক উপযুক্ত প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য লোকবল নিয়োগ করা যাইতে পারে ।

০৮। উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও অনুমোদন :

৮.১ বর্তমানে বেশ কিছু মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্হার ক্ষেত্রে যথাযথ (appropiate) প্রকল্প চিহিন্তকরণ, প্রণয়ন ও উহাদের দ্রুত অনুমোদনে দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হইতেছে । ইহাতে একদিকে যেমন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্হার জন্য সঠিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব হইতেছে না, অন্যদিকে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা যাইতেছে না ।

৮.২ বিদ্যমান ব্যবস্হায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রদত্ত নীতিমালা/নির্দেশনার ভিত্তিতে সংস্হা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্পের রূপরেখা/খসড়া প্রকল্প সারপত্র প্রণয়ন করিয়া মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিরীক্ষা ও বিবেচনার জন্য উপস্হাপন করা হয় । কিন্তু বেশ কিছু সংস্হা/প্রতিষ্ঠানে আদৌ কোন পরিকল্পনা ইউনিট নাই । আর যে সকল সংস্হা/প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা ইউনিট বিদ্যমান আছে উহাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত ও প্রণয়নের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ জনবলের দারুন ঘাটতি রহিয়াছে । এই প্রেক্ষিতে একদিকে যেমন বিভিন্ন সংস্হা/প্রতিষ্ঠানে নূতন পরিকল্পনা ইউনিট সৃষ্টি কিংবা বিদ্যমান পরিকল্পনা ইউনিটের পুনর্বিন্যাস করিতে হইবে অন্যদিকে সার্বক্ষনিক (full time) ও চাকুরী করা কালীন (on the job) ব্যপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প চিহ্নিত ও প্রণয়নের কাজে প্রতিটি সংস্হা/প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল সৃষ্টির একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে । এই জন্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করিতে হইবে । এই ব্যবস্হায় উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত ও প্রণয়নের জন্য সংস্হা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে একটি স্হায়ী জনবল সৃষ্টি হইবে, যাহারা ক্রমানয়ে অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে দক্ষ জনবলে পরিনত হইবে ।

৮.৩ বিদ্যমান প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়নের আর একটি দুর্বলতা হইল যে, উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে একদিকে যেমন সংস্হা/ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীতিমালা/নির্দেশনা প্রদান করা হয়না, অন্যদিকে সংস্হা/ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রণীত প্রকল্প সরাপত্র/ছক মন্ত্রণালয়/বিভাগে যথাযথ ভাবে নিরীক্ষা করা হয় না । এই ক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবই মূল কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা ইউনিটসমূহকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে অত্র কমিটি প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করিয়াছে । আশা করা যায় ইহাতে উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়নে আওতাধীন সংস্হা/প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাসহ উহাদের নিরীক্ষার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের জনবলের সংখ্যা ও দক্ষতা অনেকাংশে বর্ধিত হইবে ।

৮.৪ বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নের প্রাক্কালে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হইতে প্রয়োজনীয় উপাত্ত/তথ্যাবলী বিচার বিশ্লেষন ব্যতিরেকে তাড়াহুড়া করিয়া প্রকল্প সারপত্র/প্রকল্প ছক প্রণয়ন পূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিতব্য প্রোগ্রামিং কমিটির বৈঠকে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল প্রকল্প প্রস্তাব সরাসরি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ফলে সময়ের অভাবে প্রকল্পসমূহের বাছাই, নিরীক্ষা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর পরিকল্পনা ইউনিট যথাযথ ভূমিকা রাখিতে পারে না। এই ধারা (trend) পরিবর্তন করার লক্ষ্যে সাধারণ নিয়মে প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রদত্ত উদ্দেশ্যাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়ন পূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের পরিকল্পনা উইং/ব্রাঞ্চ এ প্রেরণ করা যাইতে পারে। অতঃপর প্রয়োজনীয় উপাত্ত/তথ্যাবলী বিশ্লেষন পূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি বাস্তবভিত্তিক ব্যয়, সময়কাল ও উদ্দেশ্যাবলী সম্বলিত প্রকল্প সারপত্র/প্রকল্প ছক চূড়ান্ত করিয়া মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

৮.৫ বর্তমান ব্যবস্থায় প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও অনুমোদনের পরই সাধারণতঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। ফলে একদিকে যেমন প্রকল্পের যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্যাবলী, ইত্যাদি বিষয়ে পূর্বাহ্নে প্রকল্প পরিচালক কোন ধারণা লাভ করেন না, অন্যদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ার দরুন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়নের দূর্বলতা সমূহকে দায়ী করিয়া প্রকল্প পরিচালক তাহার দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে সক্ষম হন। কাজেই প্রকল্পের রূপরেখা প্রনয়নের পরপরই স্থায়ী লোকবল হইতে খন্ড কালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করিয়া প্রকল্প দলিল প্রণয়নে তাহাকে সম্পৃক্ত করা যাইতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর প্রাক্কালে উক্ত খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালককে সার্বক্ষনিক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা যাইতে পারে।

৮.৬ প্রকল্পের দ্রুত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ইউনিট কে শক্তিশালীকরণ ছাড়াও পরিকল্পনা কমিশনের বর্তমান কাঠামো এবং অনুসৃত পদ্ধতিরও কিছু পরিবর্তন/পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হইবে। এই সকল পরিবর্তন/পুনর্বিন্যাসের বিষয়ে অত্র কমিটি হইতে আলাদা ভাবে সুপারিশ প্রদান করা হইবে।

০৯। <u>জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা :</u>

৯.১ বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার খুব অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। কাহার নিকট কোন কাজের জন্য কে জবাবদিহি হইবে তাহার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নাই। তাহাছাড়া জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অধিক ধাপের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃঢ়ভাবে ইহার প্রয়োগ হইতেছে না। এই প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র তিনটি ধাপের একটি জবাবদিহিতার প্রস্তাব করা যাইতেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য প্রকল্প পরিচালক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং সংস্থা/প্রতিষ্ঠান-প্রধান ইহার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রধানের নিকট দায়ী থাকিবেন। তবে বৈদেশিক অর্থের সংস্থান, বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন, বিদেশ হইতে মালামাল আমদানি, স্থানীয় মুদ্রার অবমুক্তি, ভূমি অধিগ্রহন ও দখল নেওয়া, ইত্যাদি যে সকল কার্যাদি সম্পাদন এককভাবে প্রকল্প পরিচালক/সংস্থা প্রধান এর উপর নির্ভরশীল নয়, উহাদের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক/সংস্থা প্রধানের জবাবদিহিতার ধরণ ও মাত্রা নির্ণয়ের প্রয়োজন হইবে।

৯.২ যথাযথ ও সুষ্ঠু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জবাবদিহিতা ছাড়াও প্রকল্পের সামগ্রিক কর্মকান্ডের একটি সার্বক্ষনিক স্বচ্ছতা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে আপচয়রোধ ছাড়াও কাজের মান উন্নত হইবে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা প্রদর্শনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে

প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, মুখ্য উদ্দেশ্যাবলী, প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহ, মোট ও অংগ ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়, নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (যদি থাকে), উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (যদি থাকে), প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ঠিকানা, ইত্যাদি তথ্যাবলী সম্বলিত এক বা একাধিক প্রদর্শনী ফলক (Sign Board) প্রকল্প এলাকায় সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে স্থাপন করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে উপকৃত/ক্ষতিগ্রস্থ হইবে এমন জনগোষ্ঠির সকলস্তরের প্রতিনিধি সহ মাঠ পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা যাইতে পারে। কমিটি প্রকল্পের ধরণ অনুসারে একটি নির্দিষ্ট স্থানে কিংবা একাধিক স্থানে অন্তত তিনমাসে একবার সভায় মিলিত হইয়া প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমস্যাবলী (যদি থাকে) নিয়া আলোচনা করিয়া সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে বৎসরে একবার সাধারণ জনসভাও আহবান করা যাইতে পারে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালের উপর নির্ভর করিয়া ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়নের মাধ্যমেও প্রকল্পের কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন করা যাইতে পারে।

১০। পুরষ্কার ও শাস্তি :

১০.১ ভাল কাজের জন্য পুরষ্কার এবং খারাপ কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হইলে প্রাক্কলিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভবনা বৃদ্ধি পাইবে। এই ক্ষেত্রে কাজের মান বজায় রাখিয়া প্রাক্কলিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবানের জন্য আর্থিক উৎসাহ (incentive) প্রদান করা যাইতে পারে। তবে যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক প্রাক্কলিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন না হইলেও ভাল কাজের জন্য কিছু আর্থিক উৎসাহ প্রদান করা যাইতে পারে। প্রকল্প সমাপ্তির জন্য যে সকল অস্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরী শেষ হইয়া যাইবে তাহাদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক প্রতি ১ বৎসর চাকুরীর জন্য ১ মাসের বেতন এর সমপরিমাণ আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সফল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সনদপত্র প্রদান করা যাইতে পারে।

১০.২ পুরুষ্কার প্রদানের সাথে সাথে খারাপ কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা না রাখা হইলে প্রকল্পের কাজে দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাইবে না। প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খারাপ কাজের জন্য বেতন স্থগিত, বর্ধিত বেতন বন্ধ, ছুটি স্থগিত/বন্ধ, ইত্যাদি শাস্তির ক্ষমতা অর্পন করা যাইতে পারে। একইভাবে প্রকল্প পরিচালকের খারাপ কাজের জন্য সংস্থা প্রধানকে শাস্তি দানের ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।

১১। সুপারিশমালা

১১.১ উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধান/তদারকির জন্য বাছাইকৃত ৫১টি প্রতিষ্ঠানে (পরিশিষ্ট-'খ' এ অন্তর্ভুক্ত) কর্মকর্তা পর্যায়ে (বেতন গ্রেড-৯ পর্যন্ত) প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জনবল স্থায়ীভাবে নিয়োগদানের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক মোট কর্মকর্তার ১০% ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণ জনিত পদ সৃষ্টি করা যাইতে পারে (অনুচ্ছেদ-৭.১ ও ৭.৬)।

১১.২ গড় প্রাক্কলিত ব্যয় অনুসারে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে ক্যাটেগরী-'ক', ক্যাটেগরী-'খ' এবং ক্যাটেগরী-'গ' তে বিভক্ত করত: প্রকল্পওয়ারী যথাক্রমে ৪, ৩ ও ২ জন কর্মকর্তা পর্যায়ের জনবলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক মোট জনবলের সংখ্যা নির্ধারিত হইবে (অনুচ্ছেদ-৭.২ ও ৭.৩ এবং পরিশিষ্ট-'খ' ও 'গ')।

১১.৩ উন্নয়ন প্রকল্পের তত্ত্বাবধান/তদারকি সংক্রান্ত কর্মকর্তা পর্যায়ের লোকবলের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক পদসমূহ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন ক্যাডার হইতে এবং বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার হইতে পূরণ করা যাইতে পারে। সিনিয়র মূল্যায়ন কর্মকর্তা ও মূল্যায়ন কর্মকর্তার পদসমূহ বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার হইতে এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পদ বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডার হইতে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা যাইতে পারে (অনুচ্ছেদ-৭.৪)।

১১.৪ কোন নির্দিষ্ট বৎসরের প্রকল্প সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া প্রয়োজনবোধে প্রেষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা পর্যায়ের অতিরিক্ত লোকবলের চাহিদা পূরণ কিংবা নির্ধারিত বেতনে চুক্তি ভিত্তিক অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ করা যাইবে (অনুচ্ছেদ-৭.৩)।

১১.৫ উন্নয়ন প্রকল্পের যাবতীয় দাপ্তরিক সেবা (বেতন গ্রেড-১০ ও নিম্নের কর্মচারীদের দ্বারা প্রদত্ত সেবা) যথা, কম্পিউটার কম্পোজ, টাইপ, গাড়ীচালনা, চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান, সাইক্লোস্টাইল, ফটোকপি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বেসরকারী খাত হইতে দরপত্রের মাধ্যমে বাৎসরিক ভিত্তিতে গ্রহণ করা যাইতে পারে (অনুচ্ছেদ-৭.৮)।

১১.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণ স্ব-পদে বহাল থাকিয়া উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে সরাসরি নিয়োজিত হইতে পারিবেন না। খাত বিহীন কিংবা দুই/তিনটি খাত/সংস্থায় বিস্তৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অধিন কোন সংস্থা হইতে জ্যেষ্ঠ ও উপযুক্ত একজন কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত করা যাইতে পারে। বিকল্প হিসাবে উম্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত বেতনে চুক্তি ভিত্তিক প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য লোকবল নিয়োগ করা যাইতে পারে (অনুচ্ছেদ-৭.৬)।

১১.৬ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে নূতন পরিকল্পনা ইউনিট সৃষ্টি কিংবা বিদ্যমান পরিকল্পনা ইউনিটের পুনর্বিন্যাস করিতে হইবে। পরিকল্পনা ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক ও চাকুরী কালীন ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত ও প্রণয়নের কাজে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত ও প্রণয়নের কাজে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল সৃষ্টির একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে (অনুচ্ছেদ-৮.২)।

১১.৭ প্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়নের পরপরই স্থায়ী লোকবল হইতে প্রকল্প পরিচালক মনোনীত (designate) করিয়া প্রকল্প দলিল প্রণয়নে তাহাকে সম্পৃক্ত করিতে হইবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর প্রাক্কালে মনোনীত প্রকল্প পরিচালককে সার্বক্ষণিক প্রকল্প পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করিতে হইবে (অনুচ্ছেদ-৮.৫)।

১১.৮ উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তিনটি ধাপের একটি জবাবদিহিতা থাকিবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য প্রকল্প পরিচালক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধান ইহার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রধানের নিকট দায়ী থাকিবেন (অনুচ্ছেদ-৯.১)।

১১.৯ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা প্রদর্শনের জন্য প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য তথ্যাবলী সমবলিত এক বা একাধিক প্রদর্শনী ফলক (Sign Board) প্রকল্প এলাকায় সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে স্থাপন করিতে হইবে (অনুচ্ছেদ-৯.২)।

১১.১০ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে উপকৃত/ক্ষতিগ্রস্থ হইবে এমন জনগোষ্ঠির সকল স্তরের প্রতিনিধিসহ মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি কমিটি গঠণ করিতে হইবে । প্রকল্পের ধরণ অনুসারে কমিটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে কিংবা একাধিক স্থানে তিনমাস অন্তর একবার সভায় মিলিত হইয়া প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমস্যাবলী নিয়া আলোচনা করিয়া উহাদের সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে (অনুচ্ছেদ-৯.২) ।

১১.১১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালের উপর ভিত্তি করিয়া ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করতঃ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে (অনুচ্ছেদ-৯.২) ।

১১.১২ উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে কাজের মান বজায় রাখিয়া প্রাক্কলিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করার জন্য আর্থিক উৎসাহ (incentive) প্রদান করা যাইতে পারে । তবে যথাযথ মূল্যায়ণ পূর্বক প্রাক্কলিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত না হইলেও ভাল কাজের জন্য কিছু আর্থিক উৎসাহ প্রদান করা যাইতে পারে (অনুচ্ছেদ-১০.১) ।

১১.১৩ প্রকল্প সমাপ্তির জন্য যে সকল অস্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরী শেষ হইয়া যাইবে তাহাদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক প্রতি ১ বৎসর চাকুরীর জন্য ১ মাসের বেতনের সমপরিমাণ আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে (অনুচ্ছেদ-১০.১) ।

১১.১৪ সফল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় ধরণের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক সনদ পত্র প্রদান করা যাইতে পারে (অনুচ্ছেদ-১০.১) ।

১১.১৫ প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের খারাপ কাজের জন্য বেতন স্থগিত,বর্ধিত বেতন বন্ধ,ছুটি স্থগিত/বন্ধ ইত্যাদি শাস্তির ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে । একইভাবে প্রকল্প পরিচালকের অদক্ষতা ও খারাপ কাজের জন্য সংস্থা প্রধানকে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে (অনুচ্ছেদ-১০.২) ।

(ম. নূরউন নবী চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

ARC#08/psidp2/26-08-1995.

পরিশিষ্ট- 'ক'

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ওয়ারী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্প সংখ্যা ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা ১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	তিন বৎসরের গড়	গড় হইতে ব্যপ্তি (Range)
০০১	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	৪৯	৬২	৫১	৫৪	৮
০০২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৩৬	৩৫	৩৫	৩৫	১
০০৩	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	৩২	৩৭	৩৪	৩৪	৩
০০৪	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	২৮	২৯	৩২	৩০	২
০০৫	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	২৩	২৭	২৩	২৪	৩
০০৬	পেট্রোবাংলা	১৮	১৯	১৯	১৯	১
০০৭	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৫	১৫	১৭	১৬	১
০০৮	বাংলাদেশ রেলওয়ে	১৩	১৫	১৮	১৫	৩
০০৯	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	১০	১১	২০	১৪	৬
০১০	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৫	১৩	১৪	১৪	১
০১১	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	১২	১৪	১৩	১৩	১
০১২	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	১৫	১৩	১২	১৩	২
০১৩	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	১১	৯	১২	১১	২
০১৪	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ --প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ (স্বীয়)	৬	১০	১৮	১১	৭
০১৫	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	১০	১১	১৩	১১	২
০১৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	৮	৯	১২	১০	২
০১৭	মৎস অধিদপ্তর	১০	১০	৯	১০	১
০১৮	বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা	১১	৯	৯	১০	১
০১৯	খাদ্য অধিদপ্তর	৬	১১	১১	৯	৩
০২০	টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড	৮	১১	৯	৯	২
০২১	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	৭	১০	৯	৯	২
০২২	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৯	৭	৯	৮	১
০২৩	বন অধিদপ্তর	৯	৭	৮	৮	১
০২৪	মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর	৭	৮	৯	৮	১
০২৫	কৃষি মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	৬	৯	৭	৭	২
০২৬	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৫	৮	৯	৭	২
০২৭	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো/ পরিসংখ্যান বিভাগ (স্বীয়)	৮	৬	৭	৭	১
০২৮	শিক্ষা বিভাগ (স্বীয়)	৭	৮	৬	৭	১
০২৯	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	৪	৯	৭	৭	৩
০৩০	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	৩	৭	৭	৬	৩
০৩১	পশু সম্পদ অধিদপ্তর	৬	৭	৬	৬	১
০৩২	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৫	৫	৫	৫	০
০৩৩	রেডিও বাংলাদেশ	৫	৪	৬	৫	১
০৩৪	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থা	৪	৬	৫	৫	১
০৩৫	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশন (স্বীয়)	৬	৬	৩	৫	২
০৩৬	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩	৬	৭	৫	২
০৩৭	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	৫	৪	৭	৫	২

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা ১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	তিন বৎসরের গড়	গড় হইতে ব্যপ্তি (Range)
০৩৮	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন	৪	৭	৪	৫	২
০৩৯	দমকল ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর	৬	৪	৬	৫	১
০৪০	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	৪	৪	৩	৪	১
০৪১	গণপূর্ত অধিদপ্তর	৭	৩	৩	৪	৩
০৪২	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩	৩	৫	৪	১
০৪৩	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	২	৪	৫	৪	২
০৪৪	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১	৫	৫	৪	৩
০৪৫	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৫	৩	৩	৪	১
০৪৬	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	৩	৪	৫	৪	৩
০৪৭	কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর	৫	৪	৪	৪	১
০৪৮	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	৪	৪	৫	৪	১
০৪৯	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	৬	৩	৪	৪	৩
০৫০	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১	৪	৮	৪	৪
০৫১	ঢাকা ওয়াসা	০	৬	৭	৪	৪
	৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার উপ-মোট :	২৮৬ (৮২%)	৩৪৫ (৮২%)	৩৬৫ (৮১%)	৩৩০ (৮১%)	
০৫২	বাংলাদেশ টেলিভিশন	২	৩	৪	৩	১
০৫৩	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	৪	৩	৩	৩	১
০৫৪	গৃহ সংস্থান অধিদপ্তর	৪	২	৩	৩	১
০৫৫	বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড	৩	৪	৩	৩	১
০৫৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	২	৩	৩	৩	১
০৫৭	ভূমি মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	৩	৩	৩	৩	০
০৫৮	বাংলাদেশ স্টীল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা	৪	৪	১	৩	২
০৫৯	আনবিক শক্তি কমিশন	২	২	৫	৩	২
০৬০	বাংলা একাডেমী	২	৩	৩	৩	১
০৬১	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	৩	৩	৪	৩	১
০৬২	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২	২	২	২	০
০৬৩	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	২	২	২	২	০
০৬৪	বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর	১	২	৪	২	২
০৬৫	ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	১	২	৩	২	১
০৬৬	বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১	২	৪	২	২
০৬৭	পরিবেশ অধিদপ্তর	২	২	২	২	০
০৬৮	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	২	২	১	২	১
০৬৯	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৩	৩	০	২	২
০৭০	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	৩	২	১	২	১
০৭১	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	২	২	১	২	১
০৭২	কেন্দ্রা গর্ডনিং বোর্ড	২	২	১	২	১
০৭৩	মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	২	২	২	২	০
০৭৪	বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন	১	৩	২	২	১
০৭৫	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ	২	২	২	২	০
০৭৬	বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট	১	২	৩	২	১
০৭৭	বাংলাদেশ বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্র	২	২	২	২	০
০৭৮	জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র	১	২	২	২	১
০৭৯	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	১	৩	২	২	১
০৮০	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা	২	২	২	২	০

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা ১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	তিন বৎসরের গড়	গড় হইতে ব্যাপ্তি (Range)
০৮১	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	১	০	৪	২	২
০৮২	অর্থ বিভাগ (স্বীয়)	১	১	১	১	০
০৮৩	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান	১	২	১	১	১
০৮৪	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১	১	১	১	০
০৮৫	বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১	১	১	১	০
০৮৬	বাংলাদেশ পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১	১	১	১	০
০৮৭	বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	২	১	১	১	১
০৮৮	স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১	১	১	১	০
০৮৯	বীজ অনুমোদন সংস্থা	১	১	১	১	০
০৯০	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০	১	১	১	১
০৯১	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	০	২	২	১	১
০৯২	মেরিন একাডেমী	০	২	২	১	১
০৯৩	সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর	০	২	১	১	১
০৯৪	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	৩	০	০	১	২
০৯৫	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১	১	১	১	০
০৯৬	বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন অধিদপ্তর	০	১	২	১	১
০৯৭	বাংলাদেশ পার্টিকেল সংস্থা	১	১	০	১	১
০৯৮	বাসস্থান ও ইমারত গবেষণা ইনস্টিটিউট	০	১	১	১	১
০৯৯	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	০	১	১	১	১
১০০	আবহাওয়া অধিদপ্তর	১	১	২	১	১
১০১	বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর	১	০	১	১	১
১০২	বস্ত্র মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	০	১	১	১	১
১০৩	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প সংস্থা	০	১	১	১	১
১০৪	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	১	০	০	১	১
১০৫	বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরীপ অধিদপ্তর	১	১	১	১	০
১০৬	বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশন	১	১	০	১	১
১০৭	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ	০	১	১	১	১
১০৮	মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ (স্বীয়)	০	১	১	১	১
১০৯	বাংলাদেশ মৎস গবেষণা ইনস্টিটিউট	১	১	১	১	০
১১০	বাংলাদেশ পশু সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১	১	১	১	০
১১১	মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	১	০	১	১
১১২	ক্রীড়া অধিদপ্তর	১	১	২	১	১
১১৩	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১	১	১	১	০
১১৪	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা	১	০	১	১	১
১১৫	বিটাক, খুলনা	১	০	১	১	১
১১৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ (স্বীয়)	১	১	১	১	০
১১৭	জাতীয় বিজ্ঞান যাদুঘর	২	১	১	১	১
১১৮	ব্যান্সডক	০	১	১	১	১
১১৯	শ্রম অধিদপ্তর	২	০	১	১	১
১২০	কলকারখানা পরিদর্শন পরিদপ্তর	০	০	৩	১	২
১২১	গণ-গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	২	১	১	১	১
১২২	শিল্পকলা একাডেমী	১	১	২	১	১
১২৩	উপ-জাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	২	১	১	১	১
১২৪	আরকাইভস অধিদপ্তর	০	১	১	১	১
১২৫	নজরুল ইনস্টিটিউট	০	১	১	১	১

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা ১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	তিন বৎসরের গড়	গড় হইতে ব্যাপ্তি (Range)
১২৬	মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	০	২	১	১	১
১২৭	পুলিশ অধিদপ্তর	১	০	৩	১	২
১২৮	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (স্বীয়)	১	১	১	১	০
১২৯	বাংলাদেশ বিমান	১	১	২	১	১
১৩০	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	০	১	০	০	১
১৩১	গণ-সংযোগ অধিদপ্তর	১	০	০	০	১
১৩২	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	১	০	০	০	১
১৩৩	ক্যাডেট কলেজ গভর্নিং বডি	০	১	০	০	১
১৩৪	স্পার্সো	০	১	০	০	১
১৩৫	বস্ত্র দপ্তর	০	০	১	০	১
১৩৬	বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট	০	০	১	০	১
১৩৭	আইবিএ	০	০	১	০	১
১৩৮	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	০	১	০	০	১
১৩৯	বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর	১	০	০	০	১
১৪০	সোনারগাঁও লোক ও কারু শিল্প ফাউন্ডেশন	১	০	০	০	১
১৪১	বাংলাদেশ চলচিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন	১	০	০	০	১
১৪২	চট্টগ্রাম ওয়াসা	০	০	১	০	১
১৪৩	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুড়িগ্রাম	০	০	১	০	১
	সর্ব মোট :	৬০৩	৬৫৫	৬৯৮	৬৫২	-

সূত্র : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ।

পরিশিষ্ট- 'খ'

বাছাইকৃত ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পের গড় প্রাক্কলিত ব্যয় ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)		
		ক্যাটেগরী-ক ১০০.০০ >	ক্যাটেগরী-খ ১০-১০০.০০	ক্যাটেগরী-গ < ১০.০০
০০১	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	৪	২৫	২৫
০০২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১১	২০	৪
০০৩	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১১	১০	১৩
০০৪	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	২২	৭	১
০০৫	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	৪	১০	১০
০০৬	পেট্রোবাংলা	৯	৮	২
০০৭	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	৬	৯	১
০০৮	বাংলাদেশ রেলওয়ে	৫	৬	৪
০০৯	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	২	৯	৩
০১০	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১	১০	৩
০১১	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	১	৮	৪
০১২	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	৩	৮	২
০১৩	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	০	৬	৫
০১৪	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ	৪	৭	০
০১৫	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	০	৪	৭
০১৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	৫	৪	১
০১৭	মৎস অধিদপ্তর	১	৬	৩
০১৮	বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা	৪	৫	১
০১৯	খাদ্য অধিদপ্তর	১	৬	২
০২০	টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড	৪	৫	০
০২১	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	১	৬	২
০২২	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৪	৪	০
০২৩	বন অধিদপ্তর	২	৩	৩
০২৪	মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর	০	১	৭
০২৫	কৃষি মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	২	৪	১
০২৬	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২	৫	০
০২৭	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো/ পরিসংখ্যান বিভাগ (স্বীয়)	০	২	৫
০২৮	শিক্ষা বিভাগ (স্বীয়)	০	৩	৪
০২৯	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	০	১	৬
০৩০	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	০	০	৬
০৩১	পশু সম্পদ অধিদপ্তর	০	৩	৩
০৩২	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	০	৪	১
০৩৩	রেডিও বাংলাদেশ	০	২	৩
০৩৪	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থা	১	৩	১
০৩৫	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশন (স্বীয়)	০	০	৫

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)		
		ক্যাটেগরী-ক ১০০.০০ >	ক্যাটেগরী-খ ১০-১০০.০০	ক্যাটেগরী-গ < ১০.০০
০৩৬	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০	১	৪
০৩৭	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	০	২	৩
০৩৮	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন	০	৩	২
০৩৯	দমকল ও বেসরকারী প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর	০	০	৫
০৪০	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	২	২	০
০৪১	গণপূর্ত অধিদপ্তর	০	১	৩
০৪২	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১	২	১
০৪৩	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০	২	২
০৪৪	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০	১	৩
০৪৫	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	২	১	১
০৪৬	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	০	২	২
০৪৭	কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর	১	২	১
০৪৮	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	০	৩	১
০৪৯	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	১	২	১
০৫০	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১	১	২
০৫১	ঢাকা ওয়াসা	২	২	০
		১২০	২৪১	১৬১

পরিশিষ্ট-[illegible]

বাছাইয়ে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক/তদারকি পর্যায়ের স্থায়ী জনবলের বিভাজন

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম	পদের নাম/পদ সংখ্যা: প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (গ্রেড)	উপ-প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	সিঃ মূল্যায়ন কর্মকর্তা (গ্রেড)	মূল্যায়ন কর্মকর্তা (গ্রেড)	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড)	সর্বমোট	মন্তব্য
০০১.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (স্থায়ী)	৪ (৩/৪)	২৫ (৪/৫)	২৫ (৫/৬)	৪ (৬)	২৯ (৬)	২৫ (৯)	২৯ (৯)	১৪১	--
০০২.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১১ (৩/৪)	২০ (৪/৫)	৪ (৫/৬)	১১ (৬)	৩১ (৬)	৪ (৯)	৩১ (৯)	১১২	--
০০৩.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	[illegible] (৩/৪)	১০ (৪/৫)	[illegible] (৫/৬)	১১ (৬)	[illegible] (৬)	[illegible] (৯)	[illegible] (৯)	১০০	--
০০৪.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	২২ (৩/৪)	৭ (৪/৫)	১ (৫/৬)	২২ (৬)	২৯ (৬)	১ (৯)	২৯ (৯)	১১১	--
০০৫.	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (স্থায়ী)	[illegible] (৩/৪)	১০ ([illegible]/৫)	১০ (৫/৬)	[illegible] (৬)	১৪ (৬)	১০ (৯)	১৪ (৯)	৬৬	--
০০৬.	পেট্রো বাংলা	[illegible] (৩/৪)	[illegible] (৪/৫)	[illegible] (৫/৬)	[illegible] (৬)	[illegible] (৬)	[illegible] (৯)	[illegible] (৯)	[illegible]	
০০৭.	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	৬ (৩/৪)	১ (৪/৫)	১ (৫/৬)	৬ (৬)	১৫ (৬)	১ (৯)	১৫ (৯)	৪৫	
০০৮.	বাংলাদেশ রেলওয়ে	৫ (৩/৪)	৬ (৪/৫)	৪ (৫/৬)	৫ (৬)	১১ (৬)	৪ (৯)	১১ (৯)	৪৬	--
০০৯.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	২ (৩/৪)	৯ (৪/৫)	৩ (৫/৬)	২ (৬)	১১ (৬)	৩ (৯)	১১ (৯)	৪১	--
০১০.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১ (৩/৪)	১০ (৪/৫)	৩ (৫/৬)	১ (৬)	১১ (৬)	৩ (৯)	১১ (৯)	৪০	--

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম	পদের নাম/পদ সংখ্যা							সর্বমোট	মন্তব্য
		প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (গ্রেড)	উপ-প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	সিঃ মূল্যায়ন কর্মকর্তা (গ্রেড)	মূল্যায়ন কর্মকর্তা (গ্রেড)	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড)		
০১১.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	১ (৩/৪)	৮ (৪/৫)	৪ (৫/৬)	১ (৬)	৯ (৬)	৪ (৯)	৯ (৯)	৩৬	--
০১২.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	৩ (৩/৪)	৮ (৪/৫)	২ (৫/৬)	৩ (৬)	১১ (৬)	২ (৯)	১১ (৯)	৪০	--
০১৩.	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	০ (-)	৬ (৪/৫)	৫ (৫/৬)	০ (-)	৬ (৬)	৫ (৯)	৬ (৯)	২৮	--
০১৪.	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ (স্থায়ী)	৪ (৩/৪)	৭ (৪/৫)	০ (-)	৪ (৬)	১১ (৬)	০ (-)	১১ (৯)	৩৭	--
০১৫.	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	০ (-)	৪ (৪/৫)	৭ (৫/৬)	০ (-)	৪ (৬)	৭ (৯)	৪ (৯)	২৬	--
০১৬.	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	৫ (৩/৪)	৮ (৪/৫)	১ (৫/৬)	৫ (৬)	৯ (৬)	১ (৯)	৯ (৯)	৩৮	--
০১৭.	মৎস অধিদপ্তর	১ (৩/৪)	৬ (৪/৫)	৩ (৫/৬)	১ (৬)	৭ (৬)	৩ (৯)	৭ (৯)	২৮	--
০১৮.	বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা	৪ (৩/৪)	৫ (৪/৫)	১ (৫/৬)	৪ (৬)	৯ (৬)	১ (৯)	৯ (৯)	৩৩	--
০১৯.	খাদ্য অধিদপ্তর	১ (৩/৪)	৬ (৪/৫)	২ (৫/৬)	১ (৬)	৭ (৬)	২ (৯)	৭ (৯)	২৬	--
০২০.	টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড	৪ (৩/৪)	৫ (৪/৫)	০ (-)	৪ (৬)	৯ (৬)	০ (-)	৯ (৯)	৩১	--
০২১.	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	১ (৩/৪)	৬ (৪/৫)	২ (৫/৬)	১ (৬)	৭ (৬)	২ (৯)	৭ (৯)	২৬	--

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম	পদের নাম/পদ সংখ্যা							সর্বমোট	মন্তব্য
		প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (গ্রেড)	উপ-প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	সিঃ মূল্যায়ন কর্মকর্তা (গ্রেড)	মূল্যায়ন কর্মকর্তা (গ্রেড)	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড)		
০২২.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	৪ (৩/৪)	৪ (৪/৫)	০ (-)	৪ (৬)	৮ (৬)	০ (-)	৮ (৯)	২৮	--
০২৩.	বন অধিদপ্তর	২ (৩/৪)	৩ (৪/৫)	৩ (৫/৬)	২ (৬)	৫ (৬)	৩ (৯)	৫ (৯)	২৩	--
০২৪.	মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর	০ (-)	১ (৪/৫)	৭ (৫/৬)	০ (-)	১ (৬)	৭ (৯)	১ (৯)	১৭	--
০২৫.	কৃষি মন্ত্রণালয় (সচিবালয়)	২ (৩/৪)	৪ (৪/৫)	১ (৫/৬)	২ (৬)	৬ (৬)	১ (৯)	৬ (৯)	২২	--
০২৬.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২ (৩/৪)	৫ (৪/৫)	০ (-)	২ (৬)	৭ (৬)	০ (-)	৭ (৯)	২৩	--
০২৭.	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো/ পরিসংখ্যান বিভাগ (সচিবালয়)	০ (-)	২ (৪/৫)	১ (৫/৬)	০ (-)	২ (৬)	৫ (৯)	২ (৯)	১৬	--
০২৮.	শিক্ষা বিভাগ (সচিবালয়)	০ (-)	৩ (৪/৫)	৪ (৫/৬)	০ (-)	৩ (৬)	৪ (৯)	৩ (৯)	১৭	--
০২৯.	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	০ (-)	১ (৪/৫)	৬ (৫/৬)	০ (-)	১ (৬)	৬ (৯)	১ (৯)	১৫	--
০৩০.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	০ (-)	০ (-)	৬ (৫/৬)	০ (-)	০ (-)	৬ (৯)	০ (-)	১২	--
০৩১.	পশু সম্পদ অধিদপ্তর	০ (-)	৩ (৪/৫)	৩ (৫/৬)	০ (-)	৩ (৬)	৩ (৯)	৩ (৯)	১৫	--
০৩২.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	০ (-)	৪ (৪/৫)	১ (৫/৬)	০ (-)	৪ (৬)	১ (৯)	৪ (৯)	১৪	--

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম	পদের নাম/পদ সংখ্যা							সর্বমোট	মন্তব্য
		প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (গ্রেড)	উপ-প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	সিঃ মূল্যায়ন কর্মকর্তা (গ্রেড)	মূল্যায়ন কর্মকর্তা (গ্রেড)	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড)		
০৩৩.	রেডিও বাংলাদেশ	০ (-)	২ (৪/৫)	৩ (৫/৬)	০ (-)	২ (৬)	৩ (৯)	২ (৯)	১২	--
০৩৪.	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থা	১ (৩/৪)	৩ (৪/৫)	১ (৫/৬)	১ (৬)	৪ (৬)	১ (৯)	৪ (৯)	১৫	--
০৩৫.	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশন (স্থায়ী)	০ (-)	০ (-)	৫ (৫/৬)	০ (-)	০ (-)	৫ (৯)	০ (-)	১০	--
০৩৬.	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০ (-)	১ (৪/৫)	৪ (৫/৬)	০ (-)	১ (৬)	৪ (৯)	১ (৯)	১১	--
০৩৭.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	০ (-)	২ (৪/৫)	৩ (৫/৬)	০ (-)	২ (৬)	৩ (৯)	২ (৯)	১২	--
০৩৮.	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন	০ (-)	৩ (৪/৫)	২ (৫/৬)	০ (-)	৩ (৬)	২ (৯)	৩ (৯)	১৩	--
০৩৯.	দমকল ও বেসরকারী প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর	০ (-)	০ (-)	৫ (৫/৬)	০ (-)	০ (-)	৫ (৯)	০ (-)	১০	--
০৪০.	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	২ (৩/৪)	২ (৪/৫)	০ (-)	২ (৬)	৪ (৬)	০ (-)	৪ (৯)	১৪	--
০৪১.	গণপূর্ত অধিদপ্তর	০ (-)	১ (৪/৫)	৩ (৫/৬)	০ (-)	১ (৬)	৩ (৯)	১ (৯)	৯	--
০৪২.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১ (৩/৪)	২ (৪/৫)	১ (৫/৬)	১ (৬)	৩ (৬)	১ (৯)	৩ (৯)	১২	--
০৪৩.	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০ (-)	২ (৪/৫)	২ (৫/৬)	০ (-)	২ (৬)	২ (৯)	২ (৯)	১০	--

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম	পদের নাম/পদ সংখ্যা							সর্বমোট	মন্তব্য
		প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	প্রকল্প ব্যবস্থাপক (গ্রেড)	উপ-প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড)	সিঃ মূল্যায়ন কর্মকর্তা (গ্রেড)	মূল্যায়ন কর্মকর্তা (গ্রেড)	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড)		
০৪৪.	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০ (-)	১ (৪/৫)	৩ (৫/৬)	০ (-)	১ (৬)	৩ (৯)	১ (৯)	৯	--
০৪৫.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	২ (৩/৪)	১ (৪/৫)	১ (৫/৬)	২ (৬)	৩ (৬)	১ (৯)	৩ (৯)	১৩	--
০৪৬.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	০ (-)	২ (৪/৫)	২ (৫/৬)	০ (-)	২ (৬)	২ (৯)	২ (৯)	১০	--
০৪৭.	কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর	১ (৩/৪)	২ (৪/৫)	১ (৫/৬)	১ (৬)	৩ (৬)	১ (৯)	৩ (৯)	১২	--
০৪৮.	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (স্বীয়)	০ (-)	৩ (৪/৫)	১ (৫/৬)	০ (-)	৩ (৬)	১ (৯)	৩ (৯)	১১	--
০৪৯.	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	১ (৩/৪)	২ (৪/৫)	১ (৫/৬)	১ (৬)	৩ (৬)	১ (৯)	৩ (৯)	১২	--
০৫০.	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	১ (৩/৪)	১ ২৪/৫)	২ (৫/৬)	১ (৬)	২ (৬)	২ (৯)	২ (৯)	১১	--
০৫১.	ঢাকা ওয়াসা	২ (৩/৪)	২ (৪/৫)	০ (-)	২ (৬)	৪ (৬)	০ (-)	৪ (৯)	১৪	--
	সর্বমোট =	১৪০ (৩/৪)	২৪১ (৪/৫)	১৬৬ (৫/৬)	১৪০ (৬)	৩২৬ (৬)	১৬৬ (৯)	৩৭৬ (৯)	১৫৫৫	--

পরিশিষ্ট-'ট'।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি

প্রশাসনিক ও আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস

ভূমিকা ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহকে অধিকতর প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে উহাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ বর্তমান সময়ের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এই সকল আলোচনায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোন সরকারী প্রবিধান না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে ছোট-খাটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অধিদপ্তর/সংস্থা হইতে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়, যাহা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অযথা বিলম্ব ঘটায়। প্রাসংগিক আর একটি বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয় যে, অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান কর্তৃক মন্ত্রী/সচিব পর্যায়ে সিদ্ধান্ত/স্বাক্ষরের জন্য যে সকল প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়; তাহা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত তাহাদের দুই/তিন ধাপ নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার স্বাক্ষরে নূতন/অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ কিংবা স্পষ্টিকরণের জন্য অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানকে সরাসরি পত্র প্রেরণ করা হয়, যাহা অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের জন্য মর্যাদা হানিকর। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত এই পরিস্থিতির দরুন অধিদপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের সহিত মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে, যাহা একটি উন্নয়নকামী গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য কোন ক্রমেই কাম্য নয়।

২। উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনাপূর্বক অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করতঃ তাহাদেরকে ক্ষমতা প্রদানের ধরন ও মাত্রা সম্পর্কে সরকারী আদেশ জারী এবং উহার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করনের জন্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির পক্ষ হইতে সুপারিশ প্রণয়ন আবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্বাবস্থার পর্যালোচনা ঃ

৩। এতদুদ্দেশ্যে তদানীন্তন পাকিস্তান আমল হইতে এই বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ/সরকারী আদেশ/অফিস স্মারকসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। এই পর্যালোচনাকালে প্রতীয়মান হয় যে, তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ৫ই জানুয়ারী, ১৯৬০ তারিখে সংস্থাপন বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এক অফিস স্মারকের মাধ্যমে (সংযোজনী-ক) সংযুক্ত অধিদপ্তর প্রধানদেরকে (Heads of Attached Departments) বেশ কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ আমলে ১৯ শে জুন, ১৯৭৬ তারিখে সংস্থাপন বিভাগের এক পত্রে ৫ ই জানুয়ারী, ১৯৬০ তারিখের উপরি-উক্ত অফিস স্মারকের (পূর্বে উল্লেখিত সংযোজনী-ক দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে তাগিদ প্রদান করা হয়।

৪। উপরি-উক্ত স্মারকে মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাহাদের হাতে কেবলমাত্র নীতি প্রণয়ন (policy-making) পরিকল্পনা (planning), নির্দেশনা (direction) ও নিয়ন্ত্রণের (control) ক্ষমতা রাখিয়া অন্যান্য সকল নির্বাহী কার্যাদি (executive functions) সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করা হয়। একই সাথে অধিদপ্তর প্রধানদেরকে তাহাদের অধীন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ (appointment), পদায়ন (posting), বদলি (transfer), বেতনবৃদ্ধি (increment), ছুটি (leave), শৃঙ্খলা জনিত (disciplinary)-শাস্তি, আপীল (appeal) ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ

কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করাা হয়, যাহার দফাওয়ারী বিবরণ উপরি-উক্ত স্মারকে সংযোজনী হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় (সংযোজনী-ক এর সংযোজনী দ্রষ্টব্য)।

৫। আলোচ্য স্মারকে অধিদপ্তর হইতে মন্ত্রণালয়/বিভাগে পেশকৃত প্রস্তাবের কারিগরি নির্ভরযোগ্যতার সম্পূর্ন দায়-দায়িত্ব অধিদপ্তর প্রধানের উপর অর্পণ করা হয় এবং সাধারণ নিয়মে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের উপর কোন কারিগরি পরীক্ষার (Technical Examination) প্রয়োজন নাই বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহাছাড়া উক্ত স্মারকে অধিদপ্তর হইতে কি পদ্ধতিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রস্তাব পেশ করা হইবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগে উহাদের পরীক্ষা/নিরীক্ষার প্রক্রিয়া কি হইবে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ প্রধান করা হয়। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় যে, যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য অধিদপ্তর প্রধানের এখতিয়ার নাই,কেবলমাত্র সেই সকল বিষয় যাহাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়, তাহা অধিদপ্তর প্রধানকে নিশ্চিত করিতে হইবে। অধিদপ্তর হইতে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সার সংক্ষেপের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে, যাহাতে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা অন্তর্ভূক্ত থাকিবে।

৬। অধিদপ্তর হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গ্রহীতব্য ব্যবস্থার বিষয়ে স্মারকে উল্লেখ করা হয় যে, প্রধান প্রধান অধিদপ্তরের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর প্রধানের স্বাক্ষরে প্রাপ্ত প্রস্তাব সরাসরি সচিব কিংবা যুগ্ম-সচিবের (উল্লেখ্য যে, সেই সময় অতিরিক্ত সচিবের কোন পদ ছিল না) এবং ছোট ছোট অধিদপ্তর অর্থ্যাৎ যে সকল অধিদপ্তর প্রধানের মর্যাদা উপ-সচিব সমমানের, সে ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রস্তাব সরাসরি উপ-সচিবের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে। সাধারণ নিয়মে সংশ্লিষ্ট সচিব/যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব প্রস্তাবের উপর সরাসরি সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। যদি কোন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কাগজ-পত্র দেখার কিংবা নিম্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিস্ট সচিব/যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন। তবে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের সমালোচনা কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাষা অবশ্যই মার্জিত হইতে হইবে।

বাস্তব অবস্থার বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ঃ

৭। উপরি-উক্ত অফিস স্মারক জারির পর দীর্ঘ ৩৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দেশীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ইহাছাড়া সম্প্রতি অর্থনৈতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু নূতন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সকল পরিবর্তন ও নূতন ধ্যান-ধারণার উদ্ভবের ফলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে অধিদপ্তর/সংস্থায় পাকিস্তানি আমলের তুলনায় ক্ষমতার আরও বিকেন্দ্রীকরণসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকান্ডে যে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তাহা আদৌ বাস্তবায়িত হয় নাই বলিয়া একটি ধারণা সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থা অবহিত হওয়ার জন্য ৩টি অধিদপ্তর ও ১টি স্ব-শাসিত কর্পোরেশনে (বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন) কিছু সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

৮। উল্লিখিত সমীক্ষায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/কর্পোরেশনের কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার উপর প্রাপ্ত তথ্যাবলীর (Findings) উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

৮.১. পাকিস্তান আমলের তুলনায় একদিকে যেমন পুর্বেকার অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কর্পোরেশনের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্যদিকে তেমন অনেক নূতন নূতন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কর্পোরেশনের সৃষ্টি হইয়াছে। জানুয়ারী, ১৯৯৪ এর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী তখন প্রায় ২৩০টি অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধঃস্তন অফিস এবং ১৫৪টি স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন ছিল (সূত্রঃ পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, জানুয়ারী ১৯৯৪)।

৮.২ জানুয়ারী, ১৯৯২ এর অপর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২২৪টি অধিদপ্তর/পরিদপ্তরে সর্বমোট ৭,১২,৪১২ টি পদের বিপরীতে ৬,৪৯,৩৪১ জন কর্মরত ছিল। এদিকে একই সময় ১৪৫টি স্ব-শাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের ৩,৩৩,৯২৭ টি পদের বিপরীতে ২,৮৯,০০৭ জন কর্মরত ছিল। পক্ষান্তরে, সেই সময় ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কমিশন/সেক্রেটারিয়েট/উইং এ কেবলমাত্র ৯,১৬৯টি পদের বিপরীতে ৮,৪০১ জন কর্মরত ছিল (সূত্রঃ পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, জানুয়ারী, ১৯৯২)।

৮.৩ পাকিস্তান আমলের তুলনায় অধিকাংশ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কর্পোরেশনের কর্মকান্ড অনেক ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। এখন সরকার সূচিত প্রায় সকল কর্মসূচী যথা, দারিদ্র বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হইতেছে। ইহাছাড়া বর্তমানে প্রায় ১৫০টি অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রতি বৎসর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় সরকারী খাতের ১০,০০০/- হইতে ১২,০০০/- কোটি টাকার উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হইতেছে। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কর্পোরেশনের প্রধানগণকেই এই বিপুল পরিমান অর্থের হিসাবরক্ষণ ও অডিট আপত্তির জবাব প্রদান করিতে হয়। ইহাছাড়া তাহাদেরকে উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতিও নিশ্চিত করিতে হইতেছে।

৮.৪। ১৯৭৬ সালের উল্লিখিত অফিস স্মারকে (সংযোজনী-ক দ্রষ্টব্য) যেখানে মন্ত্রণালয়/বিভাগকে কেবলমাত্র নীতিমালা প্রনয়ন/নীতি নির্ধারণী দিক- নির্দেশনার কাজে নিয়োজিত থাকিয়া অন্যান্য সকল নির্বাহী কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করা হয়, সেখানে বর্তমানে একদিকে যেমন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে নীতি নির্ধারণী বিষয়ে খুব কমই দিক নির্দেশনা প্রদান করা হইতেছে, অন্যদিকে পর্যায়ক্রমে অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রায় সকল functional ও implementation এর কাজ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিদপ্তর/সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা পাকিস্তান আমলের তুলনায় হ্রাস পাইয়া মন্ত্রণালয়/বিভাগে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, যাহার ফলে অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রশাসনিক কাজে এক ধরনের স্থবিরতা সৃষ্টি হইয়াছে ।

৮.৫। ১৯৭৬ সালের অফিস স্মারকে (সংযোজনী-ক দ্রষ্টব্য) যেখানে কেবলমাত্র অধিদপ্তর প্রধানের এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয় মন্ত্রনালয়/বিভাগে প্রেরনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে বর্তমানে অধিদপ্তর/সংস্থা হইতে ছোট-খাটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য মন্ত্রনালয়/বিভাগে পত্র/প্রস্তাব পাঠানো হইতেছে । এই ক্ষেত্রে অধিদপ্তর / সংস্থা প্রধানগণ ১৯৭৬ সালের অফিস স্মারক কিংবা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ম্যানুয়ালে তাহাদেরকে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ব্যবহারের পরিবর্তে চালু পদ্ধতি (existing practice) অনুসরণের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রস্তাব পাঠাইয়া দায়-দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে সক্ষম হইতেছেন। তাহাছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উহা বাস্তবায়নের ক্ষমতা না দেওয়ার কারণে অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কর্পোরেশন প্রধানকে তাহাদের দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রমের জন্য দায়ী কিংবা দৃঢ়ভাবে জবাবদিহি করা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হইতেছে না।

৮.৬। ১৯৭৬ সালের অফিস স্মারকে (সংযোজনী-ক দ্রষ্টব্য) যেখানে অধিদপ্তর কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাবের কারিগরি নির্ভরযোগ্যতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব অধিদপ্তর প্রধানের উপর অর্পণ করা হয় এবং সাধারণ নিয়মে মন্ত্রণালয়/বিভাগে কোন কারিগরী পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন নাই বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সেখানে বর্তমানে মন্ত্রাণালয়/ বিভাগে বিশেষজ্ঞ কিংবা যথাযথ কারিগরি জ্ঞান-সম্পন্ন নন এমন কর্মকর্তা কর্তৃক অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাবের কারিগরি নির্ভরযোগ্যতা নিরুপণ করিয়া মন্তব্য প্রদান করিতেছেন। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের স্ট্যাম্প (জুডিসিয়াল ও নন-জুডিসিয়াল) ছাপানো, সংরক্ষণ ও বিক্রয়, স্ট্যাম্প ইস্যু, মেইল ট্রানজিট, মেইল বাছাই, রেলওয়ে মেইল সার্ভিসের বিভিন্ন লাইনের বিন্যাস, ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস বন্ধ করা, নতুন ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস খোলা ইত্যাদি দৈনন্দিন কারিগরি বিষয়াদির অধিকাংশই মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

৮.৭। ১৯৭৬ সালের অফিস স্মারকে যেখানে অধিদপ্তর কর্তৃক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রস্তাব পেশ এবং উহাদের অধিকাংশের ক্ষেএে সচিব, যুগ্ম-সচিব কিংবা উপ-সচিব পর্যায়ে সরাসরি সিদ্ধান্ত প্রদানের কথা বলা হইয়াছে, বর্তমানে সেখানে অধিদপ্তর/সংস্থা হইতে চিঠির মাধ্যমে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নিম্ন পর্যায়ে হইতে নথি খুলিয়া নোট সহকারে সিদ্ধান্তের জন্য উপরের দিকে যাওয়া-আসা করিতেছে। এই ব্যবস্থায় একই বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থায় এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগে দুইটি নথি খোলা হইতেছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক কালক্ষেপণ হইতেছে, অন্যদিকে অধিদপ্তর/সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগে অযথা অধিক লোকবলের প্রয়োজন হইতেছে।

৮.৮। ছোট-খাটো ও কমগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন তথ্য প্রেরণের নির্দেশ, বারংবার তাগিদ এবং অযথা খবরদারি অধিদপ্তর/সংস্থায় অনেক অতিরিক্ত কাজের সৃষ্টি করিতেছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলিয়া রাখিয়া অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের কর্মকর্তা /কর্মচারীদেরকে কম গুরুত্বপূর্ন কাজে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে (সংযোজনী 'খ' এ প্রদত্ত নমুনা দ্রষ্টব্য)।

৮.৯। অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরে পেশকৃত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়/বিভাগে নিম্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নের দুই ধাপের কর্মকর্তা আদিষ্ট হইয়া অধিদপ্তর/ সংস্থা প্রধানকে সরাসরি তাহার প্রস্তাবের উপর মতামত পেশ করে কিংবা অতিরিক্ত তথ্যাবলী প্রেরণের অনুরোধ জানায়। অনেক অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান এই ধরনের পত্র তাহাদের মর্যাদা হানিকর বলিয়া মনে করেন।

৮.১০। ১৯৭৬ সালের অফিস স্মারকে (সংযোজনী-ক) যেখানে প্রথম নিয়োগ ও শৃঙ্খলা জনিত বিষয়াদি ব্যতিরেকে অধিদপ্তর প্রধানের পরবর্তী ধাপের কর্মকর্তা (Deputies of the Heads of Departments) ছাড়া সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পদায়ন (posting), বদলি(transfer), বেতনবৃদ্ধি(increment), ছুটি (leave) ইত্যাদি বিষয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতা অধিদপ্তর প্রধানের হাতে ন্যস্ত করা হয়, সেখানে বর্তমানে অধিকাংশ অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদায়ন, দক্ষতা সীমা অতিক্রমের আদেশ প্রদান, অর্জিত ছুটি মঞ্জুরী , বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি অনুমোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন ক্ষমতা নাই। আর বদলির ক্ষেত্রে তাহাদের ক্ষমতা কেবলমাত্র বেতন স্কেলের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা পর্যন্ত সীমিত। ফলে অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ তাহাদের পদানয়, বদলি, ছুটি ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর ক্রমান্বয়ে অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে এবং এ সকল কাজের জন্য অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের কাজ ফেলিয়া তহাদেরকে মন্ত্রণালয়/বিভাগে বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে হইতেছে।

৮.১১। প্রায় সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহকে দায়িত্ব প্রদান করা হইলেও প্রকল্প পরিচালকসহ উন্নয়ন প্রকল্পের সকল প্রথম শ্রেনীর কর্মকর্তার নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর ন্যস্ত । ফলে অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের পক্ষে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিকট হইতে ভাল কাজ ও আনুগত্য নিশ্চিত করা সম্ভব হইতেছে না। তাহাছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রকল্প পরিচালক অধিদপ্তর/ সংস্থার পূর্ন নিয়ন্ত্রনাধীন না থাকায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ।

৮.১২। অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, কনফারেন্স/ওয়ার্কসপ/সভায় যোগদান, বিদেশে গমনের জন্য বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরী, দায়িত্ব ভাতা অনুমোদন, অধিদপ্তর/ সংস্থার নানাবিধ বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন, উন্নয়ন বাজটের পদ রাজস্ব বাজেটে স্থনান্তর ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সরকারী আদেশ পত্র জারি করিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে মন্ত্রণালয়/বিভাগের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই সকল বিষয়ে অনুমোদন প্রদানের পর সরকারী আদেশ পত্র (G.O.) জারি করিতে নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বেশ বিলম্ব করেন। ফলে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। সরকারের বিদ্যমান 'রুলস অব বিজনেস' এর সিডিউল-২ এ অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান কিংবা তাহাদের অধীন কোন কর্মকর্তার পদবী অর্ন্তভূক্ত করতঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে অনুমোদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারী আদেশ পত্র জারির ক্ষমতা তাহাদের উপর অর্পণের পক্ষে অধিকাংশ অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান মত প্রকাশ করেন।

৮.১৩। বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী অনুমোদিত সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় (Table of Organization and Equipment) অর্ন্তভূক্ত এবং বাজেটে অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও সকল যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয় (সংযোজনী-গ)। বর্তমানে চালু ব্যবস্থায় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাথমিক অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে এতদসংক্রান্তে সরকারের সার্বিক নীতিমালা অনুসরণে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র যাচাই/বাছাই কমিটির সুপারিশসহ পুনরাায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করিতে হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিম্ন পর্যায় হইতে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট দুইবার উপস্থাপনের দরুন সরঞ্জাম ও যানবাহন ক্রয়ে প্রায়ই অত্যধিক বিলম্ব ঘটে,যাহা সরকারী কাজে অদক্ষতার সৃষ্টি করিতেছে। তাহাছাড়া সর্বোচ্চ পর্যায়ে অনুমোদিত সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকার প্রাধিকারের মধ্যে থাকা, বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকা এবং এতদসংক্রান্ত সরকারের মান নির্ধারণ (সিসি,রং, মডেল, প্রস্তুতকারী ইত্যাদি) আদেশ অনুসরনে যানবাহন ও সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পুনরায় অনুমোদনের যৌক্তিকতা সুস্পস্ট নয়।

৮.১৪। অকেজো যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের নীতিমালা বিষয়ে ১৩/১২/৮৩ তারিখে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হইতে জারিকৃত পত্রে (সংযোজনী -ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগেকে তাহাদের নিজ নিজ ও অধীন সংস্থার অকেজো যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিয়া দিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগে মটরযান বিষয়ক একজন কারিগরী কর্মকর্তাকে অন্তর্ভূক্ত করিয়া একটি কনডেমনেশন কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। উক্ত পত্রের সহিত অকেজো যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের যে নীতিমালা সংযোজন করা হয়, উহা অনুসরণে অধিদপ্তর/সংস্থার অকেজো যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিক্রয় একটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণেই অনেক অধিদপ্তর/সংস্থার বিপুল সংখ্যক অকেজো গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বহুদিন যাবৎ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ফলে একদিকে যেমন অকেজো গাড়ী ও যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনে বিলম্বের দরুন সরকারী কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতেছে, অন্যদিকে খোলা আকাশের নীচে পড়িয়া থাকা অকেজো গাড়ীর যন্ত্রপাতি খোয়া যাইয়া উহাদের বিক্রয় মূল্য হ্রাস পাইতেছে। ইহাছাড়া বহুদিন যাবৎ অকেজো যানবাহন সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থার আঙ্গিনায় পড়িয়া থাকার কারণে যেমন জায়গার অভাব দেখা দেয়, তেমনই একটি দৃষ্টিকটূ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

৮.১৫। বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের জন্য অধিদপ্তর/সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের করণীয় কিছুই নাই। মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে প্রাপ্ত প্রশাসনিক অনুমোদনসহ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থা হইতে জমি অধিগ্রহণের অনুরোধ জানানো হইলে ঢাকা ও অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ব্যতিরেকে ৫০ বিঘা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে গঠিত District Land Allocation Committee (DLAC) অর্থ-প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, ঢাকা ও অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনসহ ৫০ বিঘার উর্ধ্বে জমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত Central Land Allocation Committee (CLAC) এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের পর অর্থ-প্রাপ্তি সাপেক্ষে DLAC প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ (ECNEC) কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের পর জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে পুনরায় প্রশাসনিক মঞ্জুরী গ্রহনের যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট নয়।

৮.১৬। অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের আর্থিক ক্ষমতা পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে, উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাপকতা লাভ করিলেও ১৯৮৫ সালের তুলনায় অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের আর্থিক ক্ষমতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্তকাজ ও সরবরাহ (Works & goods) ক্ষেত্রে ১৯৮৫ সালে অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের আর্থিক ক্ষমতার মাত্রা যেখানে ৫ কোটি টাকায় নির্ধারিত ছিল, সেখানে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২/৪/৯৪ তারিখে জারিকৃত আদেশ বলে উহা ২ কোটি টাকা করা হয়। অনুমান করা যায় যে, কিছু অনিয়মের কারণে সম্ভবতঃ সরকার অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের আর্থিক ক্ষমতা হ্রাসের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। তবে উন্নয়ন কর্মকান্ডের যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে আর্থিক ক্ষমতা হ্রাসের পরিবর্তে অনিয়ম দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ অধিকতর বাঞ্জনীয় হইবে। ১৯৮৫ সালে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা সমপরিমানে রাখা হইলেও ১৯৮৫ সালের স্থিতিমূল্যে ৫ কোটি টাকা ১৯৯৪ সালের বাজার মূল্যে (১৯৮৫ সালের তুলনায় ১৯৯৪ সালে জিডিপি ডিফ্লেটরের মান ছিল ১৭৬) ৮.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। একই ভাবে উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৮৫ সালে অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের আর্থিক ক্ষমতার মাত্রা যেখানে ১ কোটি টাকায় নির্ধারিত ছিল, সেখানে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ১২/৪/৯৪ তারিখের আদেশ বলে উহা ৭৫ লক্ষ টাকা করা হয়। এই ক্ষেত্রে ১৯৮৫ সালের স্থিতিমূল্যে ১ কোটি টাকা ১৯৯৪ সালের বাজার মূল্যে দাঁড়াইবে ১.৬৭ কোটি টাকায়।

৮.১৭। কর্পোরেশনসমুহের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে, পূর্বে উল্লেখিত যানবাহন ও সরঞ্জাম ক্রয় (অনুচ্ছেদ - ৮.১৩) ও জমি অধিগ্রহণের (অনুচ্ছেদ - ৮.১৫) ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের ন্যায় কর্পোরেশনসমুহকে বোর্ডের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। একই ভাবে কর্পোরেশনের আওতাধীন কোম্পানিসমুহের বাজেট, কর্পোরেশনের আওতাধীন কোম্পানিসমুহের সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা এবং কর্পোরেশন ও উহার আওতাধীন কোম্পনিসমুহের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত বোনাস অনুমোদনের ক্ষমতা বোর্ডের পরিবর্তে মন্ত্রণারয়/বিভাগের উপর ন্যস্ত আছে। সরকার কর্তৃক গঠিত বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত স্ব- শাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বোর্ডের পরিবর্তে মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট এই সকল ক্ষমতা প্রদানের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয়না। উন্নয়ন কর্মকান্ডের ব্যপকতা এবং অনুচ্ছেদ ৮.১৬ এ বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে পূর্তকাজ ও সরবরাহ (Works & goods) এবং দেশী- বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে আলাদা মাত্রাসহ চেয়ারম্যান ও বোর্ডের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি আবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুপারিশমালা ঃ

৯। সরকার কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/ সংস্থার জন্য ইতঃপূর্বে নির্ধারিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থায় পরিচালিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত এতদসংক্রান্ত তথ্যাবলী (findings) বিচার বিশ্লেষণপূর্বক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার মধ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা পুনর্বিন্যাসের বিষয়ে কমিটি কর্তৃক সরকারের বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ সুপারিশ করা হইলঃ

৯.১। সকল মন্ত্রণাণয়/বিভাগ তাহাদের আওতানাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/স্ব-শাসিত সংস্থা সংক্রান্ত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নীতিমালা প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারণী দিক- নির্দেশনার কাজে নিয়োজিত থাকিবে। অন্যান্য যাবতীয় নির্বাহী, কার্নিক ও বাস্তবায়ন (executive, functional and implementation) কাজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/স্ব-শাসিত সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকিবে। নীতিমালা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণী দিক-নির্দেশনার আওতায় পড়ে না এমন সকল বিষয়ে অনুমোদন/সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য যাহাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা না হয়, তাহা অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানকে নিশ্চিত করিতে হইবে (অনুচ্ছেদ ৮.৪ ও ৮.৫)।

৯.২। অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে বাস্তবায়িত/সম্পাদিত সকল কাজের জন্য অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট সচিব ও মন্ত্রীর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব তাহাদেরকে সমভাবে বহন করিতে হইবে। আর্থিক বৎসরের ভিত্তিতে প্রতিটি অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানকে প্রতি বৎসর জুলাই মাসে বর্তমানে প্রচলিত আর্থিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বিগত বৎসরে তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত প্রশাসনিক কার্যাবলীর (নিয়োগ. বদলি, প্রশিক্ষণ. শাস্তি. ক্রয়, বিক্রয় মেরামত. ইত্যাদি) একটি বিবরণ সংশ্লিষ্ট সচিব/মন্ত্রীর নিকট পেশ করিতে হইবে (অনুচ্ছেদ- ৮.৫ দ্রষ্টব্য)।

৯.৩। অধিদপ্তর/ সংস্থা হইতে মন্ত্রণালয়/বিভাগে পেশকৃত প্রস্তাবের কারিগরি নির্ভরযোগ্যতার দায়-দায়িত্ব অধিদপ্তর/ সংস্থা প্রধানের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সাধারন নিয়মে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রাপ্ত প্রস্তাবের উপর কোন কারিগরী পরীক্ষার (technical examination) প্রয়োজন হইবে না (অনুচ্ছেদ - ৮.৬ দ্রষ্টব্য)।

৯.৪। অধিদপ্তর/ সংস্থা হইতে অনুমোদন/ সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরিত নীতি- নির্ধারনী মূলক প্রস্তাবসমূহ অধিদপ্তর/ সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরে একটি স্বয়ং সম্পূর্ন সার-সংক্ষেপের মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে। সার-সংক্ষেপে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি এবং সুপারিশমালা অর্ন্তভুক্ত থাকিবে। নীতি- নির্ধারনীমূলক নয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে সকল বিষয়ে সচিব/ মন্ত্রী পর্যায়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে সার-সংক্ষেপের পরিবর্তে স্বয়ং-সম্পুর্ণ পত্র পেশ করিতে হইবে। তবে গতানুগতিক ও দৈনন্দিন বিষয়ে সাধারন পত্র প্রেরণ করা যাইবে (অনুচ্ছেদ - ৮.৭ দ্রষ্টব্য)।

৯.৫ অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের পদমর্যাদা অনুসারে তাহাদের স্বাক্ষরে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রাপ্ত নীতি-নির্ধারনীমূলক এবং নীতি- নির্ধরনীমূলক নয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ন এমন প্রস্তাবসমূহ অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব কিংবা উপ-সচিব পর্যায়ে পরীক্ষা করিয়া সরাসরি সচিব/মন্ত্রীর অনুমোদন/সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করিতে হইবে। যদি কোন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কাগজ-পত্র দেখার কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন। তবে অধিদপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের সমালোচনা কিংবা পরীক্ষ-নিরীক্ষার ভাষা অবশ্যই মার্জিত হইবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে এতদসংক্রান্ত অধিদপ্তর/ সংস্থা প্রধানের বরাবরে প্রেরিত পত্র অধিদপ্তর/ সংস্থা প্রধানের মর্যদা অনুসারে অতিরিক্ত-সচিব, যুগ্ম-সচিব কিংবা উপ-সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে। তবে দৈনন্দিন ও গতানুগতিক বিষয়সহ সাপ্তাহিক, মাসিক কিংবা বাৎসরিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগে তথ্য

প্রেরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তার স্বাক্ষরে অধিদপ্তর/ সংস্থার সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তার বরাবরে পত্র প্রেরণ করা যাইবে (অনুচ্ছেদ - ৮.৭ ও ৮.৯ দ্রষ্টব্য)।

৯.৬। অধিদপ্তর/ সংস্থা হইতে গতানুগতিক ও দৈনন্দিন বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রাপ্ত পত্রের (mail) উপর সচিব/ অতিরিক্ত- সচিব/যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব সরাসরি সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহ্ণর জন্য সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবেন। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তা অনুচ্ছেদ -৯.৫ অনুসরনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন (অনুচ্ছেদ -৮.৭ ও ৮.৯ দ্রষ্টব্য)।

৯.৭। সাপ্তাহিক, মাসিক কিংবা বাৎসরিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/ বিভাগে তথ্য প্রেরণের জন্য নির্দিস্ট বিষয়াদি ব্যতিরেকে ন্যূনতম যুগ্ম- সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তার নির্দেশ ছাড়া অধিদপ্তর/ সংস্থার গতানুগতিক ও দৈনন্দিন কাজের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে তথ্য প্রেরণ, স্পষ্টিকরণ, কৈফিয়ত তলব, তদন্ত পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে কোন পত্র প্রেরণ করা যাইবে না। এই ধরনের পত্র প্রেরণের প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত- সচিব, যুগ্ম-সচিব কিংবা উপ-সচিবের স্বাক্ষরে অধিদপ্তর/ সংস্থা প্রধানের বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে (অনুচ্ছেদ -৮.৮ এবং সংযোজনী - 'খ' দ্রষ্টব্য)।

৯.৮। প্রথম নিয়োগ ও শৃঙ্খলা জনিত বিষয়াদি ব্যতিরেকে অধিদপ্তর প্রধানের পরবর্তী ধাপের কর্মকর্তা ছাড়া স্থায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদায়ন, বদলী, বেতন বৃদ্ধি, দক্ষতা- সীমা অতিক্রম, বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল ধরনের ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতা অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের উপর ন্যস্ত থাকিবে। অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের সভাপতিত্বে পদোন্নতি কমিটি গঠন করিয়া উহার মাধ্যমে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থায়ী কর্মকর্তার পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে। অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান কিংবা শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশসহ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল স্থায়ী কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রথম নিয়োগ ও শৃঙ্খলাজনিত বিষয়াদি সহ সকল ক্ষেত্রে অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকিবে। তবে যে সকল তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে/হইবে শৃঙ্খলা জনিত শাস্তির বিরুদ্ধে তাহাদের আপীলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে পেশ করিতে হইবে (অনুচ্ছেদ - ৮.১০ দ্রষ্টব্য)।

৯.৯। উন্নয়ন প্রকল্পের যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থার জন্য সুপারিশকৃত স্থায়ী জনবল হইতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রেষণে কিংবা অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের সভাপতিত্বে নিয়োগ কমিটি গঠন করিয়া উহার মাধ্যমে নির্দিষ্ট বেতনে (consolidated pay) চুক্তি ভিত্তিক সম্পূর্ন অস্থায়ীভাবে প্রকল্প পরিচালকসহ সকল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাইবে। তবে বিশেষ কার্যাবলী (মূল্যায়ন, হিসাবরক্ষণ ইত্যাদি) সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্যাডার নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাইতে পারে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দ্বারা সম্পাদিত/ সমম্পাদিতব্য প্রকল্পের সমুদয় কাজ দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্যাকেজ হিসাব সম্পাদন করা যাইতে পারে (অনুচ্ছেদ - ৮.১১ দ্রষ্টব্য)।

৯.১০। সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগে যে সকল বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করা হয় সেই সকল বিষয়ে সরকারী আদেশ পত্র (জি .ও) জারির ক্ষমতাও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর আর্পিত থাকাই বাঞ্চনীয়। তবে সরকারী অনুমোদন প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যাহাতে সরকারী আদেশ পত্র জারি হয় সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিবকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে । তাহাছাড়া ১৯৭৬ সালের উল্লিখিত অফিস স্মারকে অধিদপ্তর প্রধান কিংবা তাহার দ্বারা

মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে গেজেট বিজ্ঞপ্তি (Gazatte Notification) জারি এবং সরকারী আদেশের প্রমানীকরণের (authenticating) যে ক্ষমতা প্রদান করা হয় উহার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে। (অনুচ্ছেদ - ৮.১২ দ্রষ্টব্য)।

৯.১১। অনুমোদিত সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকার প্রাধিকারের মধ্যে এবং বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকিলে সরকারের মান নির্ধারন(সিসি, মডেল, রং ও প্রস্তুতকারী) আদেশ এবং যানবাহন ও সরঞ্জাম ক্রয়ের সার্বিক নীতিমালা যথাযথ ভাবে অনুসরন - সাপেক্ষে সকল যানবাহন ও সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষমতা অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের উপর ন্যাস্ত থাকিবে। তবে সরঞ্জাম ক্রয়ের এই ক্ষমতা অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান কিংবা বোর্ডকে পূর্ত কাজ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। সুষ্ঠ ও পক্ষপাতবিহীনভাবে এই ক্রয় সম্পাদনের লক্ষ্যে অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের সভাপতিত্বে প্রতিটি অধিদপ্তর/সংস্থায় একটি ক্রয় কমিটি গঠন করিতে হইবে। একই পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় যানবাহন ও সরঞ্জাম ক্রয় করা যাইবে। (অনুচ্ছেদ - ৮.১৩ দ্রষ্টব্য)।

৯.১২। অকেজো যানবাহন বিক্রয়ের পদ্ধতি সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে(রাস্তা ঘাটের অব্যবস্থা, যানজট, জ্বালানির অভাব, চালকের নিম্নমানের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) একটি নির্দিষ্ট দরত্ব ও বৎসর (সার্বক্ষনিক ভাবে চালিত কারের ক্ষেত্রে ন্যুণতম ১,২৫,০০০ কিঃ মিঃ ও ন্যুনতম ৬ বৎসর এবং অফিস চলাকালীন সময় চালিত মাইক্রোবাস, জীপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ন্যুণতম ১,৭৫,০০০ কিঃ মিঃ ও ন্যুণতম ৮ বৎসর বিবেচনা করা যাইতে পারে) অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয় ভাবে যানবাহন অকেজো ঘোষনার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। অধিদপ্তর/সংস্থা এই সকল যানবাহন বিক্রয় করিতে চাহিলে তাহাদেরকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তপক্ষের (BRTA) কিংবা উহার দ্বারা মনোনীত ২ সদস্য বিশিষ্ট কারিগরী দল হইতে 'মেরামত করিয়া চালানো অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হইবে না' -- এই মর্মে একটি সম্মত (agreed) সার্টির্ফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে। তবে কারিগরী সদস্যদ্বয় একমত হইতে না পারিলে BRTA এর একজন উর্ধ্বতন কারিগরী কর্মকর্তা সরেজমিনে পরীক্ষা করিয়া এই সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন। তাহার দ্বারা প্রদত্ত সার্টিফিকেট চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই ধরনের সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ ঢাকা ও চট্রগ্রামের কয়েকটি স্থানসহ দেশের অন্যান্য বিভাগীয় সদর দফতরে ন্যূণতম একটি কারিগরি দল মনোনীত করিয়া সার্বক্ষণিকভাবে উহাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করিবে। এই সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর স্ব-স্ব অধিদপ্তর/সংস্থা সরকারের বিক্রয় নীতিমালা যথাযথভাবে পালন পূর্বক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে তাহাদের অকেজো যানবাহন বিক্রয় করিতে পারিবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, ফটোকপি মেশিন, টাইপ রাইটার ইত্যাদি অফিস সরঞ্জাম অকেজো ঘোষনা ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন/পরিবর্ধনের মাধ্যমে অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে (অনুচ্ছেদ - ৮.১৪ দ্রষ্টব্য)।

৯.১৩। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্প ছক (PP)/প্রকল্প সারপত্রকেই (PCP) সরকারী অনুমোদন হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হইতে প্রশাসনিক অনুমোদন/মঞ্জুরী গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে অনুমোদিত পিপি/পিসিপিসহ জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থা সরাসরি সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার কিংবা ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহিত যোগাযোগ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (অনুচ্ছেদ-৮.১৫ দ্রষ্টব্য)।

৯.১৪। বর্তমান উন্নয়ন কর্মকন্ডের ব্যাপকতা এবং মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিফলনের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্তকাজ ও সরবরাহ (Work and Goods) ক্ষেত্রে অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের আর্থিক ক্ষমতা ২ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ন্যূনতম ৭.৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা যাইতে পারে। একই

যৌক্তিকতায় দেশী-বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানের আর্থিক ক্ষমতা ৭৫ লক্ষ টাকা হইতে বাড়াইয়া ন্যূনতম ১.৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা যাইতে পারে (অনুচ্ছেদ-৮.১৬)।

৯.১৫। সরকার কর্তৃক মনোনীত বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত কর্পোরেশনসমূহকে সত্যিকার অর্থে স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশ্য বর্তমানে মন্ত্রণালয়/বিভাগের হাতে অর্পিত নিম্নে বর্ণিত দায়িত্ব ও ক্ষমতাসমূহ বোর্ড/ প্রধান নির্বাহীর নিকট ন্যস্ত করিতে হইবে ঃ

(ক) অনুমোদিত সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় অর্ন্তভূক্ত এবং বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকিলে সরকারের মাননির্ধারণ আদেশ ও ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথভাবে পালন এবং সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষমতা কর্পোরেশন প্রধান/বোর্ডকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাসাপেক্ষে সকল যানবাহন ও সরঞ্জাম ক্রয় ;

(খ) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারের দফতর কিংবা ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পেশ করণ ;

(গ) কর্পোরেশনের নিজস্ব এবং আওতাধীন কোম্পানিসমূহের বাজেট অনুমোদন ;

(ঘ) কর্পোরেশনের 'আওতাধীন কোম্পানিসমূহের সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা অনুমোদন;

(ঙ) কর্পোরেশনের 'আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত বোনাস অনুমোদন;

(চ) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্বকাজ ও সরবরাহ (Work and Goods) ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও বোর্ডের আর্থিক ক্ষমতা যথাক্রমে ৫.০০ কোটি ও ২০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা যাইতে পারে; এবং

(ছ) কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক ১.৫০ কোটি এবং বোর্ড কর্তৃক ৭.৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত উপদেষ্টা সার্ভিস (বৈদেশিক /স্থানীয়) সংগ্রহ / নিয়োগ করণ।

৯.১৬। উপরিউক্ত সুপারিশমালা (৯.১-৯.১৫) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান সরকারী আদেশ/অফিস স্মারকসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং নূতন সরকারী আদেশ/অফিস স্মারক জারি করিতে হইবে।

(ম. নূরউন নবী চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
প্রশাসনিক পুর্নবিন্যাস

সংযোজনী 'ক'

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
CABINET SECRETARIAT
Establishment Division
Regulation Wing
Section-1
No.ED/RI/S-41/76/86(40),dated, the 19th June, 1976.

The undersigned is directed to forward herewith, for information and necessary action the following recommendation of the Secretaries Committee on Administrative Improvement.

"The Delegation of Administrative Powers which exists in Chapter-1 of Establishment Manual Volume-1 should be properly used by the Heads of Departments/Offices".

2. A copy of the order No. 7/59/S.O.VII, dated 5-1-1960 containing the delegation of administrative powers referred to above is also enclosed for ready reference.

GOVERNMENT OF PAKISTAN
Establishment Manual Volume-1.
Chapter 1
ADMINISTRATIVE POWERS OF HEADS OF ATTACHED DEPARTMENTS

(1) Separation of 'policy making' and executive functions	Each Ministry should confine itself to policy-making, planning, direction and control, and shed its executive functions, if any which should be transferred to the Attached Departments.
(2) Administrative Powers of Heads of Departments in repect of the staff.	The Administrative powers indicated in the annexure to this letter should be delegated to the Heads of Departments.
(3) Heads of Departments to be responsible for technical soundness of their proposal.	The Heads of Departments should be responsible for the technical soundness of their proposal which, as a rule should not be subjected to any technical examination by Ministry concerned.

(4) Mode of submission of proposal by Departments and procedure for their examination in the Secretariat	To remove the complaint that proposals made by Heads of Departments are dealt with by Junior officers in the Secretariat, the following procedures should be adopted. (i) A case referred to the Ministry over the signature of the Head of a Department should be placed before the Secretary or the Joint Secretary in the case of major Departments, or the Deputy Secretary in the case of minor Departments where the Head of the Department is of the approximate status of a Deputy Secretary. The officer concerned should see whether he can pass orders on the references straitway. If it is considered that previous papers are needed, or examination is required at a lower level, instructions should be given accordingly, but the language of the criticism or the examination should invariably be polite. (ii) It should be the duty of the Head of the Department to ensure that only those cases are submitted to Government in which he is not competent to pass orders himself. (iii) Proposals from the Departments should be in the form of a self-contained summary which should state the facts of the case and the important points for decision, and contain specific recommendations.
(2) ********	********
(3) ********	********

(Establishment Division O.M.No. 7/59-S.O-VII, dated the 5th January, 1960)

ANNEXURE to O.M.No. 7/59-S.O-VII, dated 5-1-1960

Delegation of Administrative powers to Heads of Department.

Class I Services/Posts :

1. Apart from first appointments and disciplinary measures, other administrative powers will be exercised by the Heads of Departments who should deal with all matters of postings, transfers, increments and leave, etc., except in the case of their deputies about whom reference will be made to Government.

Class II Services/Posts :

2. Subject to the observance of general rules regulating the strength of the service, the method of recruitment (including consultation with the F.P.S.C. wherever required) and the conditions of service, the Heads of Department will be the appointing authority in respect of all services/posts under his Jurisdiction and exercise full powers in respect of their posting, transfer and discipline.

3. For purposes of promotion within the department, promotion committees or selection committees will be set up and their composition approved by Government.

4. The requisite powers of issuing Gazette Notification and authenticating Government orders for the purpose will be exercised by the Heads of Departments or by officers nominated by them.

5. There will be only one right of appeal against an order of a disciplinary nature. Where the original order has been passed by the Head of Department himself, the appeal will lie to Government.

Class III/IV Services/Posts:

6. The Head of the Department will be the final authority in all matter subject to the provision of paragraph 5 above.

Powers under The Fundamental and Supplementary Rules :

7. The Heads of Department will exercise the following powers under the Fundamental/Supplementary Rules .

Relevant Rule 1	Power 2	Extent of Delegation 3
F.R. 9 (17) :	To declare a Government servant to be a ministerial servant .	Full powers for class II and III only .
F. R. 10	To dispense with a medical certificates of fitness, before appointment to government service, in individual cases .	Full powers provided he is authorized to make appointment to the post.

Relevant Rule 1	Power 2	Extent of Delegation 3
F. R. 15	To transfer a Government servant from one post to another .	Full powers except in the case of his deputy.
F.R.24	To withheld increments	Full powers in respect of posts for which he is the appointing authority.
F.R.26	To allow Government servants to count extraordinary leave for increments.	Ditto.
F.R.33	To fix within certain limits the pay of Government servant officiating in a post the pay of which is personal.	Full powers.
F.R.35	To reduce the pay of an officiating Government servant	Full powers
F.R.36	To issue general or special orders allowing acting promotion to be made in the place of Government servants treated as on duty, under F.R.9(6)(b).	Do
S.R.48-B(ii)	To sanction travel by air in machines of public transport companies regularly plying for hire.	Full powers in respect of Grade I officers only, in cases of urgency and necessity.
S.R.59	To prescribe a Government servants headquarters.	Full power except for his deputy.
S.R.73	To grant exemption from rule limiting as halt on tour to ten days.	Full power.
S.R.75	To allow the exchange of daily for mileage allowance for the whole period of absence from headquarters.	Do

Relevant Rule 1	Power 2	Extent of Delegation 3
S.R.89	To permit the recovery of the actual cost of hiring of conveyance, of admissible	Do
S.R.211	To authorize departure from supplementary Rule 211 regarding combination of holidays with leave and joining time.	Do
S.R.213	To accept a certificate of fitness signed by any registered medical practitioner.	Do
S.R.233	To grant leave to Government servant in respect of whom a Medical Committee has reported that there is no prospect that he will ever be fit to return to his duties.	Full powers except for his Deputy.
S.R.267	To grant maternity leave	Do
S.R.269	To grant hospital leave	Do

সংযোজনী-'খ'

বিগত ২০/১১/৯৩ তারিখের 'দৈনিক ভোরের কাগজ' এর চিঠি-পত্রের কলামে 'ডাক বিভাগের কর্তব্যহীনতা' শীর্ষক একটি পত্র প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র অভিযোগ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রংপুর জেলায় তাহার দেশের বাড়ীর ঠিকানায় বিগত ১৭/১০/৯৩ তারিখে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিলেও পত্রটি এযাবৎ তাহার নিকট পৌছায় নাই।

সাধারণ ডাকে প্রেরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পত্রটির ক্ষেত্রে ডাক,তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মধ্যে ২০/১১/৯৩ হইতে ১৪/৮/৯৪ পর্যন্ত যে সকল পত্র আদান-প্রদান ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়,তাহার একটি বিবরণ (বাংলাদেশ ডাক বিভাগের নথি নং ডি-২৮/১০৭/৯৩ হইতে সংগৃহীত) নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ

<u>তারিখ</u>	<u>পত্র / কার্যক্রম</u>
২০/১১/৯৩	'দৈনিক ভোরের কাগজ' পত্রিকায় অভিযোগ পত্র প্রকাশ।
২৬/১১/৯৩	মন্ত্রণালয় হইতে বিষয়টি তদন্তের জন্য ডাক বিভাগে পত্র প্রেরণ।
২৭/১১/৯৩	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ হইতে সংশ্লিষ্ট (রাজশাহী) পি এম জিকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান।
৩০/১১/৯৩	রাজশাহী পিত্রমজির অফিস হইতে জানানো হয় যে,বিভাগীয় নিয়মানুসারে সদর দপ্তর হইতে পত্র প্রাপ্তির পূর্বেই তদন্ত শুরু হইয়াছে।
০১/১২/৯৩	ডাক বিভাগ হইতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয় যে, ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হইয়াছে।
২৬/০১/৯৪	মন্ত্রণালয় হইতে ডাক বিভাগকে প্রথম তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়।
২৮/০১/৯৪	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সদর দপ্তর হইতে পি ত্রম জিকে (রাজশাহী) তাগিদ পত্র দেওয়া হয়।
১২/০২/৯৪	পিত্রমজি (রাজশাহী) এর নিকট হইতে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, ডেপুটি পি ত্রম জি (রংপুর) তদন্ত পরিচালনা করেন। সংশ্লিষ্ট ডাক পিয়ন প্রাপককে বাড়ীতে না পাইয়া তাহার এক আত্নীয়ের নিকট সাধারণ শ্রেণীর চিঠিটি বিলি করেন। পত্রিকায় পত্র লেখক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটির সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি স্বীকার করেন যে, তাহার আত্নীয়টি ভুলবশতঃ সাথে সাথে চিঠিটি তাহাকে দেন নাই। পরবর্তীতে বেশ কয়েকদিন পর চিঠিটি তিনি পাইয়াছেন। পত্র লেখক ছাত্রটি সংশ্লিষ্ট ডাক পিয়নের বিরুদ্ধে তাহার আর কোন অভিযোগ নাই বলিয়া লিখিতভাবে জানান। সংশ্লিষ্ট ডাক-পিয়নের বিরুদ্ধে ইতঃপূর্বে কোন অভিযোগ নাই এবং তিনি এলাকাবাসীর আস্থাভাজন। এই প্রেক্ষিতে তাহাকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তবে তাহার কাজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইতেছে।
২৮/০২/৯৪	মন্ত্রণালয় হইতে ডাক বিভাগকে দ্বিতীয় তাগিদ পত্র দেয়া হয়।
১৯/০৩/৯৪	পিএমজি (রাজশাহী) প্রেরিত সকল কাগজ পত্রের অনুলিপিসহ মন্ত্রণালয়কে তদন্তের বিষয় অবহিত করা হয়।
১৩/০৬/৯৪	মন্ত্রণালয় হইতে ডাক বিভাগে পত্র প্রেরণ করিয়া যে আত্নীয়টির নিকট চিঠি বিলি করা হইয়াছে তিনি কে তাহা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য বলা হয়।
২৮/০৬/৯৪	ডাক বিভাগের সদর দপ্তর হইতে পুনরায় পি ত্রম জিকে (রাজশাহী) পত্র প্রদান করিয়া আত্নীয়টি কে তাহা জানানোর জন্য চিঠি প্রদান করা হয়।
১৪/০৮/৯৪	মন্ত্রণালয়কে জানান হয় যে, আত্নীয়টি অভিযোগকারীর পিতা জনাব মোজাম্মেল হক।

কমিটির মন্তব্য ঃ

প্রাপকের নিকট চিঠি-পত্র না পৌছানোর দরুন ডাক বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইলে সংশ্লিস্ট ডাক পিয়নের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পর্যায়ে কি ধরনের এবং কি পদ্ধতিতে তদন্ত/ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ডাক বিভাগের ম্যানুয়ালে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বিবেচ্য ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয় হইতে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির পূর্বেই সংশ্লিষ্ট পি এম জি'র দফতর হইতে বিভাগীয় নিয়মানুসারে তদন্ত শুরু হইয়াছে। এই রকম একটি গতানুগতিক বিষয়ে মন্ত্রণালয় হইতে তদন্তের নির্দেশ, তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য বারংবার তাগিদ প্রদান এবং তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩ মাস পর একটি অত্যন্ত গৌণ বিষয়ে পুনরায় তথ্য প্রেরণের নির্দেশ প্রদানের তেমন কোন যৌক্তিকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। মন্ত্রণালয়/বিভাগের পত্র হইতে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে,অধিদপ্তরের কর্মকান্ডে মন্ত্রণালয়ের তেমন বিশ্বাস নাই।

—

সংযোজনী - গ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা।

স্মারক নংঃ- ৫১.১১০.২.০.১.৯২-৩০২(৫০০)

তারিখ ঃ ১৫-১০-৯২ইং / ৩০-৬-৯৯ বাং

আদেশ

বিষয় ঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/স্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনকে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান।

ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে জারীকৃত ১২-৭-৯৮ বাং/ ২৭-১১-৯১ ইং তারিখের স্মারক নং ৫১.১১০.২.০.১০.৯০(অংশ)/১৪(৫০০) এবং ৪-১২-৯৮ বাং/ ১৮-০৩-৯২ ইং তারিখের ৫১.১১০.২.০.১.৯২-৪৮(৫০০) এর আদেশ নিম্নলিখিত মর্মে সংশোধন করা হল ঃ

সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা (Table of Organization and Equipment)

১। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকার পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন-এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপভাবে গৃহীত হবেঃ

(ক) লোকবল (Manpower)ঃ

(১) মন্ত্রণালয়/ বিভাগের অস্থায়ী পদগুলি সংরক্ষণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(২) উন্নয়ন খাতের কোন পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সময় যদি কোন ক্যাডারের পদের সংখ্যা পরিবর্তন হয় এবং কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকার পরিবর্তন হয় তবে অর্থ বিভাগ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(৩) বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের অধীনস্থ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠানসমুহ (Public enterprises) এর লোকবল কাঠামোর পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন সংশ্লিষ্ট স্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন এর পরিচালক মন্ডলী (Board) অনুমোদন করতে পারবেন। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে কেবলমাত্র উৎপাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে এবং সরকারের কর্মসংস্থানের সার্বিক নীতির আলোকে এই সব বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

(৪) স্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশন/অধিদপ্তর এর লোকবল কাঠামোর পরিবর্তনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ) - এর সম্মতি, বাজেটে অর্থের সংস্থান এবং সরকারের কর্মসংস্থানের সার্বিক নীতির সাথে সংগতিপূর্ন হওয়া সাপেক্ষে মন্ত্রীগণ সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় লোকবলের পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/ সংশোধন অনুমোদন করবেন।

৩। কনডেমনেশন্ কমিটির সদস্য-সচিব সভাপতির সহিত আলোচনাপূর্বক কমিটির সভা আহ্বান করিবে এবং অকেজো ঘোষণাযোগ্য মটরযানের সুপারিশসহ সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের প্রধানদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবে।

৪। কনডেমনেশন কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে সকল বা কিছু সংখ্যক গাড়ী প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিতে পারে।

৫। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে গঠিত মটরযান কনডেমনেশন কমিটিগুলি এবং স্থানীয় মটরযান পরিদর্শকগণ সরকারী গাড়ী অকেজো ঘোষণার জন্য পরিশিষ্ট 'ক'-এ সংযোজিত নির্ণায়কের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

পরিশিষ্ট 'ক'

(ক) ঘন ঘন মেরামতের ফলে মেরামত করিয়া চালানো অলাভজনক হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ যানবাহন।

(খ) মডেল পরিবর্তনের দরুন বাজারে সরবরাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এমন যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে এইরূপ যানবাহন।

(গ) মেরামত করিয়া প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত (Class 'A` condition) করিতে যে সমস্ত যানবাহনের বর্তমান মূল্যের (present value) ৫০%-এর বেশী ব্যয় হইবে এইরূপ যানবাহন।

(ঘ) দুই-এর অধিক প্রধান ইউনিটের (major unit) সমস্ত যন্ত্রাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত (signs of general wearing) হইয়াছে এমন যানবাহন।

(ঙ) দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া যে সকল যানবাহনের কাঠামো (frame) দুমড়াইয়া/ মোচড়াইয়া (bent & twisted) গিয়াছে এবং এক বা একাধিক প্রধান ইউনিট বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ যানবাহন।

(চ) কোন বড় রকমের গলদের জন্য রাস্তায় চালানো বিপদজনক এইরূপ যানবাহন।

সংযোজনী- ঘ

THE BANGLADESH GAZETTE

MONDAY, OCTOBER' 22,1984

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF ESTABLISHMENT
Tranaport Section

অকেজো যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের নীতিমালা।

১। কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা দপ্তর বা তাহাদের অধীনস্থ অফিস যদি নিজেদের কোন অকেজো যানবাহনে মেরামতের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন তবে সংশ্লিষ্ট সরকারী মটরযান পরিদর্শক (Motor Vehicle Inspector) -এর নিকট উক্ত গাড়ীর যাবতীয় বিস্তারিত বিবরণ ও ইতিহাস প্রেরণপূর্বক প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিয়া মেরামতের অযোগ্যতার প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিবে। এই অনুরোধ পত্রের একটি প্রতিলিপি পরিচালক, সড়ক পরিবহন রক্ষণাবেক্ষণ, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট মটর যান পরিদর্শক সরেজমিনে পর্যবেক্ষনের পর অনুর্ধ ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত মটর গাড়ীখানা মেরামত করিয়া ব্যবহার করা অলাভজনক হইলে উহার প্রয়োজনীয় ইনভেনটরী প্রণয়ন করিবে এবং উহা মেরামতের অযোগ্য বা উহার ব্যবহার অলাভজনক এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করিবে। ১৫ দিন পরে সাটিফিকেট না পাইলে অথবা উপরোক্ত সার্টিফিকেট ও ইনভেনটরী রিপোর্ট প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উহা স্বীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট প্রেরণ করিবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ উহার সুনির্দিষ্ট একটি শাখায় উক্ত মটরযান সংক্রান্ত কাগজপত্র হেফাজতে রাখিয়া পরবর্তী কার্যক্রম গহণ করিবে।

২। প্রতি মন্ত্রণালয় /বিভাগ নিম্নে বর্ণিত কনডেমনেশন কমিটি গঠন করিবে ঃ

(ক) যুগ্ম -সচিবের নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা ..... সভাপতি
(খ) মটরযান মেরামত কাজ সংক্রান্ত অভিজ্ঞ একজন উর্ধতন প্রকৌশলী। .... সদস্য
(গ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উপ-সচিব .... সদস্য
(ঘ) সংশ্লিষ্ট গাড়ীর মালিকানা দপ্তরের একজন কর্মকর্তা .... সদস্য
(ঙ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগের উপ-সচিবের মর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা।........ সদস্য সচিব

এই সদস্য পদের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগ নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের মধ্যে হইতে যে কোন একজনকে মনোনয়ন করিতে পারেনঃ

(১) পরিচালক, সড়ক পরিবহন রক্ষণাবেক্ষণ, ৮৮২ , শহীদবাগ, ঢাকা।

(২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী , ওয়ার্কসপ সার্কেল , সড়ক ও জনপথ, তেজগাঁও ,ঢাকা

(৩) চীপ টেকনিক্যাল অফিসার , বি আর টি সি, পরিবহন ভবন, ঢাকা।

(৪) মালিক দপ্তর বা পরিদপ্তরের নয় এমন একজন উর্ধতন প্রকৌশলী (যান্ত্রিক / অটোমবাইল)।

(খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যতীত অফিসের জন্য সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় বরাদ্দকৃত অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম (Office Equipment) বরাদ্দের পরিবর্তন/পরিবর্ধন ও সংশোধন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী অনুমোদন করবেন।

(গ) প্রধানমন্ত্রীর পুর্ব অনুমোদন ব্যতীত সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকায় যানবাহনের প্রাধিকার (Authorization) পরিবর্তন করা যাবে না। যানবাহনের প্রাধিকার পরিবর্তনের প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ) এবং অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো ও সরঞ্জাম তালিকার (TO & E) প্রাধিকারের মধ্যে বিধি অনুযায়ী বাজেটে অর্থ বরাদ্ধ থাকা সাপেক্ষে সকল যানবাহন ক্রয়ের অনুমোদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী প্রদান করবেন।

২। (ক) লোকবলের পদ সৃষ্টি/নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর প্রয়োগে চাকুরী (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ১৯৯১ এবং চাকুরী স্বশাসিত এবং রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ১৯৯১ অনুসৃত হবে।

(খ) সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা (TO & E) এর যে কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে ৯ নভেম্বর, ১৯৮৬ তারিখের ৭১৬১ /কমন / বাস্তবায়ন - ৩ স্মারকের পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

রাষ্টপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরঃ

(ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী)
প্রধান মন্ত্রীর সচিব।

বিতরণ।

১। সকল মন্ত্রী মহোদয়
২। সকল প্রতি-মন্ত্রী মহোদয়
৩। সকল উপ-মন্ত্রী মহোদয়
৪। মুখ্য অর্থ সচিব/মন্ত্রিপরিষদ সচিব।
৫। সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৬। সকল স্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের প্রধান
৭। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

REPORT

ON

ADMINISTRATIVE REORGANISATION : TRANSMITTAL NOTE

ADMINISTRATIVE REORGANISATION COMMITTEE

JUNE, 1996.

The Administrative Reorganisation Committee

Note of Transmittal

Bangladesh Government began its work with all the functionaries as they had existed at the time of its birth. Prior to that there existed two Governments-the Federal Government of Pakistan and the Provincial Government of East Pakistan. The Federal Government was organised to deal with Federal and Residual Subjects and the Provincial Government Provincial Subjects. The central government was organised into Ministries and Divisions with Departments and other offices under their administrative control. The Provincial Government, on the other hand, was organised into Departments, most of which were in charge of Provincial Ministers. These Departments had Directorates under their administrative control for executing Government decisions. Most provincial departments were headed by provincial Secretaries, equal in status and position to Deputy Secretaries of the Federal Government. Five Departments, however, were headed by officers of the level of Joint Secretary of the Federal Government. Likewise, all heads of Directorates were of the level of central Deputy Secretary or below except the Inspector General of Police, who was of the level of a Central Joint Secretary. All Departments of the central government were headed as a rule by the Director General, an officer of the level of Joint Secretary.

Unplanned Reorganisation of Central and Provincial Government Organisations.

02. When liberated Bangladesh started functioning, it drew on the provincial and central bureaucracy. Not only names of provincial Departments (in effect Ministries) and Directorates differed from their counterparts in the Federal Government, pay scales and positions of

officials differed, too. Construction department of the central government, for example, was known as P.W.D. and its counterpart in the provincial government was known as C&B. Officers at all top levels in the two Governments and even clerks differed in their pay scales. Those serving the central government enjoyed higher pay scales and higher status. Several developments in the process of institutional growth were noticeable. The inherited two systems of classification of bureaucracy could not be maintained in the unitary Bangladesh. The merger of the two systems took place on their own momentum without any systematic study and well-considered plan of unification. The result was a good deal of chaos, confusion and distortion of organisations. Adjustments were also sought to be made in the process of merger raising the status of virtually all heads of departments and by creation of organisations and posts as would accommodate incumbents from the central government. The decade of the seventies, therefore, witnessed chaotic growth of government bodies. No attempt was made at this time to rationalise the growing organisations on the basis of a searching study by a Commission or a Committee. Commissions on Services and Pay rationalisation were set up at this time. Rationalisation attempts at pay scales and reforms of services could have been more meaningful if a similar Commission was appointed for rationalisation of all organisations in the background of the merger of provincial and central bodies and of provincial and central pay scales.

Past Reorganisation Efforts.

03. The Martial Law Government of 1982 for the first time appointed a Committee popularly known as Enam Committee in the area of organisation structures of Government and Semi-Government bodies. This Committee's primary concern appeared to be stock-taking of manpower and office

equipments. They took stock of sanctioned posts and recommended revision of those posts, besides listing office equipments. The main thrust of the exercise was to reduce workers in the government. A census of government employees was taken post by post and organisation by organisation. It was in effect less than an organisation structure study. It is most certainly a bench-mark study of Governmental bodies.

04. Seven years later government appointed in 1989 another Committee under the chairmanship of Mr. A. Muyeed Chowdhury, then a Director General in the Presidents Secretariat, to recommend abolition or merger of government departments or offices that lost their usefulness or importance to national welfare or development. The Committee recommended abolition and merger of 33 organisations. These recommendations were partly implemented by the government.

Appointment of the Administrative Reorganisation Committee.

05. The O&M Wing of the Establishment Ministry should have been strengthened to begin from where the Enam Committee left off. This Wing should have prepared the organisation chart showing the chain of command and span of control for each governmental agency. The organisation goal, functions and job-description of each official should have been clearly drawn up. It could not perform these functions or even amend the position chart left behind by Enam Committee. As a result, neither stock of manpower in an organisation post by post nor their position in the organisation hierarchy was traceable in many cases. This then is the background in which the Government appointed a Committee on 05-08-1993 to rationalise and reorganise Ministries, Divisions, Departments, Directorates and other Offices of the Government with a view to modernising, updating and making the business of Government dynamic.

06. The Committee was composed as follows :

i.	Mr. M. Nurun Nabi Chowdhury, Member, Planning Commission.	Chairman (Full-Time)
ii.	Mr. Abdus Salam, Retired Secretary.	Member (Full-Time)
iii.	Dr. A.M.M. Shawkat Ali, Secretary, Ministry of Post and Telecommunication.	Member (Part-Time)
iv.	Mr. B.R. Chowdhury, Director General (Addl.Secy.), NIPORT, Ministry of Health and Family Planning.	Member (Part-Time)
v.	Mr. Maruf Morshed, Joint Secretary (O&M), Ministry of Establishment.	Member Secretary (Part-Time)

The terms of reference of the Committee were as follows :

(a) To examine whether the organisation structures are adequate to carry out the functions of Ministries, Divisions and other Offices of the Government ;

(b) To examine the Job-description and work-load of officials at all levels ;

(c) To determine the manpower required for carrying out the responsibilities of all offices ;

(d) To recommend functions, rationalisation and reorganisation of all these offices ; and

(e) To recommend on any other matter considered relevant.

The composition of the Committee had to be changed on retirement of Mr. B.R. Chowdhury, a part-time Member. Mr. Motahar Hussain, Additional Secretary in the Ministry of Finance at the time, was appointed on 29-10-94 a part-time Member in place of the retiring Member. He was later appointed a full-time Member on his retirement from service. Mr. A. Muyeed Chowdhury, then Secretary, Ministry of Food, was appointed a part-time Member on 23-04-95.

Methodology.

07. The Committee in its initial meetings decided to seek information from all Government organisations under its review on the basis of questionnaires. Two sets of questionnaire were prepared; one set was meant for Ministries and Divisions and were sent to them. Another set was sent to Departments, Directorates and other offices under the administrative control of Ministries and Divisions.

08. Following government decision the Ministry of Establishment borrowed services of some staff - typists, clerks and peons, from different departments such as Public Health Engineering, Local Government Engineering, Roads and Highways and Government Transport. The Ministry placed services of some Officers on Special Duty (OSD) at the disposal of the Committee.

09. Seven groups with allocation of organisations were formed. The Chairman took charge of 2 groups and later on took up the unfinished work of another group. Each Member took charge of one group which was responsible for checking information for accuracy and for assisting in the preparation

and finalisation of report on each organisation. Each report, it may be mentioned, was composed of a review of the organisation, its functions, work-load and job-description of all class-1 officers. An organisation chart clearly showing the chain of command and span of control is included in the report together with the functions of the organisation on top of the chart and summary of manpower at the bottom. Financial implication of the proposed reorganisation has also been included in the report. The Committee approved each report on each organisation. A number of approved reports was then bound together and submitted to the Ministry of Establishment. The first volume of reports was submitted on 15-02-1994. Since then the Committee kept on submitting similar volumes of reports on the understanding that the Cabinet Committee on Administrative Reforms would keep considering these reports as they were being submitted. The Cabinet Committee headed by Mr. Oli Ahmed, then Minister of Communications, did not meet to consider the Committee's recommendations. The Committee submitted 38 volumes of reports in all. Investment of so much time and energy thus remains unutilised and the potential of rationalising the Government as far as practicable remains unrealised, too.

10. The Committee decided to finalise reorganisation of all departments, directorates and other subordinate offices first so that allocation of these organisations could be made to Ministries and Divisions according to the reorganisation plan of Ministries/Divisions. Field offices of government organisations at thana and district levels were found to be mostly of uniform sizes although work-load could considerably vary form one to another. The Committee, therefore, decided to classify thanas and districts for the purpose of proposing varying manpower strength on the basis of this classification. Two studies, namely, a. Classification of Districts and b. Classification of Thanas, made in this connection by Mr. Mohammed Mesbahuddin of the Planning Commission under guidance of the Chairman proved invaluable in the reorganisation of field offices of all Departments.

Effect of Reorganisation.

11. The Committee sent out questionnaires for information to 267 Government Organisations. Some organisations did not respond to Committee's request for information on various grounds. The Committee did not insist on information from them. Of the 257 organisations, from which information were received at various stages, 7 organisations were recommended to be abolished outright and regrouping and reorganisation had the effect of reduction of 43 other organisations. Seventeen new organisations, some of which were transformed from existing organisations, were created. Thus the total number of organisations was 224 (257-7-43+17) out of 257 organisations under review of the Committee.

12. The effect of the reorganisation on the manpower situation is rather interesting. The existing manpower of the 230 organisations under review was 5,99,657. Of these 33,699 were in class I, 15,323 were in class II, 4,35,291 belonged to class III and 1,15,344 were in class IV. The reorganisation resulted in 34,098 class I, 16,679 class II, 4,01,587 class III and 1,00,274 class IV posts. The total manpower following reorganisation proposals came to 5,52,638. The total surplus of manpower thus works out to 47,019.

13. In the absence of reorganisation for rationalisation in the past, the colonial heritage of having a few decision-makers and lots of supporting staff and MLSS persisted. This situation was acute in the old departments in particular. Whenever old organisations expanded or new organisations created, that staffing pattern was followed. The disposal of government business is facilitated by adequate number of decision-makers and competent workers. In the instant reorganisation proposals, emphasis has been given for speedier disposal of business and better quality of public services. Rationalisation and harmonisation of some posts resulted in the increase

of some posts from class III to class II and class II to class I. All these factors accounted for a slight rise in the number of class I and class II officers. The Committee was of the view that the supporting staff could be further reduced and MLSS could nearly be eliminated. The Committee, however, felt that drastic reduction of manpower of those categories will be too harsh and too painful to bear. The goal can be set at that but there has to be a long period of transition. Administrative reform being a part of social reform is best done gradually.

14. The financial implication for reorganisation has been worked out for every organisation. The saving or additional fund needed for redundant or additional manpower were noted in the report with a detailed statement of calculation of saving or additional fund. The net saving in terms of salaries and allowances on account of recommended reorganisation has been estimated at Tk. 175 crore. Actual saving may be at least twice as high as the estimated saving because it does not include accommodation and other fixed recurrent costs.

Procedure for Dealing with Surplus Employees.

15. The Committee has recommended a procedure for dealing with the surplus manpower. One option is to allow natural attrition to readjust the existing manpower to the proposed manpower level. In practice, a good deal of movements across organisations will ensue in the process of absorption of surplus manpower. The surplus stays with full emoluments until they are either absorbed or separated. This is the traditional procedure which combines natural process of attrition with absorption of surplus manpower of one organisation into another or into a number of them. With this may be added permission to retire voluntarily to those who are declared surplus. The Committee have recommended concessional rates of gratuity to induce such employees to retire. It should be cheaper to pay a little higher rates of

gratuity than to carry the burden of surplus without work. The Committee have not recommended to the Government that it should resort to retrenchment of surplus manpower although service rules permit that. Neither is retrenchment called for under the circumstances. The resultant net surplus of 47,019 employees may be viewed against 42,800 vacant posts reported at the beginning of Committee's work. The embargo for three years on employment since the Committee began its work in 1993 has generated much larger size of vacancies. Number of vacancies should far exceed the net surplus. It is estimated that, at least, 24,000 posts have fallen vacant since 1993. The net surplus of 47,019 can all be absorbed in the total vacant posts of 66,800 (42,800+24,000) and still spare over 20,000 posts for fresh recruitment. Nothing can be more fortunate from the standpoint of administrative reform. Even then a process of readjustment will be necessary entailing some movement, relocation and retraining. This is due to the fact that mobility between posts is less than perfect. Yet, the resultant net surplus of class III and class IV can be absorbed across organisations, directly in case of class IV, and with little or no training in case of class III employees.

16. The Committee have also recommended the creation of a wing in the proposed Establishment Division for checking and keeping service records of surplus employees, making payment of salaries from a lump grant instead of by their parent offices, and to process their absorption. The procedures would generate the list of surplus employees, eliminate the possibility of fake surplus and ensure regular salaries to all surplus staff. Nobody in this system should go without his monthly salary. The real grievance of reorganisation arose in the past on account of non-receipt of monthly pay and the protracted process of absorption. In order to solve these problems the Committee have recommended a simple and short process of identification of surplus personnel and regular payment of monthly salaries to them until absorption.

17. Some of the highlights and observations of reorganisation proposals are presented in the following paragraphs.

Reorganisation of Ministries and Divisions.

18. The trend in the number of Ministries and Divisions for the last 24 years since liberation reveals a wide variation in it. Liberated Bangladesh began with 21 Ministries. It rose to 26 by 1975, fell to 13 after the Fourth Amendment in 1975, but by 1977 it rose again to 30. The Martial Law Government of 1978 reduced the number to 24, but raised it to 34 by 1980. The Country again witnessed the reduction of that number to 19 after the promulgation of Martial Law in 1982. It gradually rose to 33 by 1991 and to the peak of 35 in 1995. It will be observed from the above figures that the number of Ministries and their scope were dependent on the form and nature of Government - whether Parliamentary or Presidential and whether it was a military rule or not. The number of Ministries directly related to the number of Ministers appointed in the Government of the day. Politics thus was the sole determinant of the number of Ministries. From a core number of Ministries, much larger number was created by breaking up the old coherent Ministries.

19. The Committee was of the view that this trend was not at all desirable from the standpoint of stable and robust administration. In the light of the above-mentioned developments and in consideration of (a) close relationship of subjects, (b) work-load, (c) nature of work, (d) optimum size of the cabinet, (e) needed reorganisation of the Government for successful working of the market economy and (f) accountability and transparency in the Government, the Committee recommended 22 Ministries in place of 35 Ministries in 1995; a reduction of 13 Ministries. The Ministries without Divisions added to the Divisions would work out to 35 as compared to 51 in the recent past; a reduction of 16 units of government at the top. The Committee believed that the reorganisation of the Government into fewer Ministries and Divisions was in keeping with the dictates of economy and efficiency in the government.

20. The Committee was aware of the political drive for creation of a larger number of Ministries for accommodating a larger number of Ministers in the Government. The Committee was, however, of the opinion that it should be possible to keep the size of the cabinet to the recommended number of Ministries and still appoint junior Ministers in large Ministries to meet the political compulsion of the party in power. This policy should have the additional advantage of inducting politicians of different ages in the government and will develop junior politicians for higher responsibilities in future.

Reorganised Planning Commission : National Planning Organisation.

21. The Committee felt that overhaul of the Planning Commission was needed in view of the shift in its working and change in the economic policy of the government. It was also felt that the planning machinery must be brought into the mainstream of the government and integrated with it. Over the years of its working, the Planning Commission has turned mainly into a project-processing agency for the approving authority in the government. Its main functions of planning and formulation of economic and development policies have largely been forgotten. In order to overcome these shortcomings, a much slimmer body designated as the National Planning Organisation (NPO), headed by a Principal Secretary, has been recommended. Its main functions will be generation of economic and development policies and formulation of national plans. It will process only important projects for approval. Ministries and Divisions have accordingly been strengthened to formulate, approve and monitor projects. They will take increasing responsibility for processing projects. On the basis of a study on Manpower Requirements for Development Projects, a hardcore of permanent manpower has been proposed for 51 agencies of the government, so that competent and experienced manpower are available for most of the projects

from the conception of a project to its final execution. The civil service system which emerges from the reorganised N.P.O., Planning and Development units of Ministries and Divisions and requirements of manpower for 51 agencies mentioned above should enable the Economic Cadre Officers to move between the field and headquarters and in the process shape into a body of well-rounded officers for planning, approval, monitoring and implementation of projects. Useful changes in the procedures of project evaluation have also been proposed to bring about a systematic project evaluation in place of present-day inspection-evaluation by visits only. The restructuring of the organisations involved in planning, execution and monitoring of national plans, programmes and projects and the changes in the manner of its works have been proposed, in response to the terms of reference of the Committee, for re-orienting and rationalising the government for efficiency in planning and development.

Supreme Court Secretariat.

22. The Committee has recommended an organisation structure, designated as Supreme Court Secretariat, for handling all works arising out of separation of the judiciary from the executive in pursuance of the declared policy of major political parties in the country. The Committee visualised that all transfers, postings and promotions of subordinate judicial officers would be made by the Supreme Court. This will replace the present system of transfers, postings and promotions by the Government. The Committee did not see any particular merit in the government proposal for transferring the establishment matters of magistrates from One Ministry to another. The seperation cannot be meaningful, in the opinion of the Committee, unless the administration of the judiciary vest in the Supreme Court. With an organisation structure in place all that is needed to be done is a decision to transfer the subject to the Supreme Court after passing the necessary legislation.

Separation of Audit from Accounts Function.

23. The Committee has worked out the whole lot of organisation structures following its recommendation to separate audit from accounts function. The Comptroller and Auditor General is left with audit function only. His independence has been further ensured by the proposed reorganisation of his headquarters. Ways and means have been suggested for employing competent personnel including Chartered Accountants and other experts for comprehensive audit in place of the present routinised compliance audit. The proposed composition of audit teams should make it possible to apply the wholesome principle of value for money to audit rather than pursue compliance only. It will save the Government from being drowned with unresolved and unresolvable audit objections of trivial and unproductive nature. Departmentalisation of accounts, complete with the needed administrative machinery, has been proposed for proper and timely accountability and speedy compilation of Appropriation and Finance Accounts. In the proposed system such accounts should remain current in place of years of arrears at present. With timely availability of Finance & Appropriation Accounts, the quality of budgets should most definitely improve and the Principal Accounting Officer will for the first time be enabled to discharge his responsibility as such.

Office of Ombudsman and other Measures of Accountability.

24. The Committee recommended a provisional organisation structure for the office of Ombudsman. This was felt necessary in view of the constitutional provision concerning the Ombudsman and the Ombudsman Act, 1980. The legal framework and the political will are both in place. All that is needed is to implement the legal provision. The Committee has, therefore, given the organisation structure, for immediate implementation of the legal provision. This will be an important step towards parliamentary accountability. The Committee has also recommended office assistance to all Members of Parliament and a small fund for investigation so that debates in the Parliament by them are based on facts and findings.

25. Procedures for obtaining government-provided services, fees chargeable and all other relevant information have been recommended to be easily made available by publication of brochures and suitable bill boards at or near the service counter of service-delivering government offices. Help line for instant information on the spot and a departmental mechanism for redress of grievances of citizens have also been recommended for all offices delivering services. Every citizen is entitled to a reply in writing to his grievance made in writing. At present, performance standard with regard to time required for delivery of a service and its quality do not exist. There is, therefore, no yardstick to measure the performance of those who are engaged in delivering services. In other words, norm against which accountability can be enforced, does not exist.

26. The Committee have recommended that Ministries and Divisions should identify services renderd by government offices and determine the service standard with reference to time needed to deliver that service. Periodic inspection and evaluation of services rendered should then ensure accountability. It has also been recommended that citizens should be provided with findings on decisions and the reasons thereof within a month, when applied for by those that are affected by the decisions. This measure should check tendency towards arbitrary decision and shall provide citizens with materials to seek redress of grievances in appropriate cases. None of the foregoing measures outlined in this paragraph is difficult to implement. None will involve much expense and effort. All of them can be implemented right away. These measures, if adopted, should make the Government responsive to the people. Recommendation has been made to suitably amend the Official Secrets Acts, 1924 and relevant portion of the Government Servants' Conduct Rules, so as to create an environment of openness in the Government. Government decisions and actions should be known to the press and the public unless they are marked secret. Transparency is a must in any good government.

Translation of Laws.

27. With the change from English to Bangla as the medium of higher education, the number of English-knowing civil servants in all but the top echelons of the Government is on the decline. Yet the laws, rules and regulations of the Government prepared earlier remain in English. They form the core of the administrative system. The Bangla Translation Cell in the Ministry of Establishment is a feeble attempt at transition from English to Bangla as the official language. It has never undertaken the work of translation. Its achievement lies only in the preparation of a vocabulary of official words. It waits for translated works to come to it from respective Ministries and Divisions and that has never happened. That was never effectively asked for either. It is imperative at this stage to translate into Bangla all laws, rules and regulations of the past. It is, therefore, suggested that the work should be undertaken by the Ministry of Law with the assistance of hired experts. Adequate manpower for the purpose has been proposed. Needed fund should be made available for this priority work.

New Department of Public Prosecution and Defence.

28. The Committee was constrained to observe that the quality of Public Prosecutors and Government Pleaders have deteriorated to an unacceptable low level. The way in which public prosecution of criminal cases are conducted and Government is represented in civil suits leave much to be desired. This is an area of government intervention, which at all times must remain in good order for the sake of peace and harmony in society. This is an area where reform brooks no delay. The Committee has, therefore, recommended a Department of Public Prosecution and Defence. A body of well-educated lawyers should be recruited, trained and assigned to do the job with competence and integrity. Many countries in the world found it useful to have a department of criminal and civil lawyers for guiding investigation of criminal cases and conduct cases in the courts of law. The Government must give up system of adhoc appointments in favour of a systematic approach to conduct of criminal and civil cases.

Reorganisation of Education Departments.

29. Education and Health are two basic necessities of life. Government presence has enormously grown in both these sectors. Nationalisation of schools and colleges has been pushed relentlessly without consideration of integrating them into the system. Existing government machinery of the Department of Secondary and Higher Secondary Education have been failing even to know precisely the number of teachers in various subjects, needed, to be recruited and assigned, and the facilities that are needed to be continued, far less replaced. The ceaseless push for nationalisation of schools and colleges have apparently benefitted only teachers at a huge cost to the public exchequer. The Department has been failing to cope with the situation. The Committee has recommended in this situation creation of a Department of Secondary Education for the management of secondary schools only, a Department of Colleges for college management and a Department of Madrasah Education. The creation of Madrasah Education Department will bring to an end the dyarchy in the administration of madrasah education. After careful analysis of various processes of work involved in the secondary education examination and workload, the Committee arrived at the conclusion that one Secondary Education Board with its regional offices should be able to conduct the examination for the whole country. The benefits of having one Board are obvious enough.

Health Administration.

30. The growth of the Health sector was as enormous as that of Education and a little more chaotic as every conceivable health problem was sought to be cured by creation of yet another development project. At the end of the project period its remains were allowed to hang loosely on the main body. No serious attempt was made to integrate them into the main body. The personnel administration of about 65,000 employees keeps the Department busy none too successfully. The Committee recommends a few measures to create a minimum required order in the management of this sector.

31. A large number of medical colleges and post-graduate medical institutions have grown since liberation. Considering unbearable work-load for the Department of Health and the necessity for some measure of autonomy for higher medical education and hospitals attached to these institutions, the Committee has recommended a new Department of Medical Education. A good deal of autonomy to medical college and post-graduate medical institutions in expenditure, maintenance and replacement of equipments, and for research have been recommended. These powers shall be exercised under the superintendence of a governing body. A Department of Health will look after all other hospitals, clinics and other health units. One critical weakness of the health administration is the lack of trained doctors in administration. Present practice of putting any doctor to administration of hospitals must end in favour of doctors trained in hospital administration. The feeble attempt at NIPSOM to educate doctors in Hospital Administration must be supplemented by training in Hospital Administration in such training institutions as COTA and PATC. Doctors trained in Hospital Administration should be produced in as large a number as possible and employed for the purpose. This group can have an attractive and well-organised career pattern and advancement in administration.

Devolution of Health and Education.

32. As has been indicated central management of education and health are none too satisfactory. Primary Education Department, for example, has been trying to man 37,710 government primary schools in the country. In addition, it has to look after thousands of other private primary and satellite schools. The existing number of government primary school teachers is 1,67,948, which has been recommended by the Committee to be raised to 1,88,550. This by itself is a gigantic task for a single central body to handle even with the assistance of its field offices. The only solution of this problem is to devolve the primary education administration in its entirety to the local government or to create a new local education body in each district for its administration.

Such an attempt was made and even a law was passed to that effect, but it was sent to cold storage. Management of government secondary schools numbering more than a thousand and inspection of thousands of other private schools, grants-in-aid to them, subvention to teachers' pay are under the administrative control of the Department of Secondary & Higher Education now. The Committee have recommended, for the time being, creation of two separate departments for better administration of secondary schools. The Committee, however, feels that government should consider devolution of secondary education to District Board. A Committee may recommend the modalities of the devolution, organization structure, funding and its control arrangements. Another Committee may examine in details the management of thana health complexes, district hospitals and specialised clinics and hospitals and consider the issue of transferring their management to District Boards with necessary funds. The Committee feels that the devolution of these services to local bodies cannot be delayed any further.

Delegation of Powers.

33. A study was undertaken to see the extent of delegation of powers to departments, corporations and other offices under the administrative control of the Ministries. In violation of clear instructions on delegation of powers, Ministries and Divisions were in many instances found exercising powers which were delegated to the Departments. Except his deputies, for example, the head of a department is empowered to transfer and deal with establishment matters of all other officers. This was not followed in practice. The Committee identified the areas which were needed to be delegated to departments and corporations in the interest of efficient administration of public business. A good deal of discontent amongst officers of departments and corporations could be traced to the overbearing and overcentralising postures of the Ministries and Divisions. They feel stifled, humiliated and are unable to function properly. This situation must be corrected without further delay. The Committee have recommended a scheme of delegation of powers to Departments and Corporations based on the study.

34. A related development may be mentioned in this connection. It is the unwholesome practice of putting an officer from outside at the head of a Department without any attempt to find a suitable officer from that Department. In some cases, even the posts of their deputies are held by outsiders. This practice denies legitimate promotion to departmental officers and deprives the public of competent administration. This practice must, therefore, be halted in the public interests and in the interest of harmony in the bureaucracy.

35. The Directorate of Government Transport is at present responsible for providing transport to District Administration, to officers entitled to whole-time transport and to establishments of all Ministries and Divisions. It also keeps a fleet of transports for visiting foreign guests. The Committee, after careful examination of these functions, have recommended for the Transport Directorate to retain the function of providing transports to Secretaries, Additional Secretaries-in-charge, all Ministers including State and Deputy Ministers and to keep a fleet for visiting foreign guests. All other transports together with drivers and other auxiliary staff should be placed at the disposal of the District Administration, offices of those officers who are entitled to whole-time transport and to Ministries and Divisions. Posts of drivers, and mechanics may accordingly be transferred to these offices. It should, however, be seen that duplicate posts are not created in the process. This recommendation, it was believed, would oblige drivers to be better disciplined and more dutiful. Remote control of these employees could never ensure efficiency and discipline. A small pool should then be able to pay good attention to the remaining transports and drivers for Secretaries, Ministers and visiting foreign guests. The Committee has also recommended to do away with the system of 'no objection certificate' for servicing transports outside Government workshop. With no obvious gain, the system became costly as it involves unnecessary waiting.

Tendency to Distortion

36. The Committee observed the unhealthy tendency on the part of a large number of departments to get considerable number of posts sanctioned in both technical and investment projects and press them into their organisations after an interval of several years of adhoc sanctions by the O&M Wing of the Ministry of Establishment. No attention is paid at the time of approving the project to relate the proposed posts into the organisation structure of the proposing department. Not much thought is given, on completion of projects, at the time of making adhoc annual sanction of those posts, either. As a result, serious distortion could occur in the staffing pattern of the organisation. The Committee has recommended a thorough study of manpower requirements of any proposed project with reference to its existing organisation hierarchy (chart). In addition, it has also recommended employment of all project workers, except the core headquarters personnel, on contract. The core personnel for 51 selected agencies has been recommended to be an integral part of the organisation concerned. The Government have already decided to employ project personnel on contract. This was in line with the Committee's recommendation. This is a wholesome decision and must not be reversed on any plea.

Permanent Commission on Organisation and Methods Proposed.

37. The Committee has observed elsewhere in this note the lack of competence of the O&M Wing to perform its functions. Its location in the Ministry of Establishment is also inappropriate in view of the pressure that can be brought to bear on it for agreeing to creation of new posts without proper studies. Neither can the organisation study be made by the kind of officers who are posted there for a short tenure and coming from background totally different from what is needed for the job. The job requires professionals and certainly not anyone from anywhere as is the

present case. This wing, as it is at present organised, is unsuitable for reorganising and rationalising government organisations and recommending improvements in systems and procedures of the government. The Committee have, therefore, recommended a permanent Commission of Organisation and Methods under the direct control of the Prime Minister. It has to be built as a professional body under the chairmanship of a senior civil servant, serving or retired, for bringing about efficiency and economy in the government. It should enjoy the authority of freely agreeing or disagreeing to proposals for expansion on the basis of studies and proposing systems and procedures for improvement on the basis of professional research.

Acknowledgement.

38. The Committee would like to acknowledge the support and co-operation extended by all organisations under its review but for which its task could not have been completed. Special mention may be made of the Local Government Engineering Department which shared some of its facilities with the Committee. The Ministry of Planning made available the services of Mr. Mohammed Mesbahuddin, on a whole-time basis for the entire period of the Committee's work and so did the Comptroller and Auditor General the part-time services of Mr. Mosharraf Hossain Bhuiyan and Mr. Firoz Ahmed, both of whom made valuable contribution to the work of the Committee. The Committee gratefully acknowledges their special support in this regard. In spite of the limitation of the base from which manpower for the Committee was drawn, some of the officers and staff made excellent contribution to Committee's work. The Committee had the services of a single expert Mr. Md. Altaf Kabir, a retired officer of the O&M Wing, employed on contract. His contribution particularly in the preparation of job-description of all class 1 officers and in editing a good number of reports deserve special

mention. Thanks are also due to all successive Secretaries of the Ministry of Establishment and all other officers particularly of the O&M Wing who had given us logistic support and very valuable assistance in the exercise under guidance of their Joint Secretary, Mr. Maruf Morshed.

(M. Nurun Nabi Chowdhury)
Chairman

(Abdus Salam)
Member

(Dr. A.M.M. Shawkat Ali)
Member

(Abdul Muyeed Chowdhury)
Member

(Motahar Hussain)
Member

(Maruf Morshed)
Member-Secretary

সংস্কার কমিশন
১০, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ARC#50/the-arc/M.Sarker/07-08-1996.

84222

LIBRARY
Public Administration
Training Centre